পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। গীতমালা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ—শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় গ্রথিত, মূল্য ১৲ টাকা। বিষ্ণু বাবু একজন উচ্চদরের ভাবুক ও স্বভাব-কবি। রাজা রামমোহন রায় ও কবি রামপ্রসাদের গানের মত তাঁহার অনেক পারমার্থিক গান সাধারণো প্রচারিত। "তরু বল্‌রে বল, কে তোরে সাজাল দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে" "আমার মন ভুলাল যে, কোথায় আছে সে?" কি হৃদয়-উন্মাদক সুন্দর গান! এইরূপ আরও কয়েকটী গানের উল্লেখ করিলে কবির তত্ত্বদর্শন, ভগবদ্‌ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমোচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। (১) তুমি একজন হৃদয়েরই ধন; (২) এ জগৎ মাঝে যে খানে যা সাজে; (৩) এক-দিন হায় এমন হবে এ মুখে আর বল্‌বে না; (৪) একবার পাই যদি দেখিতে; (৫) ও সে কেমন বাজীকর; (৬) তোমাতে যখন, মজে আমার মন; (৭) প্রেম বিনে কি সেধন মিলে; (৮) তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার; (৯) ভজরে ভজ তাঁরে; (১০) মন যে তোমারে চায়, সে তোমার গুণে; (১১) ওরে মন আমার, তাঁ বিনে পার পাবিনে পারাবারে; (১২) ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।

ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে এই গুলি উৎকৃষ্ট গান। এইরূপ আরও অনেক মধুর গান কবির হৃদয়-তন্ত্রী হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকে ৩০৮টী গীত গৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত শ্যামা বিষয়ক, রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক কতকগুলি ভক্তির গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতও আছে। ভাল গায়ক কণ্ঠে গীত না হইলে ইহাদের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না। আমরা যে গুলি গীত হইতে শুনিয়াছি, তাহাতে বিমোহিত হইয়াছি। এরূপ অসাধারণ কবিত্ব ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ গীতমালা সাদরে গ্রহণ করিয়া সকলেই গুণী কবির গুণের সম্মাননা করেন, ইহা আমরা দেখিতে চাই।

২। মনোবীণা—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, মূল্য ২৷৹ টাকা মাত্র। রাণী মৃণালিনীর এই চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি যেমন অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত ও গ্রথিত, ইহার মুখপত্রে পিতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কবির পিতৃদেবের প্রতিকৃতি ও বাৎসল্যের ছবি অঙ্কিত হওয়াতে ইহা আরও সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে ৮০টীর অধিক কবিতা আছে এবং কয়েক খানি সুন্দর ছবি আছে। কবিতার বিষয়গুলি সকলই সুনির্ব্বাচিত এবং কয়েকটী সাময়িক ঘটনা, যথা বারিষ্টার মনোমোহন, স্বামীজি ভাস্করানন্দ ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লছমীশ্বর সিংহের বিয়োগ এবং লর্ড কার্জনের শুভাগমন উপলক্ষে রচিত কবিতা অতি হৃদ্য হইয়াছে। লেখিকার উদার উন্নত ধর্ম্মভাব, নিগূঢ়

প্রেমাবেশ, সুকোমল সহানুভূতি, গভীর স্বদেশানুরাগ এবং স্বাভাবিক সরল ভাব তাঁহার কবিতাগুলিতে দেদীপ্যমান্। আমরা যেটী খুলিয়া পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই এক একটী ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। রাণী মৃণালিনী দ্বারা বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার পরিশোভিত এবং বঙ্গললনাদিগের মুখ উজ্জ্বল হউক, ভগবানের নিকট সর্ব্বদা আমাদের এই প্রার্থনা।

৩। আবেগ—হরসুন্দর মেসিন প্রেসে শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। এখানিও একটী রমণী-প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থে লেখিকার নাম না থাকিলেও তিনি বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগের পরিচিত। তাঁহার কবিতা অনেক সময় বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কয়েকটী এই গ্রন্থেও দেখা যায়। আমাদের বড় আনন্দ, দিন দিন সুলেখিকা সকলের অভ্যুদয় হইতেছে। "আবেগে" যথার্থ প্রাণের আবেগপূর্ণ ভাব কবিতায় নানা ছন্দে বন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি কোমল, সরল ও সুন্দর হইয়াছে। লেখিকার কবিত্বশক্তি আছে, সাধনায় আরও সিদ্ধ হইতে পারিবেন। তাঁহার প্রণীত প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ উৎসাহলাভের যোগ্য।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, দানশীলা শ্রীমতী সুবালা আচার্য্যের সাধু দৃষ্টান্তের ফল ফলিয়াছে। সন্তোষের কুমারদ্বয়ের পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনী এবং হেমাঙ্গিনী চৌধুরাণী দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেখিতে চাই।

২। তুরুস্কের সুলতানের রাজত্ব পূর্ণ ২৫ বৎসর হওয়াতে রৌপ্য জুবিলী হইয়াছে। গত ৩১এ আগষ্ট কলিকাতাবাসী মুসলমানগণও আলোকোৎসব করিয়াছেন।

৩। সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নীলমনি মুখোপাধ্যায় আগামী ডিসেম্বরে অবসর লইলে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

৪। বোয়ারদিগের ভূতপূর্ব্ব রাজধানীতে লর্ড রবার্টস রাজত্ব করিতেছেন, তত্রত্য বোয়ারদিগের ইহা সহ্য না হওয়াতে তাহারা না কি তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল। এই ষড়্‌যন্ত্রের নেতা কর্ড্ব্বার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

৫। ভরতপুরের মহারাজা রামসিংহ রাজপদের অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার নাবালক পুত্র তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

৬। চিন বিপ্লবের শান্তি হইবার সূচনা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতে-

ছিলাম। চিন ও জাপানের সম্রাট্‌দিগের মধ্যে সদ্ভাবপূর্ণ পত্রালাপ চলিতেছিল। আমেরিকা যুদ্ধশান্তির প্রস্তাব করেন, রুসিয়া ও ফ্রান্স তাহার পক্ষে হন। জর্ম্মণ ও ইংরাজ রাজ প্রসন্ন না হওয়াতে আবার যুদ্ধানল জ্বলিয়াছে।

৭। তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় এবং গৌরীপুরের জমীদার বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর উদ্যোগে কৃষক-রক্ষণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহাঁদের শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

৮। ইংলণ্ডের জারো নামক স্থানে এক ব্যক্তি ৪ বৎসর অন্ধ হইয়াছিল, অস্ত্র-চিকিৎসায় সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। সে ব্যক্তি পরে আপনার পরিজনদিগকে দেখিয়া এত হর্ষোন্মত্ত হয়, যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়!!

৯। জাপানে আডজুমা নামক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সম্প্রতি ২৫টী লোকের মৃত্যু হইয়ছে।

১০। আমেরিকার এক অধ্যাপক প্রাচীন বাবিলনের ভূ-নিহিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পুস্তকালয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে প্রস্তরাঙ্কিত ১৬০০০ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের ২২৮ বৎসর পূর্ব্বে এ পুস্তকালয় ছিল।

১১। গ্লাসগো নগরে এবং তুরুকে প্লেগ হইয়া ইউরোপের ভীতির কারণ হইয়াছে।

১২। লর্ড রবার্টস ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি লর্ড উল্‌সলীর শূন্যপদে বৃত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিতেছেন।

১৩। আব্রুজির ডিউক উত্তর হিমসাগর যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুবিখ্যাত আবিষ্কারক ন্যানসেন যত দূর গিয়াছিলেন, তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক উত্তরে গিয়া বরফাবৃত হন।

১৪। ইউনিটেরিয়ান প্রচারক রেবরেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়মস্ প্রতি রবিবার প্রাতে আলবার্ট হলে ইংরাজীতে ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন, অনেক কৃতবিদ্য গণ্য মান্য ব্যক্তি তাহাতে উপস্থিত হন। উপাসনা ও ব্যাখ্যানাদি অতি সুন্দর হইতেছে।

১৫। ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারল বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত হইলাম। ইনি উচ্চপদে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

১৬। আমাদের সৌরজগতে ধূমকেতুর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ!!

১৭। কলিকাতার দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত ১ কোটি, ৩২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বামারচনা।

মহিমা গান।

নিত্য নিরঞ্জন তব, প্রণমামি পদে তব,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড এই সৃজন তোমার,
ধন্য তুমি শক্তিধর মহিমা অপার। ১
ত্রিপথগামিনী গঙ্গে, কুলুনাদে চলি রঙ্গে,
ত্রিদিবে তোমার দেব! মহিমা জানায়,
চঞ্চলা তরঙ্গমালা তব গুণ গায়॥ ২
সমুজ্জ্বল তারাগণ নীলপটে সুশোভন,
আদেশে প্রাণেশ সহ হইয়ে উদয়,
সুশীতল ক'রে তোষে মানব-হৃদয়। ৩
প্রদোষে সরসী-জলে, কুমুদিনী ক্রীড়াছলে
নব নব ফুল কুল ফুটিয়ে ধরায়,
তোমার মহিমা দেব! জগতে জানায়। ৪
রজনী হলে প্রভাত, হেরি সরোজিনীনাথ
প্রফুল্লিত বসুন্ধরা পাইয়ে জীবন,
উষারাণী করে তব মহিমা কীর্ত্তন। ৫
সুগভীর পারাবার ঘেরি পৃথ্বী চারিধার
অনন্ত কল্লোলে তব মহিমা প্রচারে;
হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডপতি! প্রণমি তোমারে।
বসন্তে পাদপগণ, পরে নব আভরণ,
কলকণ্ঠ মধুস্বরে পৃথিবী ভাসায়;
সকলি হে জগদীশ তোমার কৃপায়।
সুগভীর নিশাকালে অসংখ্য ঝিল্লিকাদলে
গাহি তব প্রেম গান মধুর ভাষায়
অনন্ত মহিমা তব জগতে জানায়। ৮
কাননে তাপস জনে, বন্দে তোমা একমনে,
বিস্তারি বিশাল বপু বসি যোগাসনে
শৈল সব তব স্তব করে নিরজনে। ৯
সমুজ্জ্বল প্রতিভায় শোভিয়া নীরদ গায়
চঞ্চলা বিজলী লতা খেলিয়া খেলিয়া
প্রচারে নৈপুণ্য তব মানস মোহিয়া।১০
সুস্নিগ্ধ সমীর তব, দিবা নিশি করে স্তব,
প্রভাতে বসুধা তব মহিমা প্রচারে,
চরণ প্রক্ষালি সতী শিশির তুষারে। ১১
হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পতি, তব পদে থাক্ মতি,
নশ্বর জীবনে দেব! পাই যেন বল;
তুমি হে অনাদিনাথ জীবন সম্বল। ১২

শ্রীউষাবতী দেবী—নপাড়া।

নব-বধূ আবাহন।

বসন্তের অবসান হয়ে গেছে চির তরে,
বজ্রাহত তরুপ্রায় আছে সে একটী ধারে,
নাহি সুখ নাহি দুঃখ নাহিক উল্লাস ধ্বনি,
নিরালায় বন মাঝে যেন গো প্রতিমাখানি!
চরণে লুটায় তার সুখ দুঃখ সমুদায়,
করুণ বিলাপে মরি মূর্চ্ছিত হইয়া যায়।
সে সুন্দর কুঞ্জখানি শুকায়ে গিয়াছে ম'রে,
উদাস সন্ধ্যার বায়ু শুধু হায় হায় করে!
শীতের কুহেলী-মাখা চারিদিক্ অন্ধকার,
উষার আলোকে সূর্য্য দেখা নাহি যায় আর,

হেন শুষ্ক বনমাঝে কে তুমি দেবের বরে
আশার মালতী পুষ্প ফুটিলে সে কুঞ্জ পরে?
তুমি কি ছড়াবে দেবী! কল্যাণ অমৃতরাশি,
যাহার মধুর স্পর্শে ঘুচে যাবে অমানিশি?
সুধা ধারা সিঞ্চিবে কি সে সাহারা মরু'পরে,
ফুটিবে কমল ফুল শোভার অতুল সরে?
দুঃখ ফেলে সুখ লয়ে তোমারে বরিতে আজি
স্নেহ-প্রীতি-পূর্ণ হৃদে এসেছি সকলে সাজি।
কি দিব তোমারে দেবী ভাবিয়া না পাই
আর,
হৃদয়ের স্নেহ প্রীতি দিনু সুখে উপহার।
প্রার্থনা করি গো আজি পরমেশ শ্রীচরণে—
সুখেতে রাখুন দোঁহে মধুর দাম্পত্য প্রেমে।
তুলনা কথন দেবী সে মহান্ দেবতায়,
যাঁহার করুণা রাশি সমগ্র জীবন ছায়!

লীলাবতী মিত্র।

আহ্বান।

মধুর গম্ভীর স্বরে
কে যেন ডাকিছে মোরে
এই পথে আয়,
মরণ আঁধার ঘিরে
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে
বেলা ব'রে যায়। ১

শতেক বাঁধন ডোরে
কেন গো জড়াও মোরে
দাও ছেড়ে দাও;
একাকী জীবন পথে
যুঝিব মরণ সাথে
যাও চলে যাও। ২

হেথা শুধু মোহ মেলা,
হোথা যে অনন্ত খেলা
শান্তি পারাবার;
সংসারের কোলাহল
তীব্র পাপ হলাহল
সহিব না আর।

দূরে অতি বহুদূরে
কোন্ সে স্বরগ-পুরে
মধু আবাহন,
হেথা যে কলঙ্ক রেখা
বিশ্বপটে ছবি আঁকা
ঝলসে নয়ন। ৪

যাও তবে চলে যাও,
অভাগীরে ছেড়ে দাও
আঁধার আমায়;
নীরব তপন শশী,
প্রতিধ্বনি দিবা নিশি
বলে "আয় আয়।" ৫

সে ধ্বনি আকুল তানে
বেজে ওঠে শূন্য প্রাণে,
নয়ে আঁখিজল;
জীবনের বিনিময়ে
স্বার্থ দ্বেষ, হিংসা লয়ে
মিছা কোলাহল। ৬

নব মন্ত্রে বলীয়ান্
দীক্ষিত করিব প্রাণ
জয় পরাজয়,
সেই গান লক্ষ্য করে
ছুটিব অমরাপুরে
জাগিবে হৃদয়। ৭

আশালতা।

সান্ত্বনা।

ঝর ঝর ধারে আজি,
ঝরিছে বরষা নীর,
কাঁদিছে প্রকৃতি সতী,
বিষম শোকে অধীর।
অতি তীব্র দুঃখরাশি,
ঢেকেছে আনন তব,
আজিকে মলিন তাই,
আঁধারে আচ্ছন্ন সব ॥
ঐ যে শুনিতে পাই,
কড় কড় বজ্রপাত,
ভেঙ্গেছে কোমল বুক
কালের করাল ঘাত !
রাজ-রাজেশ্বরী মাতা
বৃটনের শিরোমণি,
ঘোর মর্ম্মাহতা ধনী,
পুত্র-শোকে পাগলিনী ॥
জীবন ঋতুর তলে,
এ নিদাঘে খর চাপে,
নবীন মুকুলরাজি,
শুষ্ক শোক রবি-তাপে !
অচল স্থবির দশা,
এই কি শান্তির ছায় ?
নিদারুণ পুত্র-শোকে,
জর জর প্রাণ কায় ॥
উঠ উঠ মা জননী
ত্যজ মা সংসার-মোহ,
পশিয়াছে পুত্র তব,
সুন্দর স্বরগ গেহ ॥
চাহিয়া দেখ মা দূরে
সবে শোক-মগ্ন হয়,
বিশ কোটি সুত সুতা,
তব মুখ চেয়ে রয় ॥
সংসার কালের চক্রে,
হৃদয় হয়েছে মরা,
চূর্ণ সুবিচূর্ণ আজি,
প্রত্যেক ধমনী শিরা ॥
তাই সবে কাঁদিতেছি,
রহিয়া জলধি পারে,
এসেছি মুছাতে তাই
তব ও নয়ন-ধারে ॥
এস মা এস মা কাছে,
ভগ্ন বক্ষে ঢালি বল,
রাঁচি গো বিভুর পাশে,
শত গো শান্তির জল ॥
শোকের দাবাগ্নি তব
হউক শীতল তায়,
আর যেন কাঁটা খোঁচা
না বিধে কোমল গায় ॥
আমরা অবোধমতি
জ্ঞানহীনা বঙ্গনারী,
ব্যথিত-হৃদয় হেরে,
অমনি কাঁদিয়া মরি ॥
সকাতরে তাই সদা,
প্রভু পরমেশ ঠাঁই,
"মায়ের হৃদয় পূর্ণ
হউক'' এ ভিক্ষা চাই ॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
শাহারণপুর।

No. 430-31. November & December, 1900.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৮ বর্ষ। ৪৩০-৩১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩০৭। | ৭ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রামমোহন রায় উৎসব—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৬৭ বার্ষিক উৎসব সিটী কলেজ গৃহে সম্পন্ন হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি আই ই সভাপতির কার্য্য এবং রেবরেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়াম্‌স্‌, আই এ আইজাক, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। কোনও মহিলারচিত একটী কবিতা পঠিত এবং নূতন সঙ্গীত গীত হয়, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬০ বর্ষাধিক রাজত্বকালে ১৪টী পার্লেমেণ্ট গঠিত ও ভঙ্গীকৃত হইল। আগামী শীতে পঞ্চদশ পার্লেমেণ্ট সংগঠিত হইবে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের বার বার জয় পরাজয় হইয়াছে। এবার গতিক যেরূপ, তাহাতে রক্ষণশীল দলেরই জয়।

জাপানের বাহাদুরী—চিন সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য যে অষ্টবজ্র একত্র হইয়াছে, তন্মধ্যে জাপান পূর্ব্বদেশীয় হইয়াও ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিয়া বেশ বাহাদুরী লইতেছে। জাপানের সামরিক বন্দোবস্ত চমৎকার। এক মিনিটের মধ্যে ৪ লক্ষ সেনা সংগ্রহ হইতে পারে। অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ অজস্র স্বদেশে প্রস্তুত হইতেছে, তজ্জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না।

বুয়ার যুদ্ধ—মুষ্টিমেয় বুয়ার মহা-

প্রতাপশালী ইংরাজ-রাজের সহিত এক-বৎসর কাল যুঝিল, জগতের ইতিহাসে ইহা অসাধারণ ব্যাপার। যাহাহউক আর বোধ হয় তাহাদের অস্তিত্ব রহিল না। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার ৬ মাসের ছুটী লইয়া ওলন্দাজ রাজ্ঞীর জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন, সেনাপতি বোথা পীড়া প্রযুক্ত পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড রবার্টের আশার গোলক আর দুরস্থ নয়।

চিন যুদ্ধ—সন্ধি হয় হয় হইয়াও হইতেছে না। এদিকে রক্তস্রোত প্রবল বেগে বহিতেছে। যোদ্ধৃদলের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতে অনেক জীবন নষ্ট হইতেছে। আর শুনা যায় ২০ সহস্রাধিক খ্রীষ্টানকে চিনেরা হত্যা করিয়াছে, ইহার মধ্যে প্রায় ২০০ পাদরী।

কলিকাতায় বন্যা—৪।৫ দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে সহরের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। দরিদ্র শ্রেণী নিরাশ্রয় ও নিরন্ন হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। সদাশয় ছোটলাটকে ধন্যবাদ, তিনি ঘটনার অব্যবহিত পরেই সহর পরিদর্শনপূর্ব্বক সাহায্য দানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

রাজভক্ত ভারত-রাজন্যগণ—(১) যোধপুরের মহারাজের খুড়া মহারাজ সার প্রতাপ সিংহ ইংরাজের পক্ষ হইয়া চিনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। ইনি যোধপুর ইম্পিরিএল্ সারবিস্ লান্সার সৈন্যের সেনাপতি। ইনি বিগত টিরাই যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন এবং আহত হইয়াছিলেন। ভারতীয় রাজগণের মধ্যে ইনি এক জন বীর বলিয়া পরিগণিত।

(২) বিকানির মহারাজও আর এক-জন যুদ্ধার্থী। ইনিও সসৈন্যে ইংরাজের পক্ষ হইয়া চিনযুদ্ধে যাত্রা করিতেছেন।

(৩) বরদার গুইকোয়াড়, যিনি এখন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন, প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্য ধন সৈন্য প্রভৃতি সমস্তই ইংরাজ রাজ-করে সমর্পিত। যখন যেখানে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিতে প্রস্তুত।

(৪) গোয়ালিয়রের মহারাজা ২৫লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিনযুদ্ধে আহত সৈন্যদিগের চিকিৎসার সাহায্যার্থ একখানি সুসজ্জিত জাহাজে স্বয়ং আরোহী হইয়া কয়েকটী অমাত্যসহ যাত্রা করিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সৈনিকরূপে যুদ্ধ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ।

সতীদাহ বিভ্রাট্—অনেক দিন সতী-দাহ সংবাদ শ্রুত হয় নাই। সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাণ্ডা জেলায় জল্-রাণী গ্রামে একটী স্ত্রীলোক সতী হইবার প্রয়াসী হইয়াছিল। আনুক্রমিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া সদ্যো বিধবা স্বয়ং মৃতপতির পার্শ্বে শয়ন করিল। চিতার অগ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সতী সামান্য মাত্র উত্তাপ-স্পর্শে প্রাণভয়ে চিতা হইতে লাফাইয়া

পড়িল। সেকাল হইলে সৎকারকারিগণ তাহাকে বাঁধিয়া জলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিত এবং বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিত। যাহাহউক গবর্ণমেণ্টের নিয়মের কড়াকড়িতে অভাগিনীর জীবন রক্ষা হইল। কিন্তু আত্মহত্যা চেষ্টা অপরাধে তাহার একদিনের জন্য কারাদণ্ড হয়। সাহায্যকারী দুই ব্যক্তির তিন মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

মধ্যাহ্নে নক্ষত্র দর্শন—সিলং হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, তথায় ৯ই ও ১০ই আগষ্ট মধ্যাহ্নকালে প্রখর সূর্য্যালোক সত্ত্বেও একটী প্রকাণ্ড নক্ষত্র বা উল্কা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহার আকার একখানি বৃহৎ হীরকখণ্ডের অনুরূপ এবং উজ্জ্বলতা ও দীপ্তিতে ইহা সূর্য্যের ন্যায়। আসামের এই অঞ্চল গত দুই তিন বৎসর ভূমিকম্পে ভূমিকম্পে উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ব্যাপার অত্যন্ত ভীতিজনক হইয়াছে।

বিরাট খৃষ্টীয় সমিতি—কিছু দিন হইল লণ্ডন নগরে আলেকজাণ্ড্রা প্রাসাদে একটী বিরাট খৃষ্টিয়ান সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। খৃষ্টিয়ান জগতের নানা স্থান হইতে প্রায় (৩০,০০০) ত্রিংশৎ সহস্র প্রতিনিধি সভাস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া সম্পাদিত হয়। পৃথিবীময় খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারই সভার মূল উদ্দেশ্য। সভার কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখনও সংঘটিত হয় নাই।

সৎ-সাহসিকতা—গত আশ্বিনের দুর্যোগে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের এক আরোহিপূর্ণ ট্রেণ গোবরডাঙ্গার নিকট জলসাৎ হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তথায় এক ভগ্ন সেতুর নিকট উপেন্দ্রনাথ দাস নামক ধীবরজাতীয় এক ব্যক্তি আপনার জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া রেলের উপর দাঁড়াইয়া ট্রেণ আসিতে বাধা দেয়। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। এই ধর্ম্মবীরের দৃষ্টান্ত আদর্শ-স্থল।

মৃত্যু—বাঁকীপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বাবু গুরুপ্রসাদ সেনের মৃত্যু সংবাদে আমরা বিষাদিত হইলাম। ইনি দেশহিতকর সকল বিষয়ের সহায় ছিলেন।

টিলটোগ্রাফ।

প্রথম যখন টেলিফোঁ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তখন কোন একটী গৃহের একটী প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে কথাবার্ত্তা পরিচালিত হইত। ক্রমে ইহার উন্নতি সংসাধনের সহিত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে, এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে, এক নগর হইতে অপর নগরে এবং এক প্রদেশ হইতে

অপর প্রদেশে স্বর বাহিত হইতে লাগিল। দুই মাইল, দশ মাইল, পঞ্চাশৎ মাইল হইতে ক্রমে শত শত মাইল পর্য্যন্ত শব্দ বাহিত হইতেছে। সম্প্রতি ইহার আরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এখন কেবল স্বরবাহন নহে, ইহা লিখিত বর্ণ বা লিপি বহন করিতেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে লিপি বাহিত হয়, তাহার নাম টিল্‌টোগ্রাফ। ইহার আকার একটী বৃহৎ টাইপ-রাইটারের (ছাপার অক্ষর লিখিবার যন্ত্রের) অনুরূপ। যন্ত্রস্থ তাড়িতপ্রবাহের সাহায্যে লেখক বর্ণপাত করিবামাত্র তাহা দূর দূরান্তরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হন। লেখনী বা পেন্‌সিল্ দ্বারা মনোভাব অঙ্কিত করিবামাত্র দূরস্থ সম্বোধিত ব্যক্তির তাহা অভিজ্ঞান হইয়া থাকে। এই কার্য্য নীরবে ও নিস্তব্ধ ভাবে সম্পন্ন হয়, সুতরাং ইহা দ্বারা রহস্য বা গুপ্ত মন্ত্রণা ভেদের আশঙ্কা নাই। যন্ত্রটী চাবি ও কুলুপের দ্বারা বন্ধ রাখা যায়। বর্ত্তমান জগৎ-মেলা উপলক্ষে পারিস ও লণ্ডন নগর শত শত টেলিফোঁর দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। ফরাসীরা মৃদুভাষী, সুতরাং উচ্চভাষী ইংরেজদিগের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে তাহাদের কথাবার্ত্তার অনেক সময় যথোচিত সাম্য রক্ষিত হয় না, কিন্তু টিলটোগ্রাফের কল্যাণে যাহা অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য, তাহা অনায়াসে সুসাধ্য হইয়াছে। লণ্ডন হইতে পারিস ৩১৫ মাইল দূর। গৃহের এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠের সহিত যোগাযোগের ন্যায় এই ৩১৫ মাইল পথ নিকটতর বলিয়া বোধ হইয়াছে। টেলিফোঁর অপেক্ষা ইহা দ্বারা কার্য্যও অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

আটলাণ্টিক মহাদ্বীপ ও খণ্ডপ্রলয়।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া সায়ংকালে লয় করেন, তাহাই খণ্ডপ্রলয়। কিন্তু ব্রহ্মার এই দিনমানের পরিমাণ কত তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগের সমষ্টিতে এক মহা যুগ বা দৈবযুগ হয়। আমাদিগের মানবীয় গণনানুসারে প্রতি ৪৩,২০,০০০ তেতাল্লিস লক্ষ কুড়ী হাজার বৎসরে এক এক মহাযুগ হইয়া থাকে। এমন সহস্র মহাযুগে অর্থাৎ ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে এক কল্প বা ব্রহ্মার দিনমান হয়। তাঁহার রাত্রিমানের পরিমাণও এইরূপ। ব্রহ্মা তাঁহার এই দিনমানে বা কল্প কালে সৃষ্টি করিয়া, রাত্রিমাণ কল্প কালে তাহা লয় করেন, এবং তাহার অবসানে অর্থাৎ পরবর্ত্তী কল্পারম্ভে তাঁহার প্রাতঃকাল হইতে পুনর্ব্বার সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন, এবং সন্ধ্যাগমে লয় করেন। এই প্রকারে তাঁহার দিবারাত্রি গত হইতেছে।

আমরা প্রবন্ধের শিরোভাগে যে খণ্ড

প্রলয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা উক্ত পৌরাণিক খণ্ড প্রলয় নহে ; ইহা মানবীয় খণ্ডপ্রলয়। আমাদিগের একদিনে বা একটী মাত্র দিবারাত্রির মধ্যে একটী মহাদ্বীপ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পাঠিকারা অবগত আছেন যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পাঁচটী মহাসমুদ্র আছে। তন্মধ্যে ভারত সমুদ্র দক্ষিণ মহাসমুদ্রের অংশ বলিলেই হয়, সুতরাং তাহা পৃথক্‌রূপে মহাসাগর বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নহে। তাহা ব্যতীত চারিটী মহাসমুদ্র পৃথিবীর চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমাদিগের পুরাণ ও ইতিহাসেও চতুঃসাগরের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাণোক্ত পশ্চিম সাগরই বর্ত্তমান আটলাণ্টিক মহাসাগর। ইহা মহাদেশ ইয়ুরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিমে ও আমেরিকার পূর্ব্বে লম্বভাবে অবস্থিত। অপর তিনটী মহাসমুদ্র অপেক্ষা ইহার আয়তন ও গভীরতা অল্পতর। প্রায় ১১,৫০০ এগার হাজার পাঁচ শত বর্ষ অতীত হইল এই মহার্ণবের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ ছিল। তত্রতা অধিবাসীরা পূর্ব্বে ইয়ুরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে আমেরিকা উভয় মহাদেশেই যাতায়াত করিত। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন যে, এই মহাদ্বীপে একটী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপিত ছিল। তাহার সৈন্ত সকল দিগ্বিজয় করিয়া গ্রীকদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এই দ্বীপের পূর্ব্বসীমা হরকুলেশের স্তম্ভের (বর্ত্তমান জিবরল্‌টার প্রণালী) নিকটেই ছিল ; সুতরাং দ্বীপবাসীরা অনায়াসেই ইয়ুরোপ ও আফ্রিকায় গমনাগমন করিত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সহিত পশ্চিম সাগরস্থ আরও অনেক দ্বীপপুঞ্জ সংযুক্ত ছিল। এক দিকে সিরিয়া, মিসর ও ইয়ুরোপের অধিকাংশ প্রদেশ এবং অপর দিকে আমেরিকাও এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে আটলাস নামক একজন মহাপ্রতাপশালী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহারই নামে সমস্ত দ্বীপকে আটলাণ্টিস্ বা আটলাণ্টিক্ বলা হইত। সেই দ্বীপের নামেই আবার পশ্চিম মহাসাগর এক্ষণে আটলাণ্টিক সাগর নামে আখ্যাত হইয়াছে।* প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মতে এই মহাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। জ্ঞান ও সভ্যতা তথায় উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তত্রত্য লোকদিগের ধন ও সুখের পরিসীমা ছিল না, সুতরাং তাহারা ঘোর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্যই তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল অচিরে প্রাপ্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ একদিন মহান্ ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেশ

* আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, আফ্রিকার আটলাস্ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে আটলাণ্টিক্ মহাসাগর নাম হইয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত। আটলাণ্টিস্ মহাদ্বীপও ইহার সম্মুখস্থিত সাগরে অবস্থিত ছিল। বোধ হয় এই পর্ব্বতশ্রেণীও দ্বীপের সহিত সংযুক্ত ছিল।

উৎপন্ন হইল এবং ভূমিকম্পের অনুসরণে মহাসাগরও উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত দ্বীপটী স্থাবর জঙ্গম, ভূচর খেচর প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী ও জনগণের সহিত আপনার গর্ভে নিমগ্ন করিয়া ফেলিল। একটী মাত্র দিবা রাত্রিতে এই মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর (২৫০০) অতিবাহিত হইল গ্রীক পণ্ডিতেরা এই মহা ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখনও আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের স্থানে স্থানে নিমজ্জিত মহাদ্বীপের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। ধ্বংসরাশির দ্বারা সাগরের গর্ভ পূর্ণ ছিল, সুতরাং সাগরের গভীরতাও অনেক অল্প ছিল। এমন কি বাণিজ্য-পোত সকল বহুকষ্টেও গমনাগমন করিতে পারিত না। সমস্ত সাগর-গর্ভ কর্দ্দম ও ভগ্ন গৃহ উপাদানে পূর্ণ ছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের সমুচ্চ স্থল সকল জাগিয়াছিল মাত্র।

মধ্য আমেরিকায়, বিশেষতঃ মেক্সিকোর অন্তঃপাতী ইউকেটন প্রদেশে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার অগষ্টস লিপ্লজুয়ন (Dr. Augustus le Plungeon) গত পঞ্চবিংশতি বৎসর তথায় থাকিয়া ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে খোদিত লিপি, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া তাহার প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন। প্রাচীন কালে এই প্রদেশে অজটেক্ এবং টল্‌টেক্ জাতি বাস করিতেন। তাঁহারা যে বিদ্যা ও সভ্যতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের নির্ম্মিত নগর, অট্টালিকা, দেবমন্দির ও সমাধিমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সকল ভূরি ভূরি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই টল্‌টেক জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ সমুদ্রের মধ্যস্থ মহান্ আটলান্ বা ইট্‌জ্‌ট্লান (Itz tlean) দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের স্মৃতিলিপিতে বর্ণিত আছে। আটলান্ দেশে মূ বা মায়া নামক এক সভ্য জাতি বাস করিতেন। তাহাদিগের ভাষা মায়া ভাষা নামে অভিহিত। ইয়ুকেটন প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা অদ্যাপি মায়াভাষার অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করে। এই মায়া ভাষায় মায়া জাতির ধ্বংস ও উক্ত খণ্ড প্রলয়ের বিষয় বর্ণিত আছে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের বর্ণনার সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সমগ্র মহাদেশ জলমগ্ন হইলেও উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল জাগিয়াছিল, অদ্যাপিও তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আসেনসন দ্বীপাবলী, সেণ্ট হেলেনা, কেনারী, আজোর্স, ও কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, বারমুডাস প্রভৃতি পার্ব্বতীয় দ্বীপ সকল প্লাবিত মহাদেশের শৃঙ্গ বা উচ্চভূমি মাত্র। আটলান্‌টিক মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার প্রোথিত করিবার সময়েও প্লাবিত দেশের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

দস্যু ও রমণী।

(গত বারের শেষ)।

লর্ড চার্লস গ্যাক্‌টন লেডী কেটকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে নির্জ্জন গৃহে অন্য কেহই আর ছিল না। উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর লেডী কেট অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন "এ কিরূপ কথা লর্ড চার্লস! আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার কি কোনও আশঙ্কা নাই? আপনাকে যদি কেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে আপনার দশা কি হইবে জানেন ত?"

লর্ড চার্লস্ বলিলেন "আপনি ভিন্ন আমায় অন্য কেহই দস্যু বলিয়া জানে না, আর আশা করি তাহা আপনার নিকট চির-গোপন থাকিবে।"

আনন্দের সহিত লেডী কেট্ বলিলেন "আ! তাহা হইলে আপনি আমার ক্ষমতার অধীন।"

লর্ড চার্লস সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন—"আমি কি প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই আপনার অধীন হই নাই?"

লেডি কেট্ যেন বুঝিতে না পারিয়া স্থির ভাবে বলিলেন—"ইহার অর্থত আমি কিছুই বুঝিলাম না।"

লেডী কেট্! আপনাকে কেন আর সেই কথা বলিব? যে কথা আপনি আপনার জীবনে অহরহ শুনিতেছেন, আমার মুখে কি সেই কথা আপনার শুনিতে ভাল লাগিবে? বোধ হয় পুনরায় সে কথা শুনিলে আপনি বিরক্ত হইবেন।"

"কই আমিত কখনো বিরক্ত হই নাই।"

"কেন, আপনি কি প্রতিদিন শুনিতেছেন না যে, আপনি এ জগতে অতুলনীয় সুন্দরী?"

"কিন্তু আমি তাহা শুনিয়াও কখনো বিরক্ত হই নাই।"

লর্ড গ্যাক্‌টন অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তাহা হইলে আমার বলিবার অর্থ এই, তোমাকে দেখিয়া, তোমাকে ভালবাসিয়া, তোমার চক্ষের ওই মধুর চাহনি নিরীক্ষণ করিয়া, আমার জীবন চির জীবনের মত তোমার হস্তে সঁপিয়া দিয়াছি।"

লেডি কেট্ ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তোমার দস্যু হইবার কারণ কি?"

"সেই কথা বলিবার জন্যই ত আসিয়াছি, তুমি সে কথা শুনিবে কি?"

লেডি কেট হাসিয়া বলিলেন "সত্য কথা বলাইত মানবের ধর্ম্ম! কিন্তু আমিত স্যার হ্যারির সহিত কোয়াড্রিলে যাইব।"

"আহা স্যার হ্যারি!"

"কেন স্যার হ্যারিকে তোমার ওরূপ ভাবে বলিবার অর্থ কি? আমার সহিত নাচিবেন বলিয়া?"

"তাহার জন্য নয়, তাহা পারিবেন না বলিয়া।"

"কিন্তু তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে আমি বল-রুমে যাইব না?"

"আমি তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি এখন যাইও না। আমার দস্যু হইবার কাহিনীটা শুনিবে না? এখন তুমি যদি না শুন, আমায় চলিয়া যাইতে হইবে, আর সে কথা বলা হইবে না।"

লেডি কেট্ বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন—"তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি?" কিন্তু সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইলেন না।

"লেডি কেট্! যদি একজন পুরুষ একজন রমণীকে কোনরূপ অন্যায় অপমান করিয়া থাকে এবং সে জন্য পরে অত্যন্ত অনুতাপিত হইয়া রমণীর নিকট ক্ষমা চায়, রমণী কি কখনো ক্ষমা করে না?"

"অত্যন্ত অন্যায়?"

"হাঁ রমণীর প্রতি অনায়, অপমান-সূচক ব্যবহার।"

"আমি এ কথা কি করিয়া জানিব? তবে সকলি সেই পুরুষের উপর নির্ভর করে। লোকে বলে রমণী যাহাকে ভালবাসে, তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারে।"

মৃদু স্বরে লর্ড চার্লস বলিলেন—"রমণী যাহাকে ভালবাসে? লেডি কেট্! রমণী কি প্রথম দর্শনেই ভালবাসিতে পারে? পুরুষে তাহা পারে। তুমিই আমায় তাহা শিখাইয়াছ।"

অধীর ভাবে লেডি কেট্ বলিলেন 'আমি তাহা জানি না, তুমি কি বলিতেছ? ভালবাসার কথা আমি কিছুই জানি না।'

অতি মৃদু স্বরে লর্ড চার্লস বলিলেন "কিছুই জান না? একটুখানি! তবুও যে ভালবাসে, সেই ভালবাসার লোককে এইরূপ ভাবে আঘাত করে।" তাহার পর সহসা লেডি কেটের দিকে ঝুঁকিয়া প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন "লেডি কেট! আমি তাহা হইলে তোমায় প্রথম ভালবাসিতে শিখাইব।"

লেডি কেট্ কোন একটা উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। কত বার পুরুষে তাঁহার নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিয়াছে, কিন্তু তাহা এ প্রকার নয়। এ যেন দাবী দিয়া নিজের দখল অধিকার করিতে চাহিতেছে। পুনরায় সেই প্রকার প্রেমপূর্ণ স্বরে লর্ড চার্লস বলিলেন "আমি তাহা হইলে তোমায় ভালবাসিতে শিখাইব?"

এমন সময় সহসা সবলে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে সার জর্জ্জ গার্ডিং সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াই, লেডি কেটকে দেখিয়া বলিলেন—

"আঃ এই যে লেডি কেট্, আমি যে আপনাকে সারা গৃহময় অন্বেষণ করিয়া আসিলাম।"

লর্ড চার্লস আসনে হস্ত স্থাপন করিয়া প্রশ্নের উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আসনে বসিয়া পড়িলেন।

লেডি কেট্ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন

"কেন আপনার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে ?"

"এই মাত্র আমি লর্ড উইল্‌ডমোরের নিকট এক মজার গল্প শুনিলাম। যখনি শুনিলাম, তখনি ভাবিলাম ইহা আপনাকে না শুনাইলে নয়। শুনিলে হাসিতে হাসিতে অস্থির হইতে হইবে। আমি আপনাকে সেই কথা বলিব বলিয়াই আসিয়াছি। লর্ড উইল্‌ডমোরকে ডাকিব কি ?"

"না না আপনি তাহা নিজেই বলুন।"

লেডি কেটের আর অন্য বাধা আনিবার ইচ্ছা ছিল না।

সার জর্জ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন "উইল্‌ডমোর তাঁহার কোন বন্ধুকে (তাহার নাম বলিলেন না) কোন এক বিশেষ রমণীর (তারও নাম বলিলেন না) নিকট হইতে কৌশলে একটি চুম্বন চাহিতে বলেন এবং সেই বন্ধুকে বলেন যদি সে কৌশলে রমণীর স্ব-ইচ্ছায় চুম্বন গ্রহণ করিতে পারে ত তিনি হাজার ক্রাউন (প্রায় ১২৷৷০ হাজার টাকা) হারিবেন। সেই বন্ধু হাজার ক্রাউনে বশীভূত হইয়া তাহাতে স্বীকৃত হইল, ও ছদ্মবেশী দস্যু সাজিয়া যখন সেই লেডি বাথ নগরে যাইতেছিল, তাহার শকট আক্রমণ করিয়া গতিরোধ করে ও জোর করিয়া চুম্বনপ্রার্থী হয়। রমণী স্বীকৃত হইল না। আপনি উইল্‌ডমোরের নিকট শুনিলে সব বুঝিতে পারিবেন। কেমন ইহা কি ঠিক ম[illegible]কর মত বোধ হইতেছে না ? পরে উইল্‌ডমোরের সেই বন্ধু মিথ্যা গল্প ফাঁদিয়া বলিল সেরিফ তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। রমণী তাহাকে পলাইতে বলিলেও সে পলাইল না; বলিল যে তাহার ক্ষমা না পাইলে সে কোন মতে যাইবে না। রমণী তাহা বিশ্বাস করিয়া অবশেষে সম্মত হইল। উইল্‌ডমোরের বন্ধু হাজার ক্রাউন জিতিল। লেডি কেট্‌ সব চেয়ে হাসিবার কথা এই যে সে লোকটী প্রথম দর্শনেই এরূপ ভালবাসিয়াছে যে, সে সেই রমণীকে অপমান করিয়াছে বলিয়া মরিতেও স্বীকৃত আছে"

এই বলিয়া সার জর্জ থামিলেন ও লেডি কেট্‌ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন "লর্ড উইল্‌ডমোর কি আপনাকে এই গল্প বলিয়াছেন ?"

"হাঁ তিনি বলিয়াছেন, আরো বলিয়াছেন যে, আপনি এই গল্প শুনিলে অতিশয় আনন্দিত হইবেন।"

"তিনি ঠিক্‌ই বলিয়াছেন, এ গল্প শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু আমার অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে, সেজন্য বেশীক্ষণ এ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলাম না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাইয়া আমার গাড়ীটা প্রস্তুত করিতে বলিবেন কি ? আমি এখনি গৃহে যাইব।"

"এত শীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, এখন ত রাত বেশী হয় নাই।"

"না আমার শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে, সে জন্য কিছুই ভাল লাগিতেছে না, গোলমাল অসহনীয় বোধ হইতেছে।

আমি নির্জনে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া গাড়ীটা দেখিবেন কি ?"

"নিশ্চয়ই ডাকিয়া দিব, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার যদি লর্ড উইল্‌ড-মোরের নিকট এগল্প শুনিতেন, তাহা হইলে আপনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন" এই কথা বলিয়া, সেই হাসির কথা স্মরণ করিয়া নিজ মনে হাসিতে হাসিতে সার জর্জ্জ গাড়ী দেখিতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর লেডি কেট্ লর্ড চার্লসের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

"কেমন এ কথা সত্য ?"

লর্ড চার্লস এতক্ষণ এই গল্প শুনিয়া নীরবে আকুল আগ্রহের সহিত লেডি কেটের প্রতি চাহিয়াছিলেন, এখন লেডি কেটের কথা শুনিয়া ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এই বার আমার কথা শুন। যদিও আমার অপরাধ গুরুতর, কিন্তু—

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে লেডি কেট্ কহিলেন "প্রথমে আপমান করিয়া, পুনরায় সেই কথা বন্ধুমহলে রটাইয়াছ ? আর কি কথা আছে ? যথেষ্ট হইয়াছে। চুপ কর।"

"কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেছি তাহা কখনো সত্য নয়।"

ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া লেডি কেট্ বলিলেন "আজ যদি আমার সহোদর ভ্রাতা বা অন্য কেহ আত্মীয় থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমার এই কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল দিত। ইহলোকে নয়, পরলোকে যেন আমি নিজে ইহার প্রতিশোধ দিতে পারি।" এই কথা বলিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে না পারিয়া লেডি কেট্ ছুটিয়া সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে, লেডি কেট্ নিজের শয়নগৃহে রোষে, ক্ষোভে, আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া আছেন, আর চিন্তা করিতেছেন "জগতে কেহ কি এরূপ জঘন্য নীচ দুরাত্মা হয় ? তাহার কি প্রতিফল না পাওয়াই উচিত ? আর তিনি—তিনি তাহার উপহাসের পাত্র হইলেন। ওঃ ইহা অসহনীয়। বোধ হয় সে এখন লর্ড উইল্‌ডমোরের সহিত বসিয়া এই সব কথা বলিয়া রহস্যালাপে মগ্ন রহিয়াছে। ও! অসহনীয়!" লেডি কেট্ পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমন সময় সহসা ধীরে দ্বারে আঘাত হইল। তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ স্বরে আহূত হইয়া কম্পিত-কলেবরে একজন দাসী একখানি পত্র হস্তে প্রবেশ করিল।

পত্র হস্তে দিয়া বলিল "উত্তরের আশায় পত্র-বাহক অপেক্ষা করিতেছে; লর্ড চার্লস লিখিয়াছেন।" প্রথমে তাঁহার সেই পত্রখানিকে শত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু কৌতূহলের বশীভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে লেখা ছিল

"প্রিয় লেডি কেট্!

আমি আর নিজের ব্যবহারের কথা ভুলিব না। জানি আর আমি আপনাকে

কোন প্রকারে তোমার নিকট নির্দ্দোষী করিতে পারিব না। কিন্তু লেডি কেট্! যখন আমি সেই হাজার ক্রাউনের জন্য লর্ড উইলডমোরের নিকট এই কার্য্যে প্রতিশ্রুত, তখন আমি তোমাকে জানিতাম না। তোমার মুখ দেখিয়া সব বুঝিলাম এবং সে মুখ দেখিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইলাম। আমার এই কার্য্যের মূল ওই মুখের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য। যদিও বা ফিরিতাম, কিন্তু আর তাহা পারিলাম না। প্রথম দর্শনেই আমার জীবনসর্ব্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া, সামান্য একটি চুম্বন তাহার প্রতি-দান লইয়াছি। আর কিছু না। অদ্য তোমাকে সকল কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সার্ জর্জের জন্য আর তাহা হইল না। আমার এই কার্য্যের নিমিত্ত যাহা প্রতিফল পাওয়া উচিত, আমি তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। একমাত্র মৃত্যুই ইহার প্রতিফল। কল্য প্রাতঃকালে লর্ড উইলডমোরকে আমি ডুয়েলে (দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, যাহাতে পরস্পরে পরস্পরকে এক সময়ে গুলি করে) আহ্বান করিয়াছি, তিনিই এই গল্প অতিরঞ্জিত করিয়া সমাজে প্রচার করিতেছেন। কল্য আমাদের সাক্ষাৎ হইলে, আর আমি সে সাক্ষাতের পর ফিরিব না। কারণ লেডি কেট্! প্রথম দর্শনেই আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি, তোমার অপমান করিয়া আমি আর এ ঘৃণিত জীবন রাখিব না, আমার সে সাধও নাই। কেবল মাত্র মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি। সেই জন্য সাহসে নির্ভর করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে আজ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক দুটি কথাও লিখিয়া দিও, তাহা হইলে আমি হৃদয়ে অসীম সান্ত্বনা পাইয়া সুখে মরিতে পারিব।"

তোমারি আমি
চার্লস ব্যাক্টন।।

লেডি কেট্ এই পত্রখানি পড়িয়া, দুই খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন, তাহার পর ভূমিতলে ফেলিয়া দিলেন। আপন মনে বলিতে লাগিলেন "ইহাও ভাল যে লজ্জা হইয়াছে, মৃত্যুই উপযুক্ত প্রতিফল। আমি এই দুরাত্মা পৃথিবী হইতে অপ-সারিত হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

পুনরায় লেডি কেট্ বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই ছিন্ন পত্রখানি তুলিয়া যুড়িয়া যুড়িয়া পড়িতে লাগিলেন। সেই অশ্রুর মধ্যে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। এবার পত্র পড়িয়া আর ভূমিতে ফেলিলেন না, মুড়িয়া হৃদয়মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দিলেন। পুনরায় নিজমনে বলিতে লাগিলেন "তার মৃত্যুই উচিত, কিন্তু ডুয়েল অতিশয় নীচ কর্ম্ম। কিন্তু আমি কখনো তাহাকে মার্জ্জনা করিব না, তবে এ ডুয়েলও হইতে দিব না। ইহার পর আমি কখনও তাহার সহিত কথা কহিব না। তাহার ব্যবহার অমার্জ্জনীয়।"

লেডি কেট্ দাসীকে ডাকিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন। দাসী বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া আজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল।

লেডি কেট্ স্বহস্তে দেরাজ খুলিয়া সেই শুভ্র মস্তকাবরণ খানি বাহির করিয়া মাথায় দিলেন। যে দিন দস্যুর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হয়, সে দিন ইহাই তাঁহার মস্তকে ছিল। তাঁহার সেই সুন্দর সুচিক্কণ কেশরাশি এলাইয়া দিলেন। গুচ্ছে গুচ্ছে কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধে পড়িল। যে দিন বাথে যাইতেছিলেন, সেদিনও সেই সুন্দর কেশরাশি সেই সুন্দর গ্রীবায় এমনি অলস ভাবে পড়িয়াছিল। বেশ ভূষা সমাপন করিয়া, দর্পণে নিজ মুখ দেখিয়া হাসিয়া নিজমনে বলিলেন "এ মুখের সৌন্দর্য্যই আমার কার্য্যের মূল জানিও।" তাহার পর পুনরায় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন "না কখনো ক্ষমা করিব না, তাহার ব্যবহার অসহনীয়" এই বলিয়া দ্রুত-পদে নামিয়া শকটে আরোহণ করিলেন।

লর্ড চার্লস হ্যাক্টন তাঁহার গৃহে একাকী ছিলেন। টেবিলের উপর বারুদ-পূর্ণ সজ্জিত পিস্তল আগামী দিবসের ডুয়েলের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। লর্ড হ্যাক্টন আপনার দলিল পত্র দেখিয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন। তবু তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় না যে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি কাগজ পত্র দেখিতেছেন, মৃদু মৃদু হাসিতেছেন ও গুণ গুণ স্বরে "নিঠুর বারবার এলেন" নামক গীত গাহিতেছেন। দুইবার ঘড়ির প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এখনো পত্রবাহক আসিল না, তাহাহইলে নিশ্চয়ই উত্তর আসিবে।" সহসা যখন তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিল, তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "লেডি কেট্! তুমি এখানে? এই সময়ে? অসম্ভব!"

লেডি কেট্ কঠিন স্বরে বলিলেন "আমি তোমার সহিত কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিতে আসিয়াছি।"

"কিন্তু লোকে কি বলিবে? এ সময় তুমি কেন এখানে আসিলে?"

লোকে কি বলে বা না বলে, সে কথায় আমি ভ্রূক্ষেপও করি না, তোমারো ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই।"

"তাহাই হউক, আমায় ক্ষমা কর, আমি আমার ভৃত্যকে যাইয়া বলিয়া আসি যেন এ সময় আমাদিগকে অন্য কেহ আসিয়া বিরক্ত না করে।" এই কথা বলিয়া লর্ড চার্লস ভৃত্যদিগকে আদেশ দিবার জন্য চলিয়া গেলেন। আসিয়া দেখিলেন লেডি কেট্ টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। মস্তকের আবরণ খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সেই মৃদু বাতির আলোকে কেশরাশির শোভা কি সুন্দর দেখাইতেছিল! লর্ড চার্লস টেবিলের অপর পার্শ্বে বসিয়া, লেডি কেটের প্রতি চাহিয়া, তাঁহার কথার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। লেডি কেট অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে কঠিনস্বরে কহিলেন "আমি আসিয়াছি বলিয়া তুমি ভুলেও মনে করিওনা যে তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। কেবল মাত্র কাল যাহাতে কোন মতে ডুয়েল না হয়, তাহাই বলিতে আসিয়াছি।

"কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

তীক্ষ্ণ স্বরে লেডি কেট্ বলিলেন

"কারণ কিছুই না, আমি ইচ্ছা করি না, তাহাই বলিতে আসিয়াছি।"

"যদিও আমার নিকট ইহা বিশেষ কারণ, আমি দুঃখিত হইয়া বলিতেছি আমি এ কথা রাখিতে পারিব না। ডুয়েল কোনরূপে স্থগিত হইতে পারে না।"

"কেন তাহা হইবে না? ইহা কি অসম্ভব?'

"অসম্ভব! তাহা নয়। লর্ড উইলড়-মোর ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন।"

লেডি কেট্ হতাশ হইয়া বলিলেন "তবে কেন তুমি এ ডুয়েলে প্রস্তুত হইয়াছ?"

"কারণ এই একমাত্র উপায়ে আমি তোমার আমার হৃদয়ের অনুতাপ বুঝাইতে পারিব। তদ্ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই।"

লেডি কেট্ অধীরস্বরে কহিলেন "তোমার মৃত্যুর বাসনা আমার নাই, আমি শুধু সেই অভিপ্রায়ে এই ডুয়েল বন্ধ করিতে আসিলাম।"

"তোমার এই বাসনায় আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।"

ক্রুদ্ধস্বরে লেডি কেট্ বলিলেন "তুমি যেন ভুল বুঝিওনা। তোমার হিতাহিতে আমার কোনও চিন্তা নাই। আমি এ ডুয়েলের কারণ, সেই জন্যই আমি এ ডুয়েল হইতে দিব না।"

"আমি অন্য কোন ছলে বিবাদ করিব। তোমার আজ্ঞাই পালন করিব।"

"কিন্তু কিন্তু শুধু তাহা নয়, আমি এ রক্তপাত সহিতে পারিব না। লর্ড উইলড়মোর ক্ষমা চাহিয়াছেন, কেন তুমি তাঁহাকে মারিবে?"

"হাঁ তাহা অনাবশ্যক, কিন্তু আমি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য ছুড়িব না। কেবল আমিই এ ডুয়েলে প্রাণ দিতে যাইতেছি, প্রাণ দিব। বোধ হয় এইবার তুমি সুখী হইবে।"

আকুল স্বরে লেডি কেট্ বলিলেন "কখনই তাহা হইতে পারে না, ইহাত হত্যা!"

লর্ড য়্যাকটন মস্তক হেলাইয়া বলিলেন "লেডি কেট্ কি করিয়া তোমায় সুখী করিব, তাহাত বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া লর্ড চার্লস বলিলেন :—"তাহাই হইবে, আমি ডুয়েলে যাইব না, কিন্তু নিজেই আত্মহত্যা করিয়া সব যন্ত্রণার অবসান করিব।"

লেডি কেট্ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে বলিলেন "কি বলিলে?"

"মৃত্যুই কি আমার পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত নয়?"

লেডি কেট নিরুত্তর রহিলেন।

পুনর্ব্বার লর্ড চার্লস জিজ্ঞাসা করিলেন "অন্য কোনও লোক তোমায় এই প্রকার অপমান করিলে কি রক্ষা পাইত?"

"এরূপ ভাবে তোমার জীবন নষ্ট করা কি মহাপাপ নয়?"

হাসিয়া লর্ড চার্লস বলিলেন "তুমিইত আমার অন্ত মৃত্যুতে বাধা দিতেছ।"

"আমি তোমার মৃত্যুর বাসনা কথনো করি নাই।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া লর্ড চার্লস বলিলেন "তোমার দয়া অসীম, কিন্তু তোমার ওই দয়া ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। এ পাপের কি অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

'কথনো না, তোমার ব্যবহার অমার্জ্জনীয়।''

"আমি তাহা জানিতাম, সেই জন্য মৃত্যুই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র উপায়।"

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে নীরব রহিলেন। পুনরায় লেডি কেট্ অধীর ভাবে বলিলেন

"আমি তোমায় কথনো ক্ষমা করিতে পারিব না। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি যে কি বলিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

"লেডি কেট্! বোধ হয় ইহা বিষম সমস্যা।"

"আমার বোধ হয় লর্ড চার্লস! তুমি নিজের খেয়ালে কর্ম্ম কর।"

লেডি কেট্ মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্তত করিয়া টেবিলের উপর হইতে একটি পিস্তল উঠাইয়া লইলেন, বলিলেন "লর্ড চার্লস! আমিও একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রমণী। যখন আমি তোমায় বলিয়াছি যে ক্ষমা করিব না, তখন আমি কোনমতে ক্ষমা করিব না, এবং কোনমতে তোমায় আত্মহত্যা করিতে দিব না। তুমি যদি আত্মহত্যা হইতে বিরত হইবার প্রতিজ্ঞা না কর, তাহা হইলে এই পিস্তলে আমার নিজের জীবন আমি এইখানে শেষ করিব।" এই বলিয়া লেডি কেট্ পিস্তল ঘুরাইয়া, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন। ভীত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে লর্ড চার্লস বলিলেন "লেডি কেট্! ইহা খেলা নয়, সাবধান হও, নতুবা এখনি কি হইবে জান না। মিনতি করিয়া বলিতেছি পিস্তল নামাইয়া রাখ।"

কঠিন স্বরে লেডি কেট্ বলিলেন "তুমি বোধ হয় জান যে আমি বৃথা ভয় দেখাইতেছি—না, হয় প্রতিজ্ঞা কর, নয় এই পিস্তলেই আমার জীবন শেষ করিব।"

পুনরায় কাতরস্বরে লর্ড চার্লস বলিলেন "এখনো মিনতি করিতেছি, সাবধান হও, পিস্তল লইয়া খেলা বা রহস্য করা উচিত নয়।"

"আমি রহস্য করিতেছি না, যাহা বলিতেছি, তাহাই করিব। এখনো তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে না?"

আগ্রহের সহিত লর্ড চার্লস বলিলেন "হাঁ তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম, পিস্তল নামাইয়া রাখ।"

লেডি কেট্ টেবিলে পিস্তল নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন "তাহা হইলে তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে?"

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।"

"ইহা উত্তম কথা।"

এই কথা বলিয়া লেডি কেট্ আসন হইতে উঠিয়া চিমনীতে হেলান দিয়া তাহার পার্শ্বে অধোবদনে দাঁড়াইলেন। অগ্নিশিখার প্রতি আনত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। লেডি কেট্ যখন উঠিয়া গেলেন, তখন তাঁহার বস্ত্র হইতে একটি ছোট বুলেট (গুলি) পড়িয়া, গড়াইয়া লর্ড চার্লসের চরণের নিকট আসিল। এই বিশ্বাসঘাতক বুলেট লর্ড চার্লসের মনে কোনও এক নূতন ভাব জাগাইয়া দিল। তিনি ধীরে ধীরে পিস্তল উঠাইয়া দেখিলেন তাহাতে বুলেট নাই। তিনি লেডি কেটের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, (লেডি কেট্ অগ্নিশিখার প্রতি চাহিয়া ছিলেন) কারণ তিনি নিজহস্তে সেই পিস্তল সজ্জিত করিয়াছিলেন। ধীরে সেই পিস্তল টেবিলের উপর রাখিয়া, তিনি লেডি কেটের নিকট গিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"তোমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবার কারণ কি ?"

"আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমার কি হইবে। তুমি আমার মৃত্যুতে বাধা দিলে। অথচ যেরূপ স্বভাব, তাহা লইয়া কি করিয়া এ দুর্ব্বহ জীবন কাটাইব ?"

মৃদুস্বরে লেডি কেট্ বলিলেন "পুরুষ কি স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না ?"

"কিন্তু একা অসম্ভব।"

"তোমার সাহায্য করিবার কি কেহ নাই ?"

"পৃথিবীতে এ বিষয়ে একজন ভিন্ন অন্যে সাহায্য করিতে পারে না।"

"সে কে ?"

"স্ত্রী। তুমিত জান যে আমার স্ত্রী নাই।"

বিষাদের সুরে লেডি কেট্ বলিলেন, "নাই, কিন্তু তোমার তাহাত হইতে পারে।"

"তাহা আর কি করিয়া হইবে ? তোমাকে অপমান করিয়া সমগ্র রমণী-জাতিকে অপমান করা হইয়াছে। আমি আর অন্য কাহাকে কি প্রকারে বিবাহ করিব ?"

লেডি কেট্ নীরবে রহিলেন, তাঁহার আর বলিবার কিছুই রহিল না।

পুনরায় লর্ড চার্লস বলিলেন

"তবে যদি আমার মতই একজন রমণীকে পাইতাম, তাহা হইলে হইত। যে আমার মত কাজ করিয়াছে, তাহা হইলে হয়ত সে আমায় ক্ষমা করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ রমণী আমি কোথায় পাইব ? কোন রমণী কি আমার মত বৃথা ভয় দেখাইয়া, নিজের ইচ্ছা বজায় রাখিয়াছে ? আমার বোধ হয় এরূপ কেহ নাই।"

লেডি কেট্ কথা না কহিয়া আরো মুখ আনত করিলেন। একটি কুঞ্চিত অলক গুচ্ছ মুখের উপর টানিয়া দিলেন।

"কোথায় আমি এমন রমণী পাইব ?" পুনরায় এই কথা বলিয়া লর্ড চার্লস লেডি কেটের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিলেন।

লেডিকেটের কেশ তাঁহার কপোল স্পর্শ করিল।

মুহূর্ত্তের জন্ম উভয়ে নীরব রহিলেন। তাহার পর লেডিকেট লর্ড চার্লসের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। সরমে অনুরাগে সে সুন্দর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। চক্ষু নত করিলেন আর পল্লব উঠিল না। অতি ধীরে জড়িত ভাষায় বলিলেন

"ঐ বুলেট আমি বাহির করিয়া টেবিলের নীচে রাখিয়াছি। তুমি যখন এ গৃহ হইতে চলিয়া যাও, আমি তখন উহা খুলিয়া রাখি। সেই জন্ম আমি কোন আশঙ্কা নাই জানিয়াই, পিস্তল ছুড়িব বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলাম।" এই কথা বলিয়া পুনরায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লর্ড চার্লস ধীরে হাসিয়া উঠিলেন। লেডিকেটের অধরপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি সহসা একবার লর্ড চার্লসের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। লর্ড চার্লস্ সে দৃষ্টিতে কেবল আনন্দ ও অনুরাগের ছায়া ভাসিতেছে দেখিলেন। লর্ড চার্লস দুই হস্তে লেডিকেটের দুই হস্ত ধরিয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন—"যথার্থই এ জগতে রমণী দয়াময়ী, ক্ষমাময়ী! তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে?"

লেডিকেট্ বলিলেন "পৃথিবীতে রমণী একজন ব্যতীত অন্য কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারে না।"

ব্যাকুল আগ্রহের সহিত লর্ড চার্লস বলিলেন "সে কে?"

মধুরস্বরে লেডিকেট্ বলিলেন "যাহাকে সে ভালবাসে।"

লর্ড চার্লস এক হস্তে লেডিকেটের দুই হস্ত ধরিয়া, অপর হস্তে অলকা গুচ্ছ সরাইয়া, নয়নে নয়ন মিলাইয়া প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিলেন "লেডিকেট্! আমায় ক্ষমা করিবে কি?"

লেডিকেট্ মধুর ভাবে আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন "চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু এ অবধি আর তুমি এরূপ বাজী রাখিতে পারিবে না। এখন বোধ হয় বুঝিতেছ, নির্দোষভাবে কিরূপে বাঞ্ছনীয় দ্রব্য নিকটে আসিতে পারে?"

"কি? আবার চুম্বনের কথা বলিতেছ?"

"শুধু তাহা নয় আরো অনেক আছে।"

কেট্! আমি ত তাহা জানি না, আমি ত জীবনে আর কখনো তাহা দেখি নাই বা তাহার জন্ম চেষ্টা করি নাই।"

"তাই কি? আচ্ছা এইবার চেষ্টা করিয়া দেখ!"

তিনি তাহাই করিবেন বলিলেন।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

জাপানী পরীর গল্প।

(শুষ্ক তরু মঞ্জরিতকারী বৃদ্ধ)

অনেক দিনের কথা—জাপানে এক সন্তানহীন বৃদ্ধ দম্পতী ছিলেন। নিষ্ফল বিষণ্ণ জীবনেও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভের আশায় তাঁহারা একটি সুন্দর কুকুর কিনিয়া আনিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন 'শিরো'।

শিরো ক্রমে তাঁহাদের এত স্নেহভাজন হইল যে, তাহার সুখের জন্য তাঁহারা আনন্দের সহিত সবই করিতে প্রস্তুত। ভাল খাবার সকলের আগে তাহাকে না দিয়া আপনারা খাইতেন না এবং তাহারি বিকশিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহারা পরম সুখানুভব করিতেন।

একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে "বিড়াল তিন বৎসরের আদর তিন দিনে ভুলিয়া যায়, কিন্তু কুকুর তিন বৎসরেও তিন দিনের আদর ভুলিতে পারে না।" বাস্তবিক শিরো এ কথার অন্যথা করে নাই। সেও তাহার কর্ত্তা ওজিছান ও কর্ত্রী ওবাছানের প্রতি তাহার অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। দিবসে ওজিছান পর্ব্বতে কাঠ কাটিতে যাইতেন, সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত; রাত্রিতে গৃহে পাহারা দিত।

তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বেই আর এক বৃদ্ধ দম্পতী বাস করিত। শান্ত সুবোধ শিরো তাহাদের চক্ষুশূল। শিরোকে কোনও দিন তাহারা বাড়ীর সীমানায় আসিতে দেখিলেই লাঠি অথবা পাথর ছুড়িয়া মারিত। একদিন ঢিল খাইয়া বেচারার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রতিবেশীটি বড়ই মন্দ স্বভাবের লোক। শিরো কোন দিন তাহাদের কিছু ক্ষতি করে নাই। একদিন ওজিছান শুনিতে পাইলেন উদ্যানমধ্যে শিরো অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ডাকিতেছে। ওজিছান ভাবিলেন "বুঝি কাকগুলার জন্যে সে এরূপ করিতেছে।" তিনি আর একটু অগ্রসর হইলে শিরো অমনি প্রফুল্লিতভাবে ওজিছানের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বাগানের বড় গাছটার দিকে তাঁহাকে লইয়া গেল। সেই গাছতলায় সে এতক্ষণ মাটি খুঁড়িতেছিল।

ওজিছান জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল শিরো! এ কাণ্ডখানা কি?" শিরো সেই স্থানটা আবার সজোরে খুঁড়িতে লাগিল ও চঞ্চলভাবে ডাকিতে লাগিল। ওজিছান ভাবিলেন নিশ্চয়ই সেখানে কিছু আছে। তখন একখানি কোদাল আনিয়া তিনিও খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই এক উজ্জ্বল পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; তাহা হাতে তুলিয়া দেখেন স্বর্ণ মুদ্রা! তিনি পুনরায় খুঁড়িতে

খুঁড়িতে দেখেন আশ্চর্য্য, সেখানে পার্ব্বত্য শস্যরাশির ন্যায় পীতবর্ণ এবং সুবৃহৎ স্বর্ণস্তূপ! সবিস্ময়ে ওজিছান তখন ওমাছানকে ডাকিয়া আনিয়া উভয়ে সেই স্বর্ণমুদ্রারাশি ঘরে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এইরূপে শিরোরই কল্যাণে বৃদ্ধ দম্পতী সহসা ধনী হইয়া উঠিলেন ও তখন স্বভাবতঃই শিরো পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদর ও যত্ন লাভ করিতে লাগিল।

ইহারই কিছুদিন পরে একদিন সেই প্রতিবেশীটী আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক দিব্য শিষ্টাচারের সহিত ওজিছানকে কহিল,—"আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল, এ জন্য ক্ষমা করিবেন। দয়া করিয়া আপনি শিরোকে অল্পক্ষণের জন্য আমায় কি দিবেন?"

প্রতিবেশী কোন দিন শিরোর সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই, তাহার এ কথা শুনিয়া ওজিছান কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অতি সৎ লোক, কোনও সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইল না; প্রত্যুত্তরে শুধু বলিলেন,—"যদি শিরো দ্বারা আপনার কোন উপকার হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক লইয়া যান।"

শিরোকে হস্তগত করিয়া প্রতিবেশী বৃদ্ধ বাটীতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া একখানি কোদালি আনিল এবং বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের বাগানে গেল। সেখানে একটী গাছ ছিল, দেখিতে অবিকল ওজিছানের বাগানের সেই গাছটির মত। "এখন! যেমন উহাদের বাগানে সোণারাশি ছিল, তেমনি আমার এই গাছতলায় না থাকিবার কোনও কারণ নাই।" ইহা বলিয়াই সে সেই জায়গাটায় শিরোর নাকটা জোরে ঘষিয়া দিল। ইহাতে শিরো বড় আঘাত পাইল। সে অগত্যা সম্মুখের দুই পা দিয়া মাটি আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ বড় খুসী হইয়া কহিল,—"থাম্, এখন আমি খুঁড়িব" এই বলিয়া কোদালি দ্বারা মাটি তুলিতে আরম্ভ করিল।

একাগ্রমনে অবিশ্রান্ত অনেকক্ষণ খুঁড়িতে খুঁড়িতে বৃদ্ধ তখন বলিল,—"বাপ্‌রে! সোণা এ গাছটার বড় নীচে আছে!" পরে আরও অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিতে করিতে অবশেষে অতি কদর্য্য কাদামাটি উঠিতে লাগিল। দেখিয়া সক্রোধে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা শিরোকে সেই কোদালি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে কহিল,—"হতভাগা! কোনও কর্ম্মের নয়! তুই কেবল নিজের বাড়ীতেই সোণা তুলিতে পারিস্?"

হায়! অসহায় শিরো প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াও প্রতিবেশী বৃদ্ধের দারুণ কোপ হইতে রক্ষা পাইল না। বৃদ্ধ তাহার মস্তকে এমন জোরে কোদালির আঘাত করিল যে, তখনি শিরোর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইতে লাগিল। শিরোর দেহ মাটি চাপা দিয়া প্রতিবেশী আপন ঘরে নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছে, যেন কিছুই ঘটে নাই!

অনেকক্ষণ হইল শিরোকে বাড়ী

ফিরিতে না দেখিয়া তাহার কর্ত্তা ও কর্ত্রীর মনে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা হইতে লাগিল। অবশেষে ওজিছান প্রতিবেশীর নিকট যাইয়া বলিলেন,—"আমাদের শিরোর কি হইল? মহাশয়ের কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যর্পণ করুন্।"

"শিরোকে চাহেন? আমি এখনি তাহাকে বধ করিয়াছি।"

বজ্রাহত ওজিছান অতি কষ্টে বলিলেন,—"সে কি? শিরোকে বধ করিয়াছেন!! কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছিল?"

"অবশ্য, বিনা দোষে তাহাকে মারি নাই। বৃত্তান্তটা শুনুন। আমার বাগানে শেয়ালের বড় উৎপাত হয়, তাই প্রহরীর কাজ করিবে বলিয়া চাহিয়া আনিয়াছিলাম। কিন্তু সে আহার ও নিদ্রা ব্যতীত আর কোন কাজই করে নাই, বরং বাড়ী ও বাগানের এত ক্ষতি করিয়াছে যে, আমার অসহ্য হওয়ায় তাহাকে বধ করিয়াছি।"

শিরোর প্রভু নিদারুণ দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। শোকাবেগে তিনি বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"হায়রে শিরো! যদি আগে এই দুর্ঘটনা একটুও অনুমান করিতে পারিতাম, তবে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিতাম।" তিনি তখন আবার প্রতিবেশীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"যা হোক্ আপনি বড় নির্দ্দয় কাজ করিয়াছেন। যাহা করিয়াছেন সে কথা বলিয়া আর ফল কি?" শিরো যদি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তবে সে তাহার পাপের ফল ভোগ করিয়াছে। যাহা হোক্, আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার মৃতদেহটি ফিরাইয়া দিন।"

উঁহু! তাহা তো হইবেন্না। গাছতলায় আমি উহাকে পুঁতিয়া ফেলিয়াছি!"

"হায়, হায়! আপনি তাহাকে পুঁতিয়াও ফেলিয়াছেন? তবে আমার আর উপায় কি?—ভাল, গাছটি আমাকে বিক্রয় করিতে পারেন?"

"গাছ বিক্রয় করিব?"

"আজ্ঞা হাঁ; যে গাছের নীচে শিরোর সমাধি হইয়াছে, অন্ততঃ সেই গাছের কাঠ আমি রাখিব।"

"ভালো, যদি এই কারণ হয়, তবে গাছ বিক্রয় করিতে অসম্মত নহি।"

তখন ওজিঝান গাছটি কিনিয়া বাড়ীতে আনিলেন। সেই গাছের কাঠে একটি টব প্রস্তুত করা হইল। সেই টবে 'অওয়া মোচি' * প্রস্তুত করিয়া শিরোর আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করিবেন, তাই তাঁহারা (দম্পতী) দুইজনে একমন এক প্রাণে পরিশ্রম করিয়া তাহা শেষ করিলেন।"

'মোচি' প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা উভয়ে একবাক্যে শিরোর উদ্দেশে বলিলেন,—"শিরো! এখন তুমি

* জাপানে 'অওয়ামোচি' এক রকম পিষ্টক। সে দেশে প্রায় প্রতি গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায় দেওয়ালের গায়ে দ্রব্যাধারের উপরে নানাবিধ ফুল, পিষ্টক প্রভৃতি সাজানো আছে। এ সব সেই পরিবারের মৃত আত্মাদের জন্য উপহার।

সুখী হও, আমরা তোমার সাধের অওয়া-মোচি প্রস্তুত করিতেছি।"

কিন্তু এই সময়ে বড়ই এক বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিল, অওয়ামোচি প্রস্তুত করিতে বসিয়া ওজিছান ও ওবাছান টবের ভিতর একমুষ্টি মাত্র যবচূর্ণ দিয়াছেন, অমনি তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া সমুদায় টব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন অতি উপাদেয় মোচি প্রস্তুত হইয়াছে! উভয়েই সমস্বরে বলিলেন, "ইহা অবশ্য শিরোরই কার্য্য।" ইহা বলিয়া তাঁহারা তখন সেই অতি সুদৃশ্য পিষ্টক দ্রব্যাধারের উপর সযত্নে রাখিয়া দিলেন। তার পর বাড়ীতে বিলক্ষণ এক 'ভোজ' হইল, তাহাতে সকলেই একবাক্যে কহিলেন,—"এমন সুস্বাদ দ্রব্য জীবনে আর কোন দিন আস্বাদন করি নাই!"

এই সংবাদ ক্রমে সেই প্রতিবেশীর কর্ণগোচর হইল। কয়েকদিন যায়, পরে একদিন সে আসিয়া বলে,—"আমরা বাড়ীতে ভাবিতেছিলাম শিরো অওয়া মোচি এত ভালবাসিত, আমাদের ইচ্ছা যৎকিঞ্চিৎ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তাহার উদ্দেশে উপহার দিই। তাই আপনার 'টব' চাহিতে আসিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কয়েকদিনের জন্য আমাদিগকে কি দিবেন?"—যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তার পর প্রতিবেশীর এইরূপে তাঁহার নিকট জিনিষ ধার চাহিতে আসা ওজিছানের বড় প্রীতিকর বোধ হইল না, তথাপি তিনি তাহাকে টব ধার দিলেন।

টব দিলেন, ভাল। কয়েকদিন যায়, টব কিন্তু ফেরে না। টবের প্রত্যাশায় থাকিয়া থাকিয়া ওজিছান অবশেষে প্রতিবেশীর বাড়ী যাইয়া দেখেন সে তাহাদের আধার সম্মুখে বসিয়া আগুনের উপর কাঠের স্তূপ তুলিয়া দিতেছে।

তাঁহাকে দেখিয়াই সে কহিল,—"ও, আপনার টব চাহেন বুঝি? টব আমার হাতে চূর্ণ হইয়াছে। এই দেখুন না, এখন তাহাই আমি আগুনে দিতে যাইতেছি।"

ওজি। আপনি আমার টব চূর্ণ করিয়াছেন! সে কি?

প্রতি। অবশ্য, আপনার জিনিষ আমি বিনা কারণে চূর্ণ করি নাই। মৃত শিরোর জন্য অওয়ামোচি প্রস্তুত করিতে টব চাহিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু কি উৎপাত! উহাতে যবচূর্ণ দিবামাত্র কেবল কুৎসিত কাদামাটিতে টব ভরিয়া উঠিল! এখন দেখুন তো আমার রাগ হইতে পারে কি না? তাই আমি ভাবিলাম কোনও কর্ম্মের টব নয়, ইহা চূর্ণ করাই ভাল।

ওজি। আপনার যে এমন হইয়াছে, ইহাতে আমি বাস্তবিক দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আপনি যদি শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাহইলে ঘরে যথেষ্ট অওয়া-মোচি ছিল, ইচ্ছাস্বরূপ পাইতে পারিতেন। যাহাহোক্, এখন টব পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন, আর উপায় নাই। কিন্তু ঐ গাছের নীচে শিরোর সমাধি হইয়াছিল,

আমি উহার কিছু ছাই রাখিতে ইচ্ছা করি।

প্রতি। ছাই যত ইচ্ছা আপনি লইয়া যান না কেন।

ওজিছান এক বাক্স সেই ছাই বাড়ীতে আনিলেন। আনিয়া তাহা বাগানের চারি দিকে ছড়াইয়া দিলেন। তখন আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল।

বাগানে চেরীগাছ শুকাইয়া গিয়াছিল, শুষ্ক কাষ্ঠ ভিন্ন তাহাতে আর কিছু ছিল না, ছাই স্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাতেই বিকশিত ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল। সে ফুলের কিবা অপূর্ব্ব শোভা। দুইটি গাছের এমন শোভা যে, বোধ হয় যেন পুষ্প-বৈভবপূর্ণ 'য়োকিনো' ও, 'ইওশিনো' (জাপানের সুবিখ্যাত দুইটী পুষ্পকানন) একত্র মিলিয়াছে।

ওজিছান বলিলেন, "আঃ কি সুন্দর! কি সুন্দর! অতৃপ্তনয়নে ফুলের শোভা দেখিয়া তিনি অবশিষ্ট ছাই অতিযত্নে ঘরে রাখিয়া দিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে ওজিছানের গৃহে একজন অপরিচিত 'সামুরায়' (সম্ভ্রান্ত সৈনিক পুরুষ) উপস্থিত হইলেন। তিনি ওজিছানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার নাম জুইকাশি, আমি এক প্রতাপান্বিত ডেমিওর (রাজার) কর্ম্মচারী। তাঁহার উদ্যানে বড় আদরের এক চেরীগাছ আছে, হায়! তাহা শুকাইয়া শ্রীহীন হইয়াছে। মালী কত চেষ্টা করিয়াছে, একটি গাছ সজীব করিতে আমরা কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিয়াছি; কিন্তু সকলই বিফল, আমরা সকলেই ভগ্নমনোরথ। শুনিয়াছি আপনি নাকি এমন আশ্চর্য্য কৌশলী যে আপনি শুষ্কতরুতে একমুষ্টি ছাই ছড়াইয়া দিলে তাহাতে অপূর্ব্ব ফুলরাশি ফুটিয়া থাকে। যদি সত্য হয়, প্রার্থনা করি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আমাদের উপকার করিবেন।" প্রত্যুত্তরে ওজিছান ভূমি-অবনত হইয়া বলিলেন,—"আপনারা দয়া করিয়া আমার বিষয়ে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য। আপনাদের মহামান্য গৃহে আমার এই সামান্য ছাই উপস্থিত করিবার অনুমতি পাইলে, আমি আপনাকে সম্মানিত মনে করিব।"

"তবে আপনি যতশীঘ্র সম্ভব অনুগ্রহপূর্ব্বক আসুন" ইহা বলিয়া সামুরায় উঠিলেন। সামুরায় আগে আগে চলিলেন, ওজিছান সযত্নে সেই অপূর্ব্ব ছাই হাতে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

তাঁহারা যথাকালে ডেমিওর নিকট উপস্থিত হইলেন। ডেমিও বলিলেন,—"ইনিই কি সেই ওজিছান যাঁহার কথা আমি শুনিয়াছি?"

ওজিছান কহিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ, আপনার অনুগ্রহপূর্ণ আজ্ঞানুসারে আমি আপনার মহামান্য সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। ইহা আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়।"

ডেমিও কহিলেন,—"ওজিছান, আপনার আশ্চর্য্য ছাইয়ের কথা শুনিয়াছি,

এখন আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি।"

তখন তাঁহারা সকলে সেই শুষ্কতরুর নিকট সমবেত হইলেন। ওজিছান সাহসে ভর করিয়া তাঁহার ছাইয়ের ডালি তুলিয়া লইলেন, সতর্ক পদবিক্ষেপে চেরীগাছের উপর উঠিলেন, তারপর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছাই বাছিয়া লইয়া গাছের সর্ব্বোচ্চ ডালের উপর তাহাই ছড়াইয়া দিলেন।

সকলে তখন এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইল! যে মুহূর্ত্তে ওজিছানের ছাই গাছের ডাল স্পর্শ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই কি আশ্চর্য্য, 'ফুট্!' 'ফুট্!' গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় এমন উজ্জ্বল সুন্দর ফুলরাশি ফুটিয়াছে যে, সেই সমুজ্জ্বল শোভার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলে মোহিত হইয়া গেল।

ডেমিও অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাজপ্রাসাদে ওজিছানকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ডেমিও কেবল ওজিছানের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; যথেষ্ট অর্থ, রাশি প্রমাণ পোষাক পরিচ্ছদ এবং সুন্দর সুন্দর দ্রব্য উপহার দিলেন, আর বলিলেন,—"আজ হইতে আপনাকে সকলে "শুষ্কতরুমঞ্জরিতকারী" বলিয়াই জানিবে।" তার পর সকলেই তাঁহাকে এই সুন্দর নামেই সম্বোধন করিত।

আর সেই প্রতিবেশীটা এতদিন বড় মনঃকষ্টেই ছিল, কারণ সোণা পাইবার আশায় শিরোকে আনিয়া নিষ্ফল হইয়াছে, অবশেষে 'অত্তয়ামোচি' পাইবার আশায় টব আনিয়াও সেই দশা! আবার যখন সে শুনিল ওজিছান রাজপ্রাসাদে যাইয়া বহুমূল্য উপহার পাইয়াছে, ডেমিও-প্রদত্ত সুন্দর নাম পাইয়াছে, সব সেই ছাইয়ের দৌলতে, তখন তার বিস্ময়ের ও ক্ষোভের আর অবধি রহিল না।

সে হিংসায় উত্তেজিত হইয়া কহিল,—"কি! যদি একটু ভাবিয়া দেখিতাম, তবে অনায়াসে আমিও উহা করিতে পারিতাম; যাহা হউক্, বোধ হয় সে ছাই এখনও আমার ঘরে কিছু আছে।"

বস্তুতঃ টবের ছাই তার ঘরে কিছুই ছিল না। সে তখন অন্য ছাই আনিয়া একটা বাক্স বোঝাই করিল এবং সেই বাক্সহস্তে পথে পথে চীৎকার স্বরে ফিরি ডাকিতে লাগিল,—"কে শুষ্কতরুমঞ্জরিত করিবেগো! আমি সেই ওজিছান!"

শুনিয়া ডেমিওর কয়েকটি ভৃত্য তাহাকে প্রাসাদে ডাকিয়া আনিল। ডেমিও দেখিয়া বলিলেন,—"এ ব্যক্তি তো তিনি নহেন! কিন্তু হয়তো তিনি ইহাঁরই শিক্ষক।"

প্রতিবেশী অবনত মস্তকে কহিল,—"হুজুরের মহামান্য ক্ষমা ভিক্ষা করি, আমি কাহারো নিকট শিক্ষা করি নাই। আমি কাহারো ছাত্র নহি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিল, সেতো আমারই নকলকারী মাত্র!"

ডেমিও বলিলেন,—"কি! তিনি

আপনার নকলকারী? তবে না জানি আপনি আসল, আরও কত অধিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইতে পারিবেন!"

ডেমিও আগ্রহের সহিত তাহাকে আদরপূর্ব্বক বাগানের একটি শুষ্ক গাছের নিকট লইয়া গেলেন। সে তখন ওজিছানের গল্প যেমন শুনিয়াছিল, সেইরূপে বাক্সের ভাল ছাই বাছিয়া লইয়া গাছের সর্ব্বোচ্চ ডালের উপর ছড়াইয়া দিল! বলা বাহুল্য, যেমন গাছ তেমনি রহিল, ফুল আর ফোটে না। সে আরও ছাই,—ক্রমে আরও ছাই ছড়াইতে লাগিল। ফুল আর ফোটে না! দেখিয়া সে উন্মত্তের মত মহাবলে গাছের উপর ছাই ছড়াইতে ছড়াইতে বাক্স শূন্য করিয়া ফেলিল, কিন্তু কিছুতেই ফুল ফুটিলনা। তখন সেখানে মহা গোলমাল আরম্ভ হইল, কারণ বাতাসে ছাই উড়িয়া উদ্যান আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহাই দর্শকদিগের মুখে চোখে প্রবেশ করিয়া বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে; স্বয়ং ডেমিওরই চক্ষুটি যাইবার মত হইল। চক্ষুর যাতনায় অস্থির হইয়া ডেমিও ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"এই দুষ্ট মূর্খ অনুকারীটাকে কয়েদখানায় লইয়া যাও।"—আজ্ঞামাত্র ক্রুদ্ধ ভৃত্যেরা তাহাকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া কারাবাসে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

কিন্তু ওজিছানের কি হইল? শিরোর আবিষ্কৃত স্বর্ণরাশি এবং ডেমিওর প্রীতি-প্রদত্ত উপহারে মহাধনী হইয়া তিনি সস্ত্রীক শান্তি ও সুখে জীবন অতিবাহিত করিলেন *

* Translation from the Japanese Originals by Susan Ballard, of the St. Hilda Mission, Tokyo, হইতে অনুবাদিত।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

বিল্বমঙ্গল।

(৪২৮-২৯ সংখ্যা, ১৮৪ পৃষ্ঠার পর)।

আবার রসাতলে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর। সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যভাগে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; প্রখর রবি-কিরণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর সহস্রধারে বর্ষিত হইতেছে; জীব জন্তু সকলে সন্তপ্তপ্রাণে বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; এমন সময়ে বিল্বমঙ্গল ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামের মধ্যে একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিধারে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ উন্নত হইয়া পুষ্করিণীকে ছায়া প্রদান করিতেছে। বিল্বমঙ্গল শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত শরীর লইয়া এই পুষ্করিণীর তটে উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অব-

শ্রান্তা দূর করিবার জন্য একটী বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

বিল্বমঙ্গল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলিয়া আসিয়াছিলেন ; সঙ্গে পাথেয় কিছুই ছিল না, আহার্য্য ছিল না, এমন কি দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড পর্য্যন্ত ছিল না। তিনি কোথায় থাকিবেন, কি খাইবেন, স্নান করিয়া কি পরিধান করিবেন, এই সকল বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সেই গ্রামের একজন গৃহস্থের একটী পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী স্নান করিবার জন্য জলাশয়ে আসিলেন। এই যুবতীর অলৌকিক রূপের আলোকে জলাশয় আলোকিত হইয়া উঠিল। যুবতী জলে নামিবা মাত্র জলাশয়ের তরঙ্গ সকল যেন হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে চক্রাকার-গতিতে জলাশয়ের চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। তাহাদিগের এই রীতি দেখিয়া আরও কত নিদ্রিত তরঙ্গ জাগ্রত হইয়া উঠিল। আবার তাহাদিগের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে নিখিল জলাশয় অনুপম কান্তি বিস্তার করিয়া ঝলসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের চক্ষুও সেই কামিনীর মুখমণ্ডলের উপর সতৃষ্ণভাবে পতিত হইল। বিল্বমঙ্গল যত কামিনীর রূপ দেখিতে লাগিলেন, ততই সেই রূপ দেখিবার জন্য আরও পিপাসাতুর হইয়া উঠিলেন। সেই রমণীর পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার চক্ষু হইতে মন, মন হইতে হৃদয় এবং হৃদয় হইতে সমগ্র প্রাণ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল। বিল্বমঙ্গল রমণীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং আপনার সমস্ত প্রতিজ্ঞা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মানবজীবনের যে কিরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে, তাহার জলন্ত উদাহরণ বিল্বমঙ্গলের জীবন। তবে আমরা আর কেন অহংকার করিয়া মরি ? এইমাত্র বৈকুণ্ঠের কথা কহিতেছি, ভাল বিষয় চিন্তা করিতেছি, কিন্তু কে বলিতে পারে এক মুহূর্ত্তের পরে আমরা কি হইব? বিল্বমঙ্গল কত কষ্টে আপনার অপবিত্র জীবনকে পবিত্রতার অভিমুখে ফিরাইলেন, চিন্তামণিকে পরিত্যাগ করিলেন, গৃহদ্বার ছাড়িলেন এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু হায়! তথাপি পাপের হস্ত অতিক্রম করিতে পারিলেন না, অবশেষে সেই পাপের আবর্ত্তমধ্যে পড়িতে বাধ্য হইলেন। এত বৈরাগ্য, এত ত্যাগস্বীকার, এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হইল। এই সব দেখিলে, চিন্তা করিলে ইহা বিশ্বাস করিতে হয় যে, আমরা যত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যত চেষ্টা ও পরিশ্রম করি না কেন, ভগবানের কৃপা ভিন্ন কদাচ চরিত্র অটুট রাখিতে পারি না। যে ব্যক্তি আপনার জীবনের সমস্ত ভার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে তাঁহার শ্রীমুখের পানে চাহিয়া থাকে, ভগবানের কৃপাগুণে সেই আপনার

জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে।

এইরূপে বিল্বমঙ্গল সেই রমণীর সৌন্দর্য্যে আসক্ত হইয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। রমণী স্নানান্তে জলাশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিল্বমঙ্গলও অন্যমনস্কভাবে সেই যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। যুবতী আপনার গৃহে আসিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; বিল্বমঙ্গল সেই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণ মধ্যে ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি কোথাকার লোক, কোথায় আসিলেন, কাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিছুমাত্র ভাবিলেন না; কারণ তিনি একেবারে কামান্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। হতভাগ্য বিল্বমঙ্গল! কোথায় তুমি ভাল হইবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা না হইয়া তোমার একি শোচনীয় পরিণাম ঘটিল। তুমি একবার ভাল হইয়াও ভাল হইতে পারিলে না, দুর্দ্দমনীয় রিপু-অশ্বদিগকে বশীভূত করিয়াও করিতে পারিলে না, অবশেষে লাগাম ছাড়িয়া দিলে। হায়! তোমার একি শোচনীয় অধঃপতন হইল!!

(ক্রমশঃ)

চিন প্রবচন।

১। সহিষ্ণুতা পরিবারিক মহারত্ন।

২। যে ব্যক্তি হরিণ শিকার করিতে যায়, সে শশককে গ্রাহ্য করে না।

৩। হিংসার উত্তেজনা, চক্ষে বালুকণার ন্যায়।

৪। সুখের পর দুঃখ অপেক্ষা দুঃখের পর সুখই ভাল।

৫। যাহার উদর পূর্ণ, সে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা যন্ত্রণা বুঝিতে পারে না।

৬। যে শীঘ্র শীঘ্র গেলে, সে ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিতে পারে না। (পাঠ সম্বন্ধে)।

৭। কর্ণে যাহা কহিতে হয়, তাহা শত ক্রোশ দূরে যায়।

৮। এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে সমস্ত জীবন কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

৯। কর্ত্তারা শিথিল হইলে ভৃত্যেরা অলস হয়।

১০। মিষ্ট কথা বিষ, তিক্ত বাক্য ঔষধ।

১১। ঘর্ষণ ব্যতীত মণি পরিষ্কৃত হয় না, বিপদ্ ব্যতীত চরিত্র সম্পূর্ণ সুগঠিত হয় না।

১২। ফাঁপা পাহাড় যেমন সকল শব্দের প্রতিধ্বনি করে, চিন্তাহীন ব্যক্তি সেইরূপ যে যাহা পরামর্শ দেয়, তাহারই অনুসরণ করে।

১৩। বৃক্ষ পতিত হইলে তাহার ছায়া

অদৃশ্য হয়। (বড়লোক ও তাহার চাটুকার গণ সম্বন্ধে)।

১৪। যে উত্তম হইতে চায়, সে মধ্যম হয়, যে মধ্যম হইতে চায়, সে তাহার নিম্নে পড়িয়া থাকে।

১৫। জল যেমন পাত্রের আকৃতি অনুসারে আপনার আকৃতি করিয়া লইয়া তাহাতে স্থিতি করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সেইরূপ অবস্থার উপযোগী হইয়া চলেন।

১৬। পুষ্করিণী শুকাইলে মৎস্য দেখা যায়। (হিসাব পরিষ্কার হইলে লাভ লোকসান বুঝা যায়)।

১৭। একটী পক্ষী একটী ডালেই বিশ্রাম করে; একটী ইঁদুর নদী হইতে তাহার পেটের মাপের অধিক জল পান করিতে পারে না। (সন্তোষই সুখের কারণ)।

১৮। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার দ্বারস্থ বরফ ঝাঁটাইয়া ফেলুক, প্রতিবাসীর ছাদের শিশিরজমা দেখিতে ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

তরুবালা।

মাধব আপনার বহির্ব্বাটীতে বসিয়া তাহার মনিবের জমিদারীর কাগজপত্র দেখিতেছেন—সম্মুখে একটী যুবা নতশিরে দণ্ডায়মান। মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তার পর—কি করিবে ?"

পড়িব।

"কি পড়িবে ?"

ডাক্তারী—

যুবা ললিতকুমার মাধবের কনিষ্ঠ। সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডাক্তারী পড়িবার নিতান্ত ইচ্ছা, তাই দাদার নিকট জানাইতেছে। মাধব, ললিতকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। তাঁহারও আন্তরিক ইচ্ছা যে ভাইটী লেখা পড়া শিখিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করে ও মানুষের মত হয়। তবে, কি করিবেন উপায় নাই।

মাধব ডাকিলেন, "ললিত !"

আজ্ঞে।

দেখ, আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি ডাক্তারী পড়িয়া একজন ডাক্তার হও, কিন্তু তাহা আমাদিগের অবস্থায় ঘটে কি প্রকারে ?

যুবা কাপড়ের খুঁট গলায়, হেঁট মাথায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাধব মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক ললিতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখখানি নিরাশার ছায়ায় ম্লান ও বিবর্ণ হইয়াছে। মাধব কাগজে মন নিবিষ্ট করিলেও, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। কে যেন তাঁহার মর্ম্মে ঘা মারিল—তিনি ললিতের দিকে পুনরায় চাহিয়া কহিলেন,—

"যাও—আমি যেরূপে পারি তোমার পড়িবার খরচ যোগাইব।"

মাধব বাটীর অন্দরে আসিয়া পত্নীকে কহিলেন, "দেখ, বড় বৌ, ললিতের জন্য আমার বড় ভাবনা হয়েছে—তাহার ডাক্তারী পড়া কি প্রকারে হইবে, আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। জমিদার সরকারে আমার সামান্য মুহুরীগিরি চাকরি। বিষয় আশয় এমন কিছুই নাই যাহার উপর নির্ভর করিতে পারি।" বড় বৌ গিরিবালা অতি ভাল মানুষের মেয়ে। সে কহিল, "তা যেমন ক'রে হউক, ছোট ঠাকুর পোর পড়া তোমাকে চালাইতেই হইবে।" মাধব কহিলেন, "দেখ এক কাজ কর, দু পাঁচ বৎসর আমাদিগের একটু কষ্ট হবে, তা কি হবে? আমার ও খোকার দুধ কমাইয়া দাও, সংসারের অপরাপর খরচ পত্র কমাও—আর তোমার যা দুই একখানা গহনা আছে, তাহা বিক্রি করিলে তুমি কিছু মনে করিও না। ললিত বাঁচিয়া থাকুক, ও তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করিবে। ওর মত ছেলে আজকালের বাজারে দেখ্‌তে পাই না। অমন সুধীর, অমন মিষ্টভাষী, অমন ভ্রাতৃ-আজ্ঞাবহ তোমাদিগের গ্রামে কয়জন আছে?" বড় বৌ ললিতকে ছেলের মত ভালবাসিত; এ প্রকার প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না, বরং আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন।

ললিতের বিবাহ হইয়াছে—তাহার স্ত্রী বাপের বাড়ীতে। ললিত কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইল। তাহার শ্বশুরবাড়ী কলিকাতায়, সে কলেজে পড়ে, আর মধ্যে মধ্যে তথায় যাতায়াত করে। দেশ হইতে মাসে মাসে খরচ আসিতে লাগিল। ললিতের খরচ যোগাইতে যোগাইতে মাধব ও তাহার স্ত্রী কিছু দিন পরে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, এক সন্ধ্যা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।—সমস্তই কিন্তু ললিত কুমারের মুখ চাহিয়া। ললিতকুমার যথাসময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। ভাই ভাজের আর আনন্দের সীমা রহিল না—তাঁহারা ভাবিলেন ভগবানের কৃপায় বুঝি এইবার আমাদিগের দুঃখের অবসান হইল।

ললিতকুমার দেবীপুর গ্রামে আপনাদিগের বাটীতে পিতৃ-মাতৃ-তুল্য বড়ভাই ও ভাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন—তাঁহারা মন খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ছোট ভগ্নী কান্তমণি দাদাকে গড় করিয়া তাহার পদধূলি মস্তকে লইল। সে একটু আমুদে—গড় করিয়া উঠিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

হ্যাঁগা ছোট দাদা, ছোট বৌ কি আমাদের একবারে ভুলে গেল—একবার দেখা কর্‌তে নাই—সে এবার এলে তাকে একবার দেখ্‌বো।

সে এখানে আর আসবে না।

কেন? আমরা তার কি করেছি?

সে সহরে মেয়ে—পাড়াগাঁয়ে কি আস্‌তে চায়?

হ্যাঁ—তুমি বুঝি তবে তাকে বারণ করেছ?

নারে পাগলী—আমি তারে বারণ কর্‌বো কেন?

তবে সে আস্‌তে চায় না কেন?

সে বড় লোকের মেয়ে—সেখানে দোতালায় থাকে—ছাদের উপর বেড়ায়—পরিস্কার হাওয়া খায়—চারি দিকে কোটা দেখে—রাস্তায় সাহেব মেম দেখে, গাড়ী ঘোড়া দেখে—বড় বড় বাবু দেখে—ইংরাজী কথা শুনে, ইংরাজী গান বাজনা শুনে, থিয়েটারে যায়—কত নাচ তামাসা দেখে, রাত্রিকালে—গ্যাসের আলো দেখে—কলের জলে নায়, রসগোল্লা লেডিকেনীং জল খাবার খায়—তোদের এখানে কি দেখ্‌বে, কি শুন্‌বে, কি খাবে? চারি দিকে মাঠ ধুধু কর্‌ছে—মধ্যে মধ্যে কতকগুলো বুনো গাছ পালা—না আছে রাস্তা ঘাট—না আছে ছ দশটা কোটা—লোকের কষ্টের সীমা নাই—দেখবার মধ্যে কতকগুলো—ক্ষিওর বাগ্দী, আর ছুঁচো শিয়াল—আর শুনবার মধ্যে তাদের ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া ডাক। খাবার মধ্যে কতকগুলো মুড়ী আর চাল ভাজা—এইত তোদের পাড়াগাঁয়ের সুখ!

বলি ছোটদাদা, রাগ করো না, তুমি এত বড্ডা হ'লে কোত্থেকে গা?

আমার কথা আলাদা—সে ত এখানে কখন আসে নাই।

নাই আসুক—তাকে ত শ্বশুরবাটীতে ঘর কর্‌তে হবে?

সে তখন বুঝা যাবে, তুই এখন চুপ কর।

ললিতকুমার গবর্ণমেণ্টের একটী চাকরি পাইয়াছেন। তাঁহাকে কিছুদিন পরে মুরসিদাবাদে যাইতে হইল। তাঁহার প্রিয়তমা তরুবালা সঙ্গে চলিল। তরুবালা তথায় একা—শাশুড়ী নাই—ননদ নাই, জা নাই—একা ঘরের একা গিন্নী—যা ইচ্ছা তাই করেন। বাজান, নভেল পড়েন, পিত্রালয়ে ঘন ঘন সোণার জল দেওয়া নানা চিত্র বিচিত্র চিঠির কাগজে—পত্র লিখেন, আর তাহার জবাব আসিলে নিবিষ্ট মনে পাঠ করেন। ললিতকুমার যে কয়টা টাকা বেতন পান, তাহা ঝি, চাকর, রাঁধুনী,—বাসা ভাড়া ও খাইখরচে প্রায় সমস্তই ফুরাইয়া যায়। এদিকে দেবীপুরের বাটীতে মাধব কনিষ্ঠ ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছেন—টাকা আজ আসে, কাল আসে, করিয়া দিন কাটিয়া যায়। চিঠির উপর চিঠি যাইলে হয়ত কোন মাসে দশটা, কোন মাসে পাঁচটা টাকা আসিত এবং কোন মাসে কিছুই নয় এরূপও ঘটিত। তাঁহার যে কষ্ট, সেই কষ্ট—কিছুই দূর হইল না। একদিন তরুবালা পিত্রালয় হইতে একখানি চিঠি পাইলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই;—

পরম স্নেহাস্পদা শ্রীমতী তরুবালা।

প্রিয় তরু, বাছা তুমি ছেলে মানুষ। তুমি সংসারের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তুমি বিদেশে একাকিনী আছ, আমরা কেহ সঙ্গে নাই—স্বামীর আয়,ব্যয়ের প্রতি বিশেষ

লক্ষ্য রাখিবে। দু পয়সা বাঁচিলে তোমারি থাকিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতা।

এই চিঠিখানি পাইবার পর তরু এক দিন স্বামীকে কহিল,—"দ্যাখ আমাদের খরচ বড্ড হচ্চে—এক পয়সাও বাঁচে না।"

তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি—কি করবো বল?

তুমি বাজে খরচ আর করতে পাবে না।

বাজে খরচটা কি বল?

দেবীপুরে আর টাকা পাঠাইতে পারিবে না।

সে কি! দেবীপুরে টাকা পাঠাইব না, তবে কোথায় টাকা পাঠাইব? যাঁর খেয়ে এত বড়টা হইলাম—যিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইলেন—যাঁর ঋণ ইহ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না, তাঁহাকে টাকা পাঠাইব না? যা বল্লে, আর কখনও অমন কথা মুখে আনিও না—মনে ওরূপ ভাবনাকেও স্থান দিও না—এ প্রকার চিন্তা মহাপাপ। তার পর দেখ আমার কর্ত্তব্যের কত ত্রুটি হইতেছে। দাদাকে কি পাঠাই—কোন মাসে দশ, কোন মাসে পাঁচ, কোন মাসে কিছুই নয়। এই কি আমার উচিত? তরু সেয়েনা মেয়ে, স্বামীকে সে দিন আর কিছু বলিল না, থামিয়া গেল। তবে মনে মনে অবশ্য বলিল, "কোথায় যাবে, কিছু দিন যাক্, তোমাকে ঠিক্ ক'রে নেব।"

কিছুকাল পরে তরুবালা অন্তঃসত্বা হইলেন। প্রসবের সময় তাহার মাতা যাইয়া তাহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। তরুর একটী সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মিল। বড়ই আনন্দের হইল। পাঠিকা বুঝিলেন মাতা এই সময়ে কন্যাকে সেই আয় ব্যয়ের শিক্ষাটা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ললিতকুমার মুরশিদাবাদ হইতে রেঙ্গুনে বদলি হইলেন। তরুবালাকে দেবীপুরের বাটীতে আসিবার জন্য ললিত-কুমার অনুরোধ করিলেন, তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন। রেঙ্গুণ হইতে ললিতকুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ও তরুবালাকে নিয়মিত খরচ পাঠাইতেন। কিছুদিন পরে তরুবালা প্রিয় অদর্শনে কাতর হইয়া স্বামীকে কলিকাতায় আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাইলেন। পত্রের উপর পত্র লিখিতে লাগিলেন—স্বামীর মন বিচলিত হইল। তিনি সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় ললিতকুমার স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বেশ পসার হইল। তিনি হোগোলকুঁড়িয়াতে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তরুবালাকে ও বাটীর পরিবার-দিগকে আনিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধব-চন্দ্রের দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্র দুইটী স্কুলে যায়, পড়া শুনা করে। গিরি-বালা অন্তঃপুরের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন

এবং মাধবচন্দ্র সমস্ত সংসারের কর্তারূপে রহিলেন। গিরিবালা ননদ ক্ষান্তমণির সাহায্যে পাকশালার সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিতেন। মাধব সংসারের হাটবাজার, লোক লৌকিকতা, আরাম ব্যারাম এই সমস্তের উপর রাখিতেন। ঝি চাঁপা ঘর ঝাঁট, শয্যারচনা, প্রদীপ সাজান, বাসন মাজা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। চাকর নবা অনেক সময়ে ডাক্তার বাবুর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। সে তাঁহার তামাক দেওয়া, চা গরম্‌করা, মাংস রাঁধা, কাপড় কোঁচান ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য করিত। ললিতকুমার কিছুই দেখিতেন না—দাদা যাহা করেন, তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য। ছোট বৌ স্বামীর দুধ টুকু জাল দেওয়া, মোহন ভোগ প্রস্তুত করা, পান সাজা এইরূপ কার্য্য করিতেন—বাকি সময় ঘুমাইয়া আর তাস খেলিয়া কাটাইতেন।

ললিতকুমারের বাসার নিকটে গোয়ালদিগের বাটীতে মেয়ের সাধে—মেয়েদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তরুবালা নিমন্ত্রণে যাইবেন, বড় জা চুল বাঁধিয়া, গা মুখ মুছাইয়া, গহনা পরাইয়া তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া দিল। তরু নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিল, তাহার অপেক্ষা অনেক সুন্দরী অনেক সুন্দর গহনায় সজ্জিত হইয়া চাঁদের হাট করিয়া বসিয়া আছে—তাহাদিগের রূপে ও অলঙ্কারের চাক্‌চিক্যে ঘর আলোকিত হইয়াছে। তরু তাহাদিগের অলঙ্কারের জাঁকজমকে চমকিত হইয়া একপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং নীরবে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ইহারা নিশ্চয়ই ধনী লোকের পরিবার—তাই এত বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত হইতে পারিয়াছেন—গহনাগুলি কেমন সুন্দর! যেমন সোণার রং, তেমন গড়ন! আমরি মরি! আমার এইরূপ তাবিজ, এইরূপ বালা, এইরূপ সাতনর, এইরূপ চেনহার চাই। কেনই বা না হবে? বাবু ত দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমি বা কেন গরিবের মতন থাক্‌বো? তাঁকে আজ বলিব, "ভাই ভাজকে বোনকে খাইয়ে টাকাগুলা নষ্ট করে কি হবে—ভূত ভুজিয়ে ফল কি?" পাঠক স্মরণ করিবেন এই তরুবালা মুরসিদাবাদে থাকিতে স্বামীকে দেবীপুরে টাকা পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছিল।

রাত্রিকালে তরু শয়নকক্ষে শয়ন করিয়াছেন। ললিতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেমন নিমন্ত্রণ খাইলে, তরু?"

"বেশ—কি—ন্তু—"

কিন্তুটা কি?

কিন্তুটা কি? তরু দৌড়িয়া গিয়া এক হস্তে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক অপর হস্ত দ্বারা চিবুকখানি ধরিয়া প্রেমের তুফান তুলিয়া কহিল,—

"দেখ, কত নূতন রকমের গহনা দেখিলাম, আমার কিন্তু তাহার কিছুই নাই। আমাকে এবার সেই রকমের

তাবিজ, বালা, সাতনর, চেনহার ক'রে দিতে হবে।"

ললিতকুমার নীরবে খাটের উপর বসিয়া সট্‌কায় তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিল। তরু ছাড়িবার নহে, পুনশ্চ স্বামীর গলদেশ কোমল ভুজবল্লী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, কহিল,—

"চুপ্ করে রৈলে যে—কি বল ?"

ললিতকুমারের যেন ঘুমের চট্‌কা ভাঙ্গিল, তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন,—

"অ্যাঁ—"

তরু বলিল, শুনতে পাচ্ছ না— আমার নূতন গহনার কি হবে ?"

তা—হ—বে।

তা হবে বল্লে চলবে না—আমার কাল চাই।

পরদিবস প্রাতে তরু শয্যা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি চাঁপা ঝিয়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিল। চাঁপা পাড়ার গোপাল সেক্‌রাকে ডাকিয়া বাটীতে হাজির করিল। তরু স্বামীকে আসিয়া কহিল

"ঐ গোপাল আসিয়াছে।"

"কে গোপাল ?"

গোপাল সেক্‌রা"।

ললিতকুমার একটু বিরক্ত ভাবে কহিলেন—

"আজ হইবে না—উহাকে চলিয়া যাইতে বল।"

সেক্‌রা চলিয়া গেল—ঘরে আগুন লাগিল—মানিনী মানভরে ফণিনীর ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস করিতে লাগিল। তরুবালা অভিমানে গর গর করিয়া নারীজাতির ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। ঘরের এককোণে বসিয়া ছিনিয়া বিনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, স্বামীর অন্নজল ত্যাগ করিলেন। কান্ত-মণির ছোট বৌএর উপর মনে মনে একটু রাগ ছিল, সে এই সুযোগ পাইয়া দাদার নিকট গিয়া বলিল,—

"এরকম কল্লে আমরা পারবো না।"

"কি করবে ?"

"রাত দিন ঘরের কোণে ব'সে কাঁদবে —নাইতে বল্লে নাবে না, খেতে বল্লে খাবে না, খালি ব'সে ব'সে কাঁদবে— আমরা কি করবো বাপু, আর ঘরের বৌএর ও রকম মিছে মিছে কান্না বড় অলক্ষণ—মিনি তুফানে তুফান তোলা— লোকে বলবে কি ? বড় বৌ হাত ধরে অ্যাত বুঝালে সুঝালে তা কিছুই শুনিল না—এখন তুমি যা করবার কর।"

ললিতকুমার বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন, তিনি কহিলেন,

"আমি আর কি করিব, উহাকে বাপের বাটী পাঠাইয়া দাও।"

বাপের বাড়ীর নাম শুনিয়া ছোট বৌএর বুক আহ্লাদে আটখানা হয়েছে —সে আপনি পাল্কী বেহারা ডাকাইয়া পুত্র গণেশকে লইয়া পিত্রালয়ে গমন করিল—কিন্তু ঠাকুর ঝির উপর তাহার মন একেবারে চটিল।

একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে বধূদিগের মনোবাদ উপস্থিত হইলে, সংসারে আলা য় স্থান পাইলে, যখন স্বামী লোকলজ্জা

ভয়েই হউক বা অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক, আশু প্রতীকার বিধানে অপারগ, তখন পিত্রালয়ই তাহাদিগের যুড়াইবার স্থল —যুক্তি পরামর্শ পাকাইবার কেন্দ্রভূমি—পতিপক্ষীয় লোকদিগকে দেখাইবার গৌরব, স্পর্দ্ধা ও আধিপত্যের স্থান।

ললিতকুমার কিছুদিন শ্বশুরালয়ে যান নাই—স্ত্রী পুত্রের খোঁজ লন নাই—অবশেষে আর থাকিতে পারিলেন না। ডাক্তারখানা হইতে একজন লোক পাঠাইলেন। সে তরুর সহিত দেখা করিয়া খোকা বাবুর জন্য কিঞ্চিৎ খাবার দিয়া আসিল। তরু বাবুকে যাইবার জন্ত লোকের নিকট বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল।

ললিতকুমার শ্বশুরালয়ে আসিলেন—আসিবেনই তো—স্ত্রী রহিয়াছেন, পুত্র রহিয়াছে—কেন আসিবেন না? তরুর মা, মায়ের সই, আরও পাড়া প্রতিবেশিনী দুই চারিজন তরুকে বেশ শিক্ষা দিয়াছে। তাহারা কহিয়াছে, দেখ তরু তুই ত আর খোকা মেয়ে ন'স—তোর স্বামীকে কহিবি, "ভাই ভাজ বোনকে পুষিয়া কি হইবে —তোমার যখন আর পাঁচটা ছেলেপিলে হবে, তখন কি তাহারা খেতে দিবে? পাঁচ খানা গহনা করিলে, কোম্পানীর কাগজ করিলে, আখেরে কাজ দেখ্‌বে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

পিত্রালয়ের আত্মীয় স্বজন তরুর মনে যে বীজ বপন করিয়াছে, তাহাতে সুন্দর বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, দিব্য ফল ধরিয়াছে—তরু আর সে তরু নাই, তরু এখন বেশ কায়দা কানুনের লোক হইয়াছে, উত্তম পাকিয়াছে। সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে দুলিতে দুলিতে কোমল বাহুলতা দ্বারা স্বামীর কণ্ঠদেশে প্রেমানুরাগে ছাঁদিয়া কহিল

"এত দিন কেমন করে ছিলে? এখন মনে পড়েছে?"

"মনে পড়েছে অনেক দিন—ত—বে।"

তবে কি?

তবে এই কাজের ভিড়ে আস্‌তে পারিনি।

আমার কথা নাই মনে পড়ুক, খোকার কথা ত মনে হতে পারে।

তোমার কথা মনে হয় নাই কে বল্লে? (একটু মুখখানি ভার করিয়া) না তাই বল্‌ছিলাম।

তরুবালা রাত্রিকালে স্বামীর নিকট গহনার মোকদ্দমায় জিতিয়াছেন—তিনি স্বামীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া টাকা সমেত গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছেন। তবে ভাই, ভাজ, বোনকে পৃথক্ করিয়া দিবার কথায় ললিতকুমার সম্মত হন নাই। তিনি প্রাতে শ্বশুরালয় হইতে চলিয়া আসিলেন। (ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় ভট্ট মোক্ষমুলার।

গত ২৮এ অক্টোবর (১২ই কার্ত্তিক) মোক্ষমুলারের দেহত্যাগ হইয়াছে, পরদিবস প্রাতেই বিলাত হইতে ভারতে তারযোগে এই সংবাদ আসিয়া ভারতবাসীদিগকে শোকাকুল করিয়াছে। বিদেশী যে অল্প-সংখ্যক উদারহৃদয় ব্যক্তি ভারতের সেবার্থ

জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মোক্ষমুলার একজন প্রধান। তিনি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ইহাকে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যসমাজে পরিচিত ও সমাদৃত করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না। এই সঙ্গে সঙ্গে দুইটী সুমহৎ কার্য্য করিয়া ভবিষ্য বংশীয়দিগের জন্য নূতন পথ প্রসারিত করিয়াছেনঃ—১ম, ভাষাতত্ত্বের সামঞ্জস্য প্রচার অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সহিত গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী প্রভৃতি অন্যান্য আর্য্যভাষার ঐক্য প্রদর্শন; ২য়—ধর্ম্মতত্ত্বের সামঞ্জস্য প্রচার অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি মূলসত্যের ঐক্য প্রদর্শন। এ দুই বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে অন্যান্য ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ কিছু কিছু সূচনা করিলেও তিনি ইহাদের পরিস্ফুটন এবং সাধারণের গ্রহণের পক্ষে যেরূপ প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মোক্ষমুলারের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত এই ঃ—তিনি ১৮২৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর জর্ম্মণির অন্তঃপাতী ডেসোনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন কবি এবং সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ফ্রেডারিক ম্যাক্সমিলান মুল্লার। মোক্ষমুলার প্রথমে সামান্য পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন, পরে লিপ্‌জিক ও বার্লিনের কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৪৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হন।

এ সময় জর্ম্মণিতে সংস্কৃত ও অন্যান্য পূর্ব্বদেশীয় ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থায় সংস্কৃতের প্রতি মোক্ষমুলারের বিশেষ অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বপের এবং আরও কোন কোন পণ্ডিতের নিকট তিনি এ বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হন। যখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র, তখন বিষ্ণুশর্ম্ম-প্রণীত হিতোপদেশ জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। ইহার পর সংস্কৃত পুস্তক সকল পাঠের জন্য তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পারিস নগরে গমন করেন। তথায় ঋগ্বেদের প্রশংসা শুনিয়া তাহা পাঠ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হয় এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইউজিন্ বার্ণুর উপদেশে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এবং সুবিখ্যাত বোডিলিয়ান পুস্তকালয় হইতে ঋগ্বেদের হস্তলিপি সকল বাহির করিয়া যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেন। ইহার ফল ঋগ্বেদ প্রচার। তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বহুব্যয় স্বীকার করিয়া এরূপ গ্রন্থ প্রচার করা এককালে অসম্ভব। কিন্তু "সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়।" এই সময় প্রুসীয় রাজদূত ব্যারণ বুনসেন ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন, তিনি মোক্ষমুলারের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহারা

গ্রন্থ প্রচারের ব্যয়ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া মোক্ষমুলারকে সঙ্কল্পসাধনে উৎসাহিত করেন। তিনি অসাধারণ যত্ন ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া যখন ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বেদ প্রচার করিলেন, তখন তাঁহার নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল এবং তাঁহার যশে জগৎ ভরিয়া গেল। মোক্ষমুলার অক্সফোর্ডে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ইংলণ্ডে জীবিকা নির্ব্বাহের এক-প্রকার উপায় হওয়াতে তথায় স্থায়ী হইয়া রহিলেন।

মোক্ষমুলারের বেদপ্রচার একটী অসাধ্য সাধন এবং ইহা হইতে অনেক মহৎ ফল প্রসূত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে ইহা হইতে সংস্কৃত চর্চ্চার উন্নতি হয় এবং ভারতের প্রতি সভ্যজগতের আদর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি পতিত হয়। বেদের অনুশীলন হইতেই ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষা সকলের মধ্যে ঐক্য মোক্ষমুলারের নিকট সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয় এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ উপদেশের সহিত ভারতীয় ধর্ম্মোপদেশেরও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার জীবনের মহত্তম ব্রত সাধনে এই ঘটনাই তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করে।

মোক্ষমুলার সংস্কৃত ছাড়া ১২টী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পূর্ব্বদেশীয় প্রধান প্রধান ভাষা সকল বহু পরিশ্রমে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অধ্যয়নের ফলস্বরূপ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্র ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনেক সার ভাগ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। "The Sacred Books of the East" পূর্ব্বদেশের শাস্ত্রাবলী নামে ৫২ খণ্ডে সম্পূর্ণ যে অপূর্ব্ব অমূল্য পুস্তক সকল প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগী ও প্রধান কার্য্য সম্পাদক তিনি।

মোক্ষমুলার ইংলণ্ড-প্রবাসী হইয়াও স্বদেশানুরাগে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। যখন ফ্রান্স ও জর্ম্মণির মধ্যে মহা সংগ্রাম হয়, তখন ইংলণ্ড-বাসিগণ সাধারণতঃ ফ্রান্সের পক্ষ ছিলেন; কিন্তু মোক্ষমুলার ক্রমাগত প্রবন্ধ সকল লিখিয়া স্বদেশের পক্ষ সমর্থন করেন এবং অবশেষে ইংরাজজাতির সহানুভূতি জর্ম্মণির প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। এ জন্য জর্ম্মণির সম্রাট্ হইতে সামান্য লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন।

মোক্ষমুলার ভারতকে ও ভারতবাসী-দিগকে কি প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভারত-সন্তানগণ ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অনেক সময় কৃতার্থ হইতেন এবং তাঁহাদের প্রতি কিরূপে যত্ন ও সম্মাননা করিবেন, তাহার পথ পাইতেন না। এ দেশের গ্রন্থকারগণ কোনও পুস্তক পাঠাইলে তাহার সার গ্রহণ করিয়া উদার মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। এ দেশের সংস্কার ও উন্নতি বিষয়ে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। এ দেশের লোকদিগের কোনও নিন্দা কুৎসা তাঁহার সহ্য হইত না, কেহ করিলে

তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। ধর্ম্মবিষয়ে ভারতের গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল তাঁহাকে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে অনেক উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছিল, এইজন্য ভারতের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার তিনি ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও ভারতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব জন্য অনেক সময়ে খৃষ্টীয় সমাজের নিকট তিনি নিন্দাস্পদ এবং সাংসারিক পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

মোক্ষমুলার সুদীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত কঠোর সাধনায় অবশেষে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সাহিত্য জগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া ৭৭ বৎসর বয়সে দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। জগৎ তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না, ভারতবাসিগণ এরূপ অকৃত্রিম হিতসাধক বন্ধুকে যেন কখনও বিস্মৃত না হন।

আশ্বিনে গল্প।

আশ্বিন মাস আসিলেই বঙ্গ দেশের হৃৎ-তন্ত্রী পূজার হিল্লোলে বাজিয়া উঠে; সুতরাং আশ্বিন মাসকে পূজার মাস বলিলে কিছু মাত্র বাড়াইয়া বলা হয় না। পূজা সহর ও মফস্বলে। মফস্বলের মধ্যে আমরা মফস্বলের সহরও ধরিলাম। এখন সহরের পূজা ও পাড়াগাঁয়ের পূজা উভয়ের মধ্যে তারতম্য কি? তাহা একমাত্র উভয়ের সামাজিকতায় বুঝা যায়। নিধুবাবুর কলিকাতায় বাড়ী, সাহেব লোক। তিনি সাহেবিয়ানায় পূজা করিয়া থাকেন। অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য আত্মীয়দিগের আহারের জন্য বামন রাখিয়া লুচী সন্দেশের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ওদিকে স্বশ্রেণী-ভুক্ত ও সাহেব মেমদের জন্য খানসামা রাখিয়া ইংরাজী খাদ্যের বন্দোবস্তও করেন। কাঙ্গাল গরিব একমুষ্টিও পায় না, দ্বারবান্ ও চাকর দিয়া মুষ্ট্যাঘাত ও অর্দ্ধচন্দ্রের সুচারু বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। গরিব প্রতিবাসীদিগের নিমন্ত্রণ নাই। তাহাদের, (ভদ্র লোক হইলেও) বার মাস ত্রিশ দিন যেমন কষ্ট, পূজাতেও সেইরূপ, বরং অধিক। অপরে চারিদিকে ভাল খাইতেছে, নূতন পরিতেছে, কিন্তু প্রতিবাসী রামধনের ও তাহার সন্তান সন্ততি ও পরিবারবর্গের—বার মেসে অভাব ত আছেই, তাহার উপর আবার এই সকল দেখিয়া মনঃকষ্ট জাগিয়া উঠে। পাচী ধোপানী পূজোপলক্ষে নূতন বস্ত্র পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, পেট ভরিয়া ভালমন্দ খাইতেও পায় না। বার মাস খালি ময়লা কাপড় কাচিয়া যাহা কিছু পায়, তাহাতে আবার এ সময় বাবুর সরকারকে কিছু দস্তরি না দিলে নয়।

নাপিত বেচারার ভাগ্যেও তাহাই ঘটে। থালি কামার তিন দিনে গুছাইয়া লয়; কারণ, বাবুর বাড়ীতে আর কিছু হউক না হউক, বলীর বন্দোবস্তটা ভালরূপ হইয়া থাকে। পুরোহিত ও গুরু হাবা কোনও কালে কাহারও নিকট নয়, এখন ইহার নিকটেই বা হইবে কেন? তাঁহারা প্রকৃত পূজায় যত দৃষ্টি রাখুন বা না রাখুন, স্বার্থের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে একমুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। এইত গেল সহরের সাধারণ পূজার কথা। পাড়াগাঁয়ে কিরূপ হইয়া থাকে দেখা যাউক।

গোপীনাথ বাবু পাড়াগেঁয়ে জমীদার। বার মাসে তের পার্ব্বণ তাঁহার বাড়ীতে হইয়া থাকে। পঞ্চমী বা ষষ্ঠী হইতে অন্ততঃ বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত পল্লীর কাহারও বাটীতে হাঁড়ী চড়াইতে দেন না। বাড়ীর পরিচারকবর্গের ও ধোপা নাপিতের ত কথাই নাই, আগন্তুক গরিব লোকদিগকে খই মুড়কি বিতরণে—এমন কি অন্ন বস্ত্র দানেও অবারিত দ্বার। কর্ত্তা নিজের চক্ষে সব দেখেন শুনেন, এই মহোৎসব সময়ে প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, নিজে চিকিৎসার উপায় করেন এবং ভাবেন যেন সমস্ত পল্লী এই অন্ততঃ কদিনের নিমিত্ত তাঁহার নিজ পরিবার-ভুক্ত। প্রতিদিন নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঙ্গালী ভোজন করান।

গোপীনাথ বাবুর বাটীতে পূজোপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্বগণ যে যেখানে ছিলেন আসিয়াছেন, সকলের জন্য সুবন্দোবস্ত। পূজার ৩ দিন সকালে খিচিড়ি ভোগ, গ্রামের বালক বালিকারা আসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। মধ্যাহ্নে অন্ন ভোগ—গরিবদের জন্য অন্নছত্র। রাত্রিকালে জলপানি—নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সকল পরিতোষপূর্ব্বক লুচি সন্দেশ মিঠাই প্রসাদ পাইতেছেন।

বাদ্যোদ্যমে গ্রাম ক্ষণে ক্ষণে প্রতি-ধ্বনিত। দিবসে কবির গান, রাত্রে যাত্রোৎসব—মহামেলা। পূজাবাড়ী ও বহির্ব্বাটীতে লোকে লোকারণ্য। সংবৎসর পরে সর্ব্বসাধারণে আনন্দময়ীর আগমনে যাহা দেখিবার দেখিয়া, শুনিবার শুনিয়া, ভোগ করিবার ভুঞ্জিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মানিতেছে।

দেবীর প্রতি গোপীনাথের প্রগাঢ় ভক্তি, বাটীর সকলেরও—আবাল বৃদ্ধ বনিতার—কর্ত্তার অনুরূপ ভক্তি ও অনুরাগ। গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কোনও কপটাচরণ লক্ষিত হয় না। কর্ত্তা পূজার সময় গললগ্ন-বসন হইয়া অশ্রুপাত করেন ও সকলকে স্নেহ-লোচনে দেখেন। বাবুরা পাঁচ ভাই ও বহু পরিবার; কিন্তু সকলে একান্নবর্ত্তী। এক এক ভাই এক এক কার্য্য বিভাগের অধ্যক্ষ, পরিবারস্থ সকলে একমনে একপ্রাণে কার্য্যের সহ-কারী। এই একান্নবর্ত্তিতা এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রতি ঘরে বিরাজ করিত এবং তাহাতে বহুজনকে এক করিত। দুঃখের বিষয় ইহা সহর হইতে অন্তর্হিত হইয়া ক্রমে উপনগর ও পাড়াগাঁয়ে আশ্রয় লইতে-ছিল। কিন্তু বাণের জলের ঢেউ ঢুকিয়া

সব ছার খার করিয়াছে। শুদ্ধ পাড়াগাঁয় দুই একটি সুদৃঢ় বাটী এখনও আছে, যাহা অদ্যাবধি প্রাচীন ধারা রক্ষা করিতেছে। আজ কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ইহার দোষই পড়ে, গুণ আদৌ লক্ষিত হয় না। স্বীকার করি, ইহার অনেক দোষ আছে, কিন্তু গুণও অনেক, যে সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া আমাদিগের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াও ইহাকে বক্ষে পোষণ করিতেন। গোপীনাথ বাবুর কি সার্ব্বভৌমিক প্রেম, কি উচ্চ অন্তঃকরণ, কি দয়া-প্রবণ চিত্ত! এমন লোকের পূজাই পূজা। অতএব দুর্গা-পূজা মহোৎসবের সামাজিক ভাব যদ্যপি দেখিতে চাও, তবে এইরূপ পল্লিগ্রামে যাও।

সঙ্গিনী।

বসন্তকাল—সন্ধ্যা সমাগত। এখনও দুই একটী পক্ষীর কলরব—কোকিলের কুহু ধ্বনি শোনা যাইতেছে। ডালে ডালে মধুর মলয়বাত ফুল বধূর বদনমণ্ডল চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে নাচাইয়া তুলিতেছে। এই সময় একটি মনোরম কুসুম উদ্যানে একখণ্ড শীলাতলে বসিয়া দুইজন সঙ্গিনী প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ অদ্য পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিব।

প্রথমার বয়ঃক্রম বিংশতি অতিক্রম করিয়াছে, দ্বিতীয়া এখনও সপ্তদশ বর্ষের সীমার মধ্যে।

প্রথমা সঙ্গিনী দ্বিতীয়ার অবিচ্ছিন্ন অলকাগুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন "চারু! তুইত অনেক পুস্তকাদি পড়েছিস্, বল দেখি সংসারে কি প্রয়োজন?"

দ্বিতীয়ার নাম চারুলতা।

চারু। আমিত ভাই যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে সংসারে ভালবাসাই একমাত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রথমার নাম সরলতা। সরলতা সঙ্গিনীর অলকা-গুচ্ছ ত্যাগ করিয়া কহিলেন "কথাটা ঠিক্,—কিন্তু ভালবাসা কাকে বলে কিছু জানিস? আমরা 'ভালবাসা ভালবাসা' করিয়া প্রতিনিয়ত যাহার পশ্চাৎ ধাবিত হই, সেই কি ঠিক্ ভালবাসা?"

চারু। তা নয়ত আবার ভালবাসার কোন হাত পা আছে নাকি?

সর। হাত পা না থাক্, কিন্তু বিভিন্ন আছে।

চারু। কিরূপ?

সর। এক বাড়ীতে তোমার স্বামী দেবর যদি উভয়েই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হ তবে কাহার প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি প্রাণ-পাত করিতে পার?

চারু। কেন? স্বামীর।

সর। দেবরও ত আপনার জন, তিনি কি অপরাধ করিলেন?

চারু। স্বামীর মত আপনার জন কেহ নাই, তাঁহার সুখে আমার সুখ, তাঁহার প্রাণের সহিত কি দেবরের প্রাণ তুলনীয় হইতে পারে?

সর। তোমার দেবরও একজনের স্বামী, তাঁহার ভালমন্দ ঘটিলে তাঁহার স্ত্রী কত ব্যথিতা হইবেন ভাব দেখি।

চারু। তা'তে আমার কি? আগে আপনার জিনিষ রক্ষা কভি, তবেত পরের জিনিষ রক্ষা করিব?

সর। তবেই দেখ সংসারে ভালবাসা কোথা?—তুমি যাহাকে ভালবাসা বলিলে এত ঘোর স্বার্থপরতার কথা। আপনার সুখ বলিদান দিয়া পরের সুখ রক্ষা করাই ভালবাসার ধর্ম্ম—ঘৃণিত স্বার্থপরতা ভালবাসা নহে। দেখ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত মানুষ না করে কি? মারা মারি খুনা খুনি বিবাদ বিসম্বাদ সকলইত স্বার্থের জন্ত। ভালবাসা পরম পবিত্র পদার্থ, স্বার্থের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন সূর্য্যমুখীর কোন আবশ্যক নাই তথাচ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জীবন মরণ লাভ করে, ভালবাসার মর্ম্মও সেইরূপ। ভালবাসার ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব হয়। ইংরাজিতে আছে :—

"God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him"

ভবেই ভাবিয়া দেখ ভালবাসা কত দূর উচ্চ। বল দেখি কিরূপ ভাবে ভালবাসা ধর্ম্ম পালন করা উচিত? আর আমরা কিনা দেবরের পুত্র বা স্ত্রী এখানে বেশী মাছ খাইলে হিংসায় মরিয়া যাই আর এই সকল খুটি নাটি লইয়া সংসারে এক ঘরে সাত হাঁড়ির সৃষ্টি করি! ছি! এই কি ভালবাসা?

চারু। তুমি যে ভালবাসার কথা বল্‌ছ, সেটা খুব উচ্চদরের ভালবাসা বটে।

সর। ভালবাসার উচ্চ নীচ সীমা ভাগ নাই। ভালবাসা স্বতঃই মহান্। আমরা যেটাকে ভালবাসা বলি, সেটা কামনা। কামনায় সুখ নাই। অতএব সংসারে প্রকৃত ভালবাসা শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। সংসারে সকলে সকলকে ভাল বাসিলে আর কোন অভাব-অশান্তি থাকে না, সংসারে থাকিয়াই স্বর্গসুখ ভোগ হয়।

চারু। তোমার কথা স্বীকার করিলাম, কিন্তু সংসারে কোন অবস্থাতেই সুখ লাভ ঘটিতে পারে না। সুখ সংসারে নাই। ভালবাসায় যদি সুখ হইত, তবে শৈবলিনী প্রতাপকে অত ভালবাসিয়া জ্বলিয়া মরিবে কেন?

সর। রাখ ভাই তোর নভেলী কথা, বাস্তব জগৎ কল্পনার রাজ্য নয়। আচ্ছা তোরই কথা থাক্, বলি শোন্ ঠিক্ ভেবে দেখ দেখি শৈবলিনী কি প্রতাপকে ভাল বাসিত? না, শৈবলিনী প্রতাপকে ভাল বাসে নাই? ভালবাসা কাহাকে বলে শৈবলিনী তাহা জানিত না। শৈবলিনীর চিত্ত ঘোর কামনাপূর্ণ। কিন্তু আমরা

সেইটাকেই ভালবাসা বলিয়া মনে করি, ঐ টাইত আমাদের ভ্রম, ঐত আমাদের যন্ত্রণার কারণ।

চারু। আচ্ছা প্রতাপত প্রেমিক, সংসারে সেই কি সুখ পাইয়াছিল ?

সর। প্রতাপের চরিত্রেতেই বা ভালবাসা কোথায়? প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিত এইমাত্র, কিন্তু সে ভালবাসা সীমাবদ্ধ। সীমাবন্ধনের ভিতর দিয়া যে ভালবাসা প্রবাহিত হয়, তাহা ভালবাসা নামের অযোগ্য। যে ভালবাসিতে জানে, জগৎ তাহার, সে জগতের। কিন্তু জগতের প্রতি কর্ত্তব্য দূরের কথা, প্রতাপ বিবাহিত পত্নী রূপসীর দিকে একবার চাহিল না, তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্য পালন করিল না। কর্ত্তব্যহীন জীবন পশুর ন্যায়, তাহাতে মনুষ্যত্ব কোথায়? প্রতাপ কেবল শৈবলিনীতে ডুবিয়াছিল। শৈবলিনীকে ভালবাসিত বলিয়া এক সময় সন্ন্যাসীকে প্রতাপ সদর্পে যে উক্তি করিয়াছিল, তাহা হিন্দু-সন্তানের অযোগ্য; অথচ সাধারণে প্রতাপকে প্রেমিক বলিয়া স্বীকার করেন, আমাদের এমনই অধঃপতনের দিন আসিয়াছে বটে! প্রেম যে কি, তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি!

চারু। তবে প্রতাপের চরিত্র অঙ্কিত করিবার কবির উদ্দেশ্য কি? বঙ্কিম বাবুর মত প্রতিভাশালী লেখক বিনা উদ্দেশ্যে কখনই প্রতাপের সৃষ্টি করেন নাই!

সর। তাহা ঠিক, অন্য রমণীতে আসক্ত হইলে মানুষ কিরূপ হিতাহিত জ্ঞান-রহিত হয়, উজ্জ্বল তুলিকায় সেই চিত্র প্রতিফলিত করিয়া কবি সাধারণের চক্ষে প্রতাপকে ধরিয়াছেন। তবে যে সাধারণে প্রতাপকে প্রেমিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সে দোষ লেখকের নহে—পাঠকের।

চারু। তবে কি তুমি সাহিত্য হইতে প্রেম উড়াইয়া দিতে চাও?

সর। তা কেন,—আয়েষার প্রেম পবিত্র,—ভ্রমর ভালবাসিতে জানিত, সাহিত্যে ভালবাসা নাই এমন কথা কে বলিবে—আর এখানে সে কথাত হইতেছে না।

চারু। তুমি আমায় বুঝাও প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে!

সর। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মের রূপ উচ্ছিষ্ট হয় নাই" অর্থাৎ মুখে মুখে সমস্ত ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু মুখে বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না। প্রেমের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। তবে প্রেমিক কবি চণ্ডিদাস বলিয়াছেন, সেই প্রেমিক, যে—

"আপনা ভুলিয়া পরে মিশাইতে পারে।"

অর্থাৎ নিজের স্বার্থ ভুলিয়া সকলের প্রতি সম ভালবাসাই প্রকৃত প্রেম বা বিশ্বপ্রেম। যখন শত্রু মিত্র জ্ঞান রহিত হইয়া সকলের প্রতি সমান ভালবাসা হয়, তখনই ঠিক্ প্রেমলাভ হয়—এমন কি ক্ষুদ্র পতঙ্গাদির প্রতিও ভালবাসা পঁহুছায়। ইহাকেই বিশ্বপ্রেম কহে। এ অবস্থায় সকলেই আপনার

হইয়া পড়ে, সুতরাং সংসারে আর কোন রূপ যন্ত্রণার কারণ থাকে না।

চারু। ঠিক্ বলিয়াছ, ইহাই সত্য প্রেম। এই পবিত্র প্রেম লাভ করিতে চেষ্টা করা সকলের পক্ষেই সমান কর্ত্তব্য।

সর। নিশ্চয়। বিশ্বপ্রেম লাভ হইলেত ...গোলই চুকিয়া গেল। কিন্তু সেটাত ...থা নহে। যতক্ষণ সে অবস্থা ...ন, ততক্ষণ সংসারে জীবের আর ...ন বল দেখি?

চারু। আমি ভাই অত বুঝি না, তুমি বল আমি শুনিয়া যাই।

সর। দয়া প্রীতি স্নেহ প্রভৃতি অনেক অনুশীলনীয় কার্য্য জীবের জন্য সংসার-ক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। আজ আর নয়, অনেক রাত হ'ল, আবার কাল এ সব কথার আলোচনা করা যাইবে। এখন চল বাড়ী যাই।

এই বলিয়া সরলতা চারুলতার হাত-খানি টানিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

শ্রীমতী ন।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

আমরা কুমুদবনে একদিন বাস করিলাম। এখানে ৺মহাপ্রভুর বৈঠক স্থান এবং কপিল দেবের মূর্ত্তি দর্শনীয়। এথান হইতে শান্তনু-কুণ্ড নামক স্থানে গিয়া একদিন বাস করিলাম। "রাজার বনযাত্রা" কেবল এই স্থানে স্নান দর্শনাদি করিয়া বহুলা বনে যাত্রা, তাহাতে বহুদূর হাঁটিতে হয় এবং যাত্রিগণও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ...ত্রীদল পরম স্বচ্ছন্দে বন-...উপভোগ করিয়া থাকেন।

...ণ্ডের বিবরণ বিষয়ে ব্রজবাসি-...থাকেন যে, মহানুভব ভীষ্ম-... রাজর্ষি শান্তনুদেব যাটি ...তপস্যা করিলেন। পরে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দেন। তাই সে স্থান শান্তনুদেবের তপস্যা-স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। সেই স্থানের অত্যুচ্চ মঞ্চটী একটি ছোট পাহাড়ের মত দেখায় এবং সুপ্রশস্ত কুণ্ডের জল তাহার চারি দিকে বলয়াকারে বেষ্টিত থাকাতে স্থানটী বড়ই মনোরম বোধ হয়। উক্ত মঞ্চের উপরে 'শান্তনু-বিহারী' নামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতি সুদৃশ্য বিগ্রহ স্থাপিত আছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক বনযাত্রিগণ কেবল বন ভ্রমণ ভিন্ন বৃন্দা-বনের মধ্যস্থিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান সকলও দর্শনাদি করিয়া থাকেন। শান্তনুকুণ্ড হইতে পথিমধ্যে 'গন্ধর্ব্ব কুণ্ড' বলিয়া একটি কুণ্ড অতিক্রম করিয়া বহুলা বন। বহুলা বনের বিবরণ বিষয়ে এদেশ-বাসিগণ

বলিয়া থাকেন যে, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গোপ বালকগণের সহিত গোচারণ খেলা করিতে এই বনে আসিতেন। তাঁহার গাভীগণের মধ্যে বহুলা নামে একটী গাভী ছিল। একদিন এক সিংহ উক্ত গাভীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে গাভী কাতর বচনে বলিল "হে সিংহ! তুমি এখন আমায় মারিও না, আমার দুগ্ধপোষ্য বৎসের দুগ্ধ পান করিবার সময় হইয়াছে, আমি তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া সত্বরই তোমার নিকটে আসিব।" গাভীর কথায় সিংহ উপহাস করিয়া কহিল "তুমি প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত ঐরূপ কৌশল করিতেছ।" তাহাতে গাভী কহিল "হে সিংহ! আমরা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের পালিত, আমরা কখনও মিথ্যা কথা বলি না, অথবা আমরা কেহ কাহারও হিংসাও করি না; আমাদের সমুদয় ভার শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত থাকাতে আমরা মৃত্যুকেও ভয় করি না। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি সত্বরই ফিরিয়া আসিতেছি" ইহা বলিয়া গাভী বৎসের নিকটে গমন করিল। সত্যের প্রবল তেজে অবিশ্বাস দগ্ধ হইল, হিংসাও স্তম্ভিত হইয়া গেল; সিংহও বিশ্বাসী বন্ধুর ন্যায় গাভীর আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।

এ দিকে গাভী বৎসকে স্তনপান করাইয়া সত্বর যাইতে চাহিল। বৎস মাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গাভী সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া বৎস রোদন করিতে লাগিল এবং মাতার পরিবর্ত্তে নিজে সিংহের নিকট যাইতে উদ্যত হইল। ভগবান্ বৎসের রোদন দেখিয়া এবং সমুদায় বিবরণ অবগত হইয়া গাভী বৎসকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন "আচ্ছা আমি সিংহকে দেখিয়া আসি। কিন্তু আমি ফিরিয়া না আসিলে তোমরা কেহ কোথায়ও যাই[illegible] ইহা বলিয়া ভগবান্ বহুলা গাভী[illegible] করিয়া সিংহের নিকটে গমন [illegible] প্রথমে সিংহ তাঁহাকে খাইতে [illegible] কিন্তু গাভীর বার বার অনুরো[illegible] গাভীরূপী ভগবান্‌কে স্পর্শ [illegible] তাহার দিব্য জ্ঞান জন্মিল, নানা[illegible] স্তবস্তুতি করিতে লাগিল। ভগবানও কৃপা করিয়া তাহাকে দিব্য দেহ দান করিয়া দেবলোকে পাঠাইয়া দিলেন। এই গল্প শ্রবণে বুঝিতে পারা যায় যে, সৎসঙ্গের এবং সত্য বাক্যের গুণে আমাদের মতন অবিশ্বাসী অন্ধও বিশ্বাস এবং সদ্গতি লাভ করিতে পারে।

বহুলা বনটী গ্রাম-সংলগ্ন থাকাতে এবং তথায় ততদূর নীরবতা নির্জ্জনতা নাই বলিয়া প্রথমে সামান্য উদ্যান বলিয়া ভ্রম হয়। প্রায় সকল বনই এক্ষণে গ্রাম নগ[illegible] পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যখ[illegible] মস্তক কুসুমিত কেলিকদম্ব প্র[illegible] সমূহে প্রমত্ত অলিকুলের গু[illegible] শুনিতে পাই কিম্বা যখন ময়[illegible] ময়ূরীগণকে রূপের তা[illegible] সুলম্বিত পুচ্ছ দোলাইয়া [illegible]

দেখি; অথবা তাল তমাল ডালে যখন নেত্রতৃপ্তিকর হরিদ্বর্ণ শারি শুক শ্রেণীকে সারি সারি উঠিতে বসিতে দেখিতে পাই, তখনই আবার আর এক ভ্রমে পতিত হইয়া যাই। কি যেন এক অজানা ভাবে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া কেবল মনে হয় এ উদ্যানের মালিক কে! এ উদ্যান পার্থিব কি অপার্থিব! স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক!

সাধুগণের মুখে শুনিতে পাই "বৃন্দাবনে অদ্যাবধি সেই লীলা হয়, কোন কোন ভগ্যবানে দেখিবারে পায়।" কে, সে লীলা-রসময়! সে কি কেবল ভাগ্যবানের জন্য? আমার মত দুর্ভাগা জীব কি সে অতুল অনন্ত আনন্দরাশির এক কণা মাত্রও উপভোগ করিতে পাইবে না? আমার হৃদয় কি কেবল নীরস বিশুষ্ক থাকিবে? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আত্ম-হারা হইয়া যাই।

(ক্রমশঃ)।

নীতি-রত্নমালা।

(৪২৮-২৯ সংখ্যা—২০৩ পৃষ্ঠার পর)।

সদ্ভিরেব সহাসীত সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিম্।
সদ্ভি র্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদা-
চরেৎ॥

সাধুর নিকটে সদা বসিয়া থাকিবে,
সাধু-সহবাসে কাল যাপন করিবে;
শত্রুতা করিতে হ'লে কর সাধুসনে,
মিত্রতাও কর যদি কর সাধুজনে।
অসাধু বলিয়া তুমি যাহারে জানিবে,
তার সনে ব্যবহার কভু না করিবে।১০

কদর্থিতস্যাপি মহাশয়স্য
ন শক্যতে সর্গগুণঃ প্রনষ্টুম্।
অধোমুখস্যাপি কৃতস্য বহ্নে-
র্নাধঃ শিখা যান্তি কদাচিদেব॥

শত নিন্দা কর তাঁর, যিনি মহাশয়,
স্বাভাবিক গুণ তাঁর যাইবার নয়।
রাখহ অগ্নির মুখ নিম্নদিকে ধরি,
তথাপি তাহার শিখা উঠিবে উপরি।১১

অগুণকণো গুণরাশি-
র্দ্বয়মিহ দৈবাৎ খলমুখে পতিতম্।
প্রসরতি তৈলমিবৈকঃ
সলিলে ঘৃতবৎ জড়তমেত্যন্যঃ॥

খলমুখে দোষকণা হইলে পতিত,
তৈলবিন্দু সম তাহা হয় প্রসারিত।
কিন্তু যদি গুণরাশি নিপতিত হয়,
ঘৃতবিন্দু সম তাহা সঙ্কুচিত রয়।১২

অনুগন্তুং সতাং বর্ত্ম কৃৎস্নং যদি ন
শক্যতে।
স্বল্পমপ্যনুগন্তব্যং মার্গস্থো নাবসীদতি॥

মহাদীর্ঘ সাধুপথ আশ্রয় করিয়া
ভ্রমণ করিও তাহে তন্ময় হইয়া।
সে পথের অন্ত যদি কভু নাহি পাও,
যত টুকু যেতে পার, তত টুকু যাও।
সাধুপথে বিচরণ করে যেই জন,
সেই জন অবসন্ন না হয় কখন।১৩

প্রত্যহং প্রত্যবেক্ষেত নরশ্চরিতমাত্মনঃ।
কিং নু মে পশুভিস্তুল্যং কিং নু সৎ-
পুরুষৈরিতি॥

পশুর মতন মোর নিত্য আচরণ,
কিম্বা মোর আচরণ সাধুর মতন,
প্রত্যহ প্রত্যেক লোক করিয়া বিচার,
আপন চরিত্র যেন দেখে বার বার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে কালীবাড়ী—মাকালীর মন্দির। বসন্ত কাল, ইংরাজী ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সহাস্য-বদনে হরিকথা বলিতেছেন, ভক্তেরা মেজেতে বসিয়াছেন।

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভাগবতকথা বলিতেছেন, আর সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—

"যখন একবার হরিনাম বা রামনাম কর্‌লে রোমাঞ্চ হয় আর অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর কর্‌তে হবে না; তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম্ম আপনাপনি ত্যাগ হচ্ছে। তখন কেবল রামনাম কি হরিনাম কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়; গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।

মাষ্টার এ বাগান ওবাগান বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, সিধুর * সঙ্গে এ বাগানে বেড়াতে এসেছেন। প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন গঙ্গার ধারে এ টী চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটী কি দেখ্‌তে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।"

বাগানের সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়াছিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন "আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়িতে ইচ্ছা কর্‌ছে না! কিন্তু একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসিব।"

---

* সিধু—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার—বরাহনগরে বাড়ী।

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর ঘণ্টা খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর ধ্বনি আসিতে লাগিল। সেই ধ্বনি ভাগীরথী-বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতিদূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। [illegible] কুসুমগন্ধবহ বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির আয়োজন হইতেছে। মাষ্টার দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। সিধু বলিলেন "এটী রাসমনির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা হয়, আর অনেক অতিথি কাঙ্গাল আসে।"

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন ঘরের দ্বার দেওয়া। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে ঝি বৃন্দে দাঁড়াইয়া ছিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ গা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন"?

বৃন্দে। হাঁ এই ঘরের ভিতরে আছেন। এইমাত্র ধুনা দেওয়া হলো।

মাষ্টার। ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে। অনেকদিন আছেন।—

মাষ্টার। আচ্ছা, ইনি কি বই টই খুব পড়েন?

বৃন্দে। আর বাবা বইটই। সবই ওঁর মুখে!

মাষ্টার সবে পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হইলেন।

মাষ্টার। আচ্ছা ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করছেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে। তোমরা যাও না বাবা! গিয়ে ঘরে বসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঘরে আর কেহ নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেজেতে বসিলেন।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ী কোথায় —কি কর—বরাহনগরে কি করিতে আসিয়াছ ইত্যাদি? মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন; কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ্ খাইতে থাকিলে ফাঁত্না যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ্ হাতে করিয়া ফাত্নার দিকে একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয়

না, এ ঠিক্ সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলাম ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন। তাহারই নাম ভাব সমাধি।

মাষ্টার বলিলেন, "আপনি বোধ হয় এখন সন্ধ্যা করবেন, তাহলে এখন আমরা আসি"?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না–সন্ধ্যা—এমন কিছু নয়—

আর কিছু কথাবার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ঠাকুর বলিলেন 'আবার এসো'।

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন এ সৌম্য মূর্ত্তি কে—যাঁহার কাছে আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? আচ্ছা, আবার কেন আসতে ইচ্ছা করছে? ইনিও বলিয়াছেন আবার এসো। কাল কি পরশ্ব সকালে আবার যাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাইতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে, তাই তাঁর গায়ে mole skin র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা সালু দিয়া মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি এসেছ? আচ্ছা এখানে বসো।'

একথা দক্ষিণপূর্ব্ব বারণ্ডায় হইতেছিল। সেই বারাণ্ডায় তিনি কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে র‍্যাপার, পায়ে চটিজুতা, সহাস্য-বদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) "হ্যাঁ গা, তোমার বাড়ী কোথা?

মাষ্টার—"আজ্ঞে, কলিকাতায়। এখানে বরাহনগরে বড়দিদির বাড়ী আসিয়াছি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গা, কেশব কেমন আছে? শুনেছিলুম, বড় অসুখ হয়ে[illegible]

মাষ্টার—আজ্ঞে, আমিও শুনেছিলুম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম; বলতুম, মা! কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব, কার সঙ্গে মা! তোমার কথা কব? তাই ডাব চিনি মেনেছিলুম।

(মাষ্টারের প্রতি) হাঁ গা, কুক্‌সাহেব না কে এক জন এসেছে? সে না কি লেক্‌চার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছ্‌ল, সেই জাহাজে কুক্‌সাহেব ছিল!

মাষ্টার—আজ্ঞে এ রকম শুনেছিলাম বটে। কিন্তু আমি তাঁর লেক্‌চার শুনি নাই, আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

গৃহস্থ ও পিতার কর্ত্তব্য।

"প্র—র ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে, সব

শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলে পিলে। আমি বক্‌লুম। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ দেখি, ছেলেপিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ও পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে। লজ্জা করে না যে, মাগ ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, তাদের শ্বশুরবাড়ী ফেলে রেখেছে। অনেক বক্‌লুম, আর কর্ম্মকাজ খুঁজে নিতে বললুম, তবে এখান থেকে যেতে চায়।

(মাষ্টারের প্রতি) তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া, রামলালের প্রতি)—তবে রামলাল যাঃ! বিয়ে করে ফেলেছে।*

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্‌ হইয়া অবনতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ? মাষ্টারের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন:—

দেখ তোমার লক্ষণ ভাল আছে। আমি কপাল চোক্‌ এ সব দেখ্‌লে বুঝতে পারি। তোমার চক্ষু বেশ ছিল, যেন যোগ করে উঠে এসেছে। আচ্ছা, তোমার স্ত্রী কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?

* ঠাকুর রামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চনে বিরক্ত ছিলেন।

মাষ্টার—আজ্ঞে, ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে অজ্ঞান? আর তুমি জ্ঞানী? তোমার জ্ঞান হয়েছে?

মাষ্টারের তখন বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ।

মাষ্টার জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, তখনও জানেন না। তখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে লেখা পড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর যখন বলিলেন—'তুমি কি জ্ঞানী', তখন মাষ্টারের আবার অহঙ্কারে বিশেষ আঘাত পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস না 'নিরাকারে' বিশ্বাস?

মাষ্টার আবার অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি আবার নিরাকারে বিশ্বাস হয়? না ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটোই কি সত্য হতে পারে? সাদা জিনিষ যেমন দুধ, সে কি আবার কালো হতে পারে?

মাষ্টার (অনেক চিন্তার পর)—"আজ্ঞে, নিরাকার এইটীই আমার ভাল লাগে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ্‌। একটা বিশ্বাস থাক্‌লেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাত ভালই। তবে এ বুদ্ধি করো না, এই সত্য আর সব মিথ্যা। নিরাকারও

সত্য, সাকারও সত্য। তোমার যেটী বিশ্বাস সেইটাই ধরে থাক্‌বে।

মাষ্টার দুই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। একথা ত তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার ভিতর নাই। মাষ্টারের অহঙ্কার তৃতীয় বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ চূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাষ্টার—আচ্ছা মহাশয়, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হইল। কিন্তু মাটীর প্রতিমা তিনি ত নন;

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাটী কেন গো, চিন্ময়ী প্রতিমা।*

মাষ্টার চিন্ময়ী প্রতিমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কেবল বলিলেন আচ্ছা, যারা মাটীর প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, মাটীর প্রতিমা ঈশ্বর নয়। আর তাদের উচিত যে প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করে; মাটীকে পূজা করা উচিত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তোমাদের কল্‌কাতার লোকের ওই এক! কেবল লেক্‌চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া; আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক্ নেই! তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বোঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, মানুষ জীব জন্তু করেছেন, জল হাওয়া করেছেন, জীব জন্তুদের খাবার উপায় করেছেন, পালন কর্‌বার জন্য মা ব[illegible] করেছেন, মা বাপের স্নেহ করেছেন, [illegible]ই বোঝাবেন। তিনি এত সব উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? যদি বোঝাবার দরকার হয়, তিনিই বোঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটীর প্রতিমা পূজো করতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজোতেই সন্তুষ্ট হবেন। [illegible]মার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।

এইবার মাষ্টারের অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বল্‌ছেন, তা ত ঠিক্। আমার বোঝাতে যাবার কি দরকার? আমি ঈশ্বরকে কি জেনেছি, না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে? 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' কিছু জানি না শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড় লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ সন্দেহ নাই। এ কি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য, যে পরকে বুঝাইব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বল্‌ছেন, আমার মনে বেশ লাগ্‌ছে। মাষ্টারের ঠাকুরের সহিত এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

* মৃন্ময়ী—মাটীতে গঠিত, তাহা ঈশ্বরের প্রকৃত মূর্ত্তি হইতে পারে না, তাহা নশ্বর ও মলিন। চিন্ময়ী—চৈতন্যময়ী, তাহাই ঈশ্বরের মূর্ত্তি—এই হিসাবে ঈশ্বর সাকার। তিনি নিরাকার অর্থে শূন্য যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাও স্থূল সাকারবাদী-দিগের ন্যায় স্থূলদর্শী ও ভ্রান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মাটীর প্রতিমা পূজা বল্‌ছিলে। যদি মাটীরই হয় সে পূজাও প্রয়োজন। নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ, তিনিই এই সব আয়োজন করেছেন। অধিকারী ভেদে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবারি বন্দোবস্ত করেন। এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন, যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। আবার কাহার জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা এই সব করেছেন। যেটী যার ভাল লাগে, যেটী যার পেটে সয়, বুঝ্‌লে?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

মাষ্টারের প্রতি আদেশ।

মাষ্টার। মহাশয়, ঈশ্বরে কি করে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্ব্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ করতে হয়—যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, বা সাধু, তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। কিন্তু সংসারের ভিতর ও বিষয় কর্ম্মের ভিতর রাত্‌ দিন থাক্‌লে ঈশ্বরে ত মন হয় না। তাই মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন মাঝে মাঝে না হলে ঈশ্বরেতে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারা গাছ থাকে, তখন তার চারি দিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

"ধ্যান করবে মনে, বনে ও কোণে।"

"আর সর্ব্বদা বিচার করবে—সদসৎ বিচার। ঈশ্বরই সৎ কি না নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ কি না অনিত্য। এই বিচার সর্ব্বদা করতে করতে অনিত্যকে মন থেকে ত্যাগ করবে। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, তাই মন থেকে ত্যাগ করবে। এক সঙ্গে থাকতে দোষ নাই, কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলে ও সকলে আসক্ত হয়ো না।"

মাষ্টার। সংসারে কি রকম করে থাকৃতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌বে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকিবে ও সকলের সেবা করবে যেন তারা কত আপনার লোক, কিন্তু মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের যেন আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে আমার রাম, আমার হরি। কিন্তু মনে মনে বেশ জানে এরা আমার কেউ নয়।

কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান? আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। তেমনি সংসারের সব কর্ম্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরেতে মনোযোগ রাখবে।

ঈশ্বরের ভক্তি আগে লাভ না করে যদি

সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ—এ সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত সংসারের কার্য্য করবে, যতই বিষয়-চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়, তা না হলে হাতে আটা জড়িয়া যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাথন তুলিতে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়া নাড়ি করলে দই বসেনা। তার পর নির্জ্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মথন করতে হয়, তবে মাথন তোলা যায়।

আবার দেখ, এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে কেবল ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়, কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা করে। সংসার যেন জল আর মনটি যেন দুধ। দুধ যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায় আর খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু দুধকে দই পেতে মাথন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তা হলে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাথন লাভ করবে। তার পর সেই মাথন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশ্‌বে না, ভেসে থাক্‌বে।

সঙ্গে সঙ্গে বিচার করাও খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য-বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, জল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান্ লাভ হয় না। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে—বস্তু বিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ বস্তু বিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে আর সুন্দর দেহেতেই বা কি আছে? বিচার কর। সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্ব্বি, নাড়ি ভুঁড়ি, মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে, কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

মাষ্টার। ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস, তাঁর নাম গুণ গান, বস্তুবিচার এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাষ্টার। কি অবস্থাতে তাঁর দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে?

গানে আছে—"ডাক দেখি মন ডাকের মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।"

ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হ'ল,

তারপরেই সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন। তিন টান হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, এবং সতীর পতির উপর টান, এই তিন টান যদি কাহারও এক সঙ্গে হয়, তাহলে সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পরে। কথাটা এই—ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, আর বিষয়ী লোক যেমন বিষয়কে ভালবাসে। এই তিন জনের ভালবাসা একত্র করলে যত খানি ভালবাসা হয়, তত খানি ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছা কেবল মিউ,মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সে সেই খানেই থাকে,—কখন হেঁশালে, কখন মাটির উপর, কখন বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে, সে কেবল মিউ, মিউ করে মাকে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক ঐ মিউ, মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু মাড়োয়ারির জীবে দয়া।

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন ; মথুরা মণ্ডলে বাস, ভাগবত শ্রবণ" ভক্তি শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, চৌষট্টি প্রকার ভক্তি অঙ্গের মধ্যে এই পাঁচটী প্রধান অঙ্গ। এই পাঁচটীর মধ্যে আবার "জীবে দয়া" দ্বিতীয় সোপান। এই দ্বিতীয় সোপান কার্য্যে পরিণত করণ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের মধ্যে মাড়োয়ারিগণ যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বোধ হয়, অন্য কোন দেশের কোন জাতিই তদ্রূপ হইতে পারেন নাই। যোধপুরের পিজারাপোল ইহার জীবন্ত নিদর্শন। ইহাতে রুগ্ন, দুর্ব্বল, অঙ্গহীন, প্রাচীন, প্রভৃক্লিষ্ট পশুগণের প্রতি কিরূপ দয়া প্রকাশ করা হয় এবং মাড়োয়ারি কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে উক্ত প্রকার পশুগণের কিরূপ উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এজন্য আমরা তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

একটা গল্প আমাদের এদেশে প্রসিদ্ধ আছে। বোধ হয়, তাহা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন ; কিন্তু তাহার সত্যতা বিষয়ে আমরা দায়ী নই, বিশ্বাস করা না করা সম্বন্ধে—পাঠক পাঠিকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল। কোন সময়ে কাশীধামে কয়েকজন মুসলমান একটী ষণ্ড (ষাঁড়) দুই শৃঙ্গে ও চারি পায়ে দড়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল। ষণ্ডটী বৃহৎ, হৃষ্ট-

পুষ্ট ও অতিশয় বলবান্। গোজাতির উন্নতি কামনায় হিন্দুগণ পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ-কালে "বৃষোৎসর্গ" নামক অনুষ্ঠান বিশেষ দ্বারা যে বৃষ সৃষ্টি ও রক্ষার বিধান করেন, উক্ত ষণ্ডটী সেই জাতীয়। হিন্দুদিগের চক্ষে গোবংশ-রক্ষক ষণ্ড, হলশকটবাহী মুষ্ক (দামড়া) এবং দুগ্ধবতী গাভী এ তিনই সমান ভক্তি ও যত্নের সামগ্রী। "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে"। যবনকর্ত্তৃক বদ্ধ উক্ত ষণ্ড কোন বলবান্ ও পরাক্রান্ত মাড়োয়ারি হিন্দুর চক্ষে পড়িল। মাড়োয়ারি, ষণ্ডের তাদৃশ অবস্থা দর্শনমাত্রেই প্রকৃত বিবরণ বুঝিলেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই সকল, তোমরা এই ষণ্ডটী কি জন্য কোথা লইয়া যাইতেছ?" .মাড়োয়ারি ছিলেন, একা; যবনেরা ছিল শিঙ্গের দড়া ধরিয়া একজন ও চারি পায়ের দড়া ধরিয়া দুইজন, একুনে তিন জন। যবনেরা অকুতোভয়ে উত্তর করিল, "বহু কুটম্বের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক ইহার কোমল মাংস ভক্ষণ করিব বলিয়া বড় মস্‌জিদে লইয়া যাইতেছি।" হিন্দুর পক্ষে,—বিশেষ ধর্ম্ম-প্রাণ মাড়োয়ারি হিন্দুর পক্ষে যবনদিগের ঐ ধর্ম্মবিগর্হিত গর্ব্বোক্তি অসহ্য। ধর্ম্মবীর মাড়োয়াড়ির চক্ষুদ্বয় রক্তজবার রাগ ধারণ করিল! তিন জন বলবান্ যবনের সহিত যুদ্ধে জয়ী, কি পরাজিত হইবেন, ইহা ক্ষণ-মাত্র চিন্তা না করিয়া সিংহবিক্রমে তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা গিয়াছে,—"যবনহস্তে নিজের প্রাণ যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কোন প্রকারে ষাঁড়টাকে বাঁচাইতে হইবে, যুদ্ধোপক্রমে এই ভাবই তাঁহার মনে বলবৎ ছিল। উভয় পক্ষে ভয়ানক "দাঙ্গা" হইল। তিন জন যবনের মধ্যে একজন হত হইল। উভয় পক্ষই পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারালয়ে নীত হইল। দায়রা কোর্ট কর্ত্তৃক মাড়োয়ারি জিজ্ঞাসিত হইলেন,—"তুমি বলবান্ হইলেও একাকী, তিনজন বলবানের সহিত 'দাঙ্গা' করিতে কিরূপে তোমার সাহস হইয়াছিল?" এই প্রশ্নের উত্তরেই মাড়োয়ারি উপরি লিখিত মনের ভাব প্রকাশ করেন। যাহাই হউক, ধর্ম্মবীর মাড়োয়ারিকে, ষণ্ডের প্রাণ রক্ষা করিয়া আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। তিনি দায়রা কোর্ট হইতে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

মাড়োয়ারিকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলান হইল;—কিন্তু বহু ক্ষণেও প্রাণ বিয়োগ হইল না!! সহর কাশীধামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা বিস্ময়ের কোলাহল, ঝটিকাবৎ প্রবাহিত হইল। দায়রা জজ এই সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইল, এবং বধ্যভূমিতে আগমনপূর্ব্বক উদ্বন্ধনে লম্বিত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপ-রাধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এত-ক্ষণ ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতেছ, তথাপি শ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞাপালন করিতেছ না কেন? অর্থাৎ মরিতেছ না কেন?" আসামী কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, আমি জানি, দুঃখেই জীবের প্রাণ যায়, আমি ফাঁসিতে

ঝুলিতেছি বটে, কিন্তু আমার ত কোন দুঃখই নাই। দুঃখের মধ্যে ক্ষুধা পিপাসা। যে অপরাধে আমার এই দশা হইয়াছে, সেই অপরাধ স্মরণ করিবামাত্র ক্ষুধা পিপাসাও দূর হইয়া যাইতেছে।” এই কথা শ্রবণে জজ বাহাদুর আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। “যে ফাঁসিতে ঝুলিলে অবিলম্বে প্রাণ যায়, সে ফাঁসিতে বহুক্ষণ ঝুলিয়াও তোমার বিন্দুমাত্র দুঃখ হইতেছে না, ইহার কারণ কি?” জজ সাহেবের এই কথা শুনিয়া মাড়োয়ারি কহিলেন,—“আমার বোধ হইতেছে, আমি যে ষাঁড়কে রক্ষা করিয়াছি, সে যেন দুই শিং আমার দুই পায়ের নীচে দিয়া আমাকে তুলিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং ফাঁসিতে আমার কোন কষ্টই হইতেছে না।” জজ সাহেব কহিলেন,—“বুঝিলাম, তোমার ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিল, বেকসুর খালাস!!” দর্শকবৃন্দ, “ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং” এই মহাবাক্যের জয়ধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃঃঅব্দে একটী পোষা ও “পড়া” কাকাতুয়া পক্ষী কলিকাতার লাল গির্জ্জার মেঘস্পর্শী চূড়ায় উপবেশন করে। তাহার পায়ে একটু শিকল ছিল। চূড়াস্থিত “ওয়েদার্ ককে” (Weather cock) ঐ শিকল বাঁধিয়া যায়। কাকাতুয়া কিয়ৎ কাল বিশ্রামের পর যখন উড়িবার চেষ্টা করিল, —উড়িতে পারিল না, পায়ের শিকল বদ্ধ হওয়ায় “ঝট্ পট্” করিতে এবং কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ স্থান কেমন জনতা-পূর্ণ, শেষ রাত্রিতে চারিটা হইতে পর রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ঐ গির্জ্জার চতুঃপার্শ্বস্থ সুপ্রশস্ত রাজপথে কত লক্ষ লক্ষ লোকের গতাগতি হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই বিদিত,—বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। সেই সকল লোকের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাকাতুয়া পক্ষীটার উপরি-উক্ত দুর্দ্দশা, সম্ভবতঃ সকলেই দর্শন করিয়াছিলেন। হয়ত, “পক্ষীটা এইরূপে তিন চারি দিন বদ্ধ থাকিলে, নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।” কেহ কেহ এরূপও চিন্তা করিয়াছিলেন; —কিন্তু কাকাতুয়ার অনাহার-মৃত্যু কল্পনা করিয়া কাহারইত প্রাণ কাঁদে নাই। সেই লক্ষ লক্ষ “মনুষ্যের” মধ্যে প্রাণ কাঁদিয়াছিল, কেবল একটী লোকের। তিনিও মাড়োয়ারি!

তিনি এই ঘটনা দর্শন করিবামাত্র বোধ হইল যেন তিন লম্ফে মিউনিসিপাল আফিসে গমন করিলেন। লাল গির্জ্জার পার্শ্বে ভারা বাঁধিবার অনুমতি পাইবার জন্য আবেদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদত্ত হইল। আবেদন করিবামাত্র অনুমতি প্রাপ্তি—এ যে কেবল ডেমীর খরচে হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। কারণ আফিস্ আদালতের সহিত “জীবে দয়ার” বড় একটা সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পাঠক পাঠিকা, এই স্থলে কিছু স্থূল বায় ধরিয়া রাখুন। ঐ অনুমতি পাইবামাত্র এক দিক্ হইতে গাড়ি গাড়ি বাঁশ আসিয়া

পড়িতে লাগিল ;—অন্য দিক্ হইতে, ভারা বাঁধিবার ও একটি ক্ষুদ্র পক্ষীর ক্ষুদ্র প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সাবল, খন্তা, দাত্র প্রভৃতি শস্ত্র ও দড়াদড়ি হস্তে অসংখ্য মজুর আসিয়া জুটিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই ভারা প্রস্তুত হইল এবং তদবলম্বনে দুই এক জন গির্জ্জার শিখরে উঠিয়া কাকাতুয়াকে মুক্ত করিল। কিঞ্চিৎ খাদ্য জল প্রদান পূর্ব্বক তাহার চরণশৃঙ্খলে একেবারে কাটিয়া দিয়া তাহাকে স্বেচ্ছা-বিহার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তখন ভূতপূর্ব্ব সেই জ্ঞানবুদ্ধিহীন নিকৃষ্ট জীব পালকের গৃহে যে বাক্‌শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল, নির্দ্দয় মনুষ্যদিগকে ধিক্কার প্রদান ও জীবে দয়াশীল মাড়োয়ারি জাতির জয় ঘোষণার্থ সেই বহু কষ্টে ও বহু দিনে উপার্জ্জিত বাক্‌শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। যিনি স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিয়া আমরা এই ঘটনা বিবৃত করিলাম। তিনি বলেন, ঐ কার্য্যে উক্ত মাড়োয়ারির প্রায় দেড়শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুত্র।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কোন গণ্ড গ্রামে পণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী নিরীহ ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহার বাল্য বিবরণ বড়ই কৌতুকাবহ। বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তিনি প্রথম শিক্ষার্থ কোন গুরু মহাশয়ের শুভঙ্করী পাঠশালায় নিযুক্ত হন। পূর্ব্বতন শুভঙ্করী পাঠশালায় "নিটন্" শিক্ষা হইত। ঐ শিক্ষার কঠকারিতা সম্বন্ধে প্রাতঃস্মরণীয় ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিতেন,—"পূর্ব্বতন শুভঙ্করী পাঠশালার একটী ছাত্র এবং অধুনাতন ইংরাজী বিদ্যালয়ের একটী ছাত্র—উভয়কে যদি কোন বারিধিবারি-পরিবেষ্টিত জনশূন্য দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহা হইলে পাঠশালার ছাত্রটী সেখানে চাষবাস করিয়া জীবন ধারণ করিবে,—ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রটী অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে।" উপরি উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মার এই সুবর্ণময়ী উক্তি যে কতদূর সসার, তাহা উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহার নিদর্শন সকলেই প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তথাপি এই গল্প মধ্যে আমাদের পাঠক পাঠিকা, ঐ উক্তির জলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাইবেন।

পণ্ডিত দুর্গাচরণ স্বীয় প্রতিভা প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই শুভঙ্করী পাঠশালার সার শিক্ষা উচ্চগণিত, যাহার হিসাব প্রণালীর (Process) নিকট ইংরাজী পাটীগণিত ও বীজগণিতও সময়ে সময়ে পরাজিত হইয়া থাকে, তাহা উত্তমরূপে শিখিলেন। বাজারহিসাব (Practice)

এবং জমিন্দারী ও মহাজনী হিসাবেও বুৎপন্ন হইলেন। তদ্ভিন্ন, যে শিক্ষার জন্য ঐ পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ বিশেষ যত্ন করিতেন, পণ্ডিত দুর্গাচরণের সেই হস্তাক্ষরও মুক্তার ন্যায় হইল। ঘটনাক্রমে দুর্গাচরণকে স্ব-সাময়িক ছয়টী পাঠশালায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। যখন যে পাঠশালায় যাইতেন, সেই পাঠশালারই "সর্দ্দার পড়ো" হইয়া উঠিতেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়সে পণ্ডিতের শুভঙ্করী পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইল।

পণ্ডিত দুর্গাচরণ দরিদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। এজন্য তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ যৎসামান্য ছিল। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যজমানের গৃহে নিয়তই অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, স্বস্ত্যয়ন, গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে চাউল, "বস্ত্র," গামোছা, তরকারী, মিষ্টান্ন, দক্ষিণাস্বরূপে অল্প পরিমাণে নগদ পয়সা বা সিকি, আধুলি পাওয়া যাইত। পূর্ণমাত্রার উপার্জ্জন কদাচ ঘটিত। সময় সময় ক্রিয়া বিশেষে স্বল্প পরিমাণে তৈল, লবণ, ঘৃত, দাউল, পানের ও রন্ধনের মসলাও পাওয়া যাইত। নিয়মিত আয়ের মধ্যে গ্রাম্য জমীন্দারের বাড়ীতে মাসিক চারিটী টাকা। ফলতঃ পণ্ডিতের পিতা এইরূপ সামান্য ও অনির্দ্দিষ্ট আয়ের দ্বারাই একটি বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ইহার উপর অতিথি ও কুটুম্ব প্রতি দিন গড়ে দুই জন উপস্থিত হইয়া এই হিন্দু গৃহস্থ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইতেন। সুবিধার মধ্যে এই, তখন দ্রব্যাদি অনেকটা সুলভ ছিল। একমণ উৎকৃষ্ট তণ্ডুল ১।০, এক সের খাঁটী সর্ষপ তৈল ৶০, /২॥০ বা /৩ সের গাভী ঘৃত ১৲, অর্দ্ধ মণ গোদুগ্ধ ১৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইত,—অথচ অপ্রয়োজনীয় লোভনীয় ও অর্থশোষক বিলাস দ্রব্যের তাদৃশ বাহুল্য প্রচার হয় নাই।

উপরিস্থ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত চিহ্নের মধ্যে যে বস্ত্র শব্দ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে মনে হইতে পারে, উহা বাস্তবিক দেশী বা বিলাতী "পরিমাণ" কাপড়। সাড়ে চারি, বা পাঁচগজ দীর্ঘ ও বিয়াল্লিশ, বা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি প্রস্থ বস্ত্রই পরিমাণ কাপড় বলিয়া কথিত হয়। যজমান, যাজক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিবার জন্য যে বস্ত্র সংগ্রহ করেন, তাহাতে দেশীবস্ত্রের সংশয় হইতেই পারে না, কারণ উহার মূল্য একটু বেশী। উহা বিলাতী পরিমাণ কাপড়ও নহে; উহার অর্থ "যোড়"। তৎকালে এ দেশে "যোড়" নামে এক প্রকার বস্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডে দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। উহার দৈর্ঘ্যের উর্দ্ধতন পরিমাণ পাঁচ হাত এবং প্রস্থ পরিমাণ হাতের "তিন পোয়া" অর্থাৎ সাড়ে তের ইঞ্চি। পণ্ডিত দুর্গাচরণের ভাগ্যে তাঁহার পিতা অধিকাংশ স্থলে ঐরূপ "যোড়ই" পাইতেন। আট্ নয় হাত পরিমাণের দুই এক থান বস্ত্র প্রাপ্তি কদাচ ঘটিত। "যোড়ের" বুনানি মৎস্য ধারণের জালবৎ। পণ্ডিত উহাকে "ধড়িক্" বলিতেন এবং

তাহাই পরিয়া পাঠশালে যাইতেন। কোন কোন সন্ন্যাসী কুশ বা তাম্র নির্ম্মিত কৌপীন যেরূপে,—(সম্মুখে একটু আচ্ছাদন,—পশ্চাৎ ভাগ প্রায় উলঙ্গই থাকে) ধারণ করেন, পণ্ডিত দুর্গা-চরণকে, তাঁহার "ধড়িক্" প্রায় সেই রূপেই পরিধান করিতে হইত। কেন না তাহার প্রস্থ কিঞ্চিদধিক এক ফুট্ মাত্র। দৈর্ঘ্য মোটের উপর চারি পাঁচ হাত হইলেও উহা এক যোড়া,—এক খানা নহে; এই জন্য উহার নাম "যোড়"। এখনকার পাঠশালা বা স্কুলের বালক ছাত্রেরা সেরূপ একটা যোড়ে চরণ মার্জ্জনা করিতেও লজ্জা বোধ করে। আমাদের পণ্ডিত, বালককালে ঐ যোড় পরিয়া অর্দ্ধ উলঙ্গা-বস্থায় মহানন্দে ও অসঙ্কোচে পাঠশালে যাইতেন। আবার ঐ পরিহিত যোড়ের মধ্যে গুরুমহাশয়ের জন্য চুরিকরা দুই এক ছিলিম তামাক এবং পার্ব্বণীর একটী পয়সাও লুকান থাকিত। কথনো আবার অভিভাবকেরা জানিতে পারিয়া তামাক ও পয়সা কাড়িয়া লইতেন। গুরুমহাশয়-দিগেরও একটু বেশ অত্যাচার ছিল। তাঁহাদের "হুকুম্" এইরূপ ছিল, প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিদিন দুই এক ছিলিম তামাক আনিতে হইবে,—না আনিলে কয়েক ঘা বেত্ "বরাদ্দ" ছিল। লোকে বলে,—"বার মাসে তের পার্ব্বণ";—কিন্তু গুরুমহাশয়-গণ "পার্ব্বণী," বারমাসে, আঠার বার আদায়ের চেষ্টা করিতেন। তাহার অনাদায়েও বিশেষ দণ্ড বিহিত ছিল। যে দিন দুর্গাচরণের ধড়িক হইতে অভি-ভাবক,তামাক ও পার্ব্বণীর পয়সা কাড়িয়া লইতেন, সে দিন পাঠশালার বেত্রাশঙ্কায় তিনি বড়ই বিপন্ন হইতেন। কথনো কথনো তাঁহার দয়াবতী পুত্রবৎসলা জননী, কর্ত্তা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন।

জনসমাজে যত প্রকার পর্ব্বাহ প্রচলিত আছে,—জীবিকার্জ্জন জন্য যত প্রকার কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বা বাণিজ্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে দুর্গাচরণ এক দিনও কামাই না করিয়া প্রতিদিন পাঠশালে যাইতেন,—অথচ বাড়ীতে অবকাশকালে সেই সকলের অনুকরণ করিয়া মহানন্দ অনুভব করিতেন। বাড়ীর পার্শ্বেই এক ঘর "ঠাকুর গড়া" কুমার বাস করিত। তিনি অবকাশ-কালে ঐ কুমার-বাড়ী গিয়া ঠাকুর গড়া ও ঠাকুর চিত্র করা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার দ্বারা কুমারদিগের কিছু কিছু সাহায্য হইত বলিয়া তাহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে থাবার দিত। দুর্গাচরণের অন্যবিধ খেলা ধূলা ছিল না। পর্ব্বাহকালে যখন পাঠশালা বন্ধ থাকিত, দুর্গাচরণ কথনো ক্ষুদ্রকায় দুর্গা প্রতিমা গড়াইয়া, অপরাপর ২।৪টী বালক বালিকার সহিত তাহা পূজা করিয়া আনন্দ করিতেন। এইরূপে শ্যামা, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, ব্রহ্মাদি দেব দেবীর গঠন ও পূজা করিতেন। তিনি কুমার-বাড়ী হইতে প্রতিমাদির গঠন

রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ জন্ত তাঁহার গঠিত দেবদেবী, বিবিধ পুত্তলিকা ও পশুপক্ষীর মূর্ত্তি দেখিয়া বাড়ীর ও পল্লীর স্ত্রী পুরুষেরা অতিশয় আনন্দিত হইতেন এবং বালক দুর্গাচরণের প্রচুর প্রশংসা করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই দুর্গাচরণের অনুকরণ-শক্তি বলবতী ছিল। তাঁহার বাস-গ্রামে কয় ঘর নরনাথ জাতীয় বৃদ্ধিমান্ জমীদার বাস করিতেন। তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, ও হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কাণ্ড-শীল ছিলেন। সুতরাং প্রায় বারমাসেই তাঁহাদিগের গৃহে কোন না কোন প্রকার পর্ব্বাহের অনুষ্ঠান হইত। বিশেষতঃ রথ, রাস ও বাসন্তী পূজায় সমৃদ্ধির সীমা থাকিত না। রথের যাত্রা মহোৎসব, রাসের কৃত্রিম বৃন্দাবন এবং বাসন্তী পূজায় বাতির আলোক সমন্বিত "ঝাঁধামজলিং" বঙ্গে অসাধারণ ও অতুল্য ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের নায়ক বালক, ঐ সকল অনুষ্ঠানের কোনটীরই অনুকরণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। সেই সকল অনুকরণ এত সুন্দর ও যথাযথ হইত যে, তদ্দর্শনে কেহই বালকের কল্পনা, সুরুচি, শিল্পচাতুর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। কৃত্রিম বৃন্দাবনের কিঞ্চিৎ বি রণ পরে দেওয়া যাইতেছে। (ক্রমশঃ)।

সন্তানদিগের প্রার্থনা।

স্বর্গীয়া জননী দেবীর সমাধিস্থলে।

প্রেমময়ী বিশ্ব-জননি! আজি এ পবিত্র দিনে মায়ের সমাধিস্থলে বসিয়া তোমার মধুময় নাম করিব এবং সেই পুণ্যবতী জননীর পবিত্র স্মৃতি বিশেষ ভাবে স্মরণ করিব এই প্রাণের একান্ত বাসনা। কত দিন হ'ল জননী আমার এখান হইতে চলিয়া গিয়া তোমার শান্তিময় প্রেমের ক্রোড়ে বিরাম লভিতেছেন। মা জননি! তুমি তাঁকে কোথায় রেখেছ? এখান হ'তে সে স্থান কত দূরে? সে অমৃতধাম, সে পুণ্যনিকেতন কোথায়? মা গো! যেখানে তোমার ভক্ত প্রেমিক সন্তানগণ আনন্দে বিহার করিতেছেন, যে আনন্দময় দেশে কত ভক্ত-রসনা তোমার মহিমা কীর্ত্তনে রত, যে পুণ্যস্থলে কত মহর্ষি ও দেবর্ষি মহা যোগাসনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্ম-যোগে নিমগ্ন! অমৃত জ্যোতি পুণ্য জ্যোতিতে যে লোক সর্ব্বদা উদ্ভাসিত, সংসারের পাপ, তাপ, জরা, মৃত্যু, মোহ মায়া যে স্থানকে স্পর্শ করিতে পারে না; যেখানে চির আনন্দ, চির শান্তি, চির প্রেম, চিরপুণ্য বিরাজমান, সেই অমৃত-নিকেতনে তোমার অমৃত-ক্রোড় বিস্তার ক'রে তাহারই মধ্যে তুমি তাঁহাকে রাখিয়াছ। আহা! মা গো! তোমার

করুণায় আজ তিনি কত সুখী! নিত্য বিমল সুখ শান্তিতে তাঁর প্রাণ তুমি পূর্ণ করে দিতেছ! স্নেহময়ী মা আমার তোমার সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী আনন্দময়ী মূর্ত্তি,—তোমার সর্ব্বমঙ্গলা প্রেমময়ী মূর্ত্তি,—তোমার অমৃতময়ী বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া, আনন্দে—পরমানন্দে মগ্ন ও চিরকৃতার্থ হইতেছেন।

স্নেহময়ি মা! আমাদের; দেখ মা! আজ তোমার দীন দুঃখী রুগ্ন ভগ্ন সন্তানেরা তোমায় ডাকিতেছে। আমাদের গৃহ শূন্য ক'রে গৃহলক্ষ্মি! কোথায় গিয়াছ? আমাদের হৃদয় আঁধার ক'রে হৃদয়ানন্দদায়িনী কোথায় গিয়াছ? মাগো! তোমা বিহনে আমাদের গৃহ আঁধার ও শূন্যময়। তুমি যে মা, এ গৃহ আলো ক'রে ছিলে—এ গৃহ পূর্ণ ক'রে ছিলে? আহা মা! তুমি থাকিতে, এ সংসার-উদ্যানে কত স্বর্গের ফুল ফুটিয়া থাকিত। দয়া, মমতা, প্রেম, পবিত্রতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দীনতা, সরলতা প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমের সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধে আমাদের গৃহ আলোকিত ও সৌরভিত থাকিত! আজ তাহা কোথায়? তুমি যে দিন গে'লে, সেই দিন হ'তে বুঝি সকলি ফুরাইয়াছে! মাগো! তুমি তোমার সংসারে প্রেমের প্রতিমা ও শান্তির নির্ঝরিণী ছিলে। দেখ মা! তোমা বিহনে তোমার এত আদরের হৃদয়-প্রসূনগুলি শুকায়ে গে'ছে। স্নেহময়ি! তোমার মুখ চে'য়ে তোমার অতুল স্নেহ লাভ ক'রে ত আমরা বাঁচিয়াছিলাম, তবে কেন মা, ইহাদিগকে ফেলে চ'লে গেলে? আহা! মাগো! এত অল্প বয়সে আমরা তোমাকে হারা'ব, তাহাত জানিতাম না। তোমার মত মা যাহারা হারাইয়াছে, তাহাদের মত দুঃখী আর কে আছে? মা জননি! তোমার সেই দেবীমূর্ত্তি ও তোমার সেই নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতির পানে তাকাইলে আমাদের প্রাণ কত সুখী হ'তো! আজি স্মরণ হইতেছে, "ভগবানে তন্ময় হওয়া কিরূপ?" এই জানিবার জন্য মাগো! তোমার নিকট কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভক্তিমতি দেবি! তুমি সে বিষয় কেমন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলে; আর কি এ জীবনে তোমার মুখবিনিঃসৃত সুমধুর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিব? আহা মা! তুমি যখন তোমার সেই হৃদয়-দেবতা প্রেমময় পরমেশ্বরের উপাসনায় চিত্তকে নিমগ্ন করিতে, তখন তোমার কি শোভাই হইত। আহা! সে শোভা যেন কখন না ভুলি। ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস, দীনতা, ব্যাকুলতা, তোমার ঠাকুরপূজার ফুল, যাহা অতি যত্নে সংগ্রহ করেছিলে, এবং সেই ফুল দিয়া মনের মত ক'রে ঠাকুর পূজা করিতে পারিয়াছিলে। তোমার সেই হৃদয় উদ্যানে সে ভক্তি ফুল ত' ফুটেছিল। আহা! মা তাতেই ত' তোমার এত গৌরব। আহা! আর কি সেই নিমীলিত নয়ন, যোড় হাত, প্রেম-অশ্রু-পূর্ণ মূর্ত্তিখানি এ জীবনে দেখিতে পাইব? আহা! আর কি মায়ের সেই ব্যাকুলতা-পূর্ণ সরল

প্রার্থনার মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইব? মাগো! তুমি যে স্বর্গের দেবি। তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী, আর তুমি যে মা সতী-কুলের গৌরব, তাই মা তোমাকে হারা'য়ে পিতৃদেব আমার কত সন্তপ্ত! যাঁর সেবার জন্য জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলে, যাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশী দেখিতে, যাঁকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে চাহিতে না, যাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে, বল মা! তাঁহার হৃদয় আঁধার করিয়া এত দিন কোথায় গিয়া রয়েছ? মাগো! তোমার সেবা যত্নে, তোমার মধুর ব্যবহারে পিতা আমার কত স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেন, আজ তাঁহাকে তেমন করিয়া কে সেবা শুশ্রূষা করিতে পারে, তেমন করিয়া তাঁর হৃদয়ের ভাব কে বুঝিতে পারে? মা জননি! তুমি তোমার সংসারে প্রেম-নির্ঝরিণীরূপে ছিলে; তোমাকে পাইয়া সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন, তোমার প্রেমের শীতল ছায়ায় বসিয়া সকলে শান্তি লাভ করিতেন, তোমার বাক্যে অমৃত বর্ষণ হইত, তোমার নিকটে আসিয়া ব্যথিত প্রাণ জুড়াইত, বিপন্ন সুপরামর্শ পাইত, তুমি সকলকে ভগবানের নামামৃত পান করাইবার জন্য কত আগ্রহ করিতে? বাস্তবিক, এ সংসার-প্রান্তরে তুমি বটচ্ছায়া-রূপে সকলের প্রাণ তৃপ্ত করিতে। পুণ্যবতি দেবি! এখন তুমি সেই অমৃত ধামে অমৃতময়ের চরণ-তলে ত চির আশ্রয় পেয়েছ? তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মঙ্গলময় দেবতা তোমায় লইয়া গিয়াছেন। বল মা! সে অনন্তধামের অনন্ত আকাশে কোন্ সূর্য্য সর্ব্বদা সমুদিত থাকেন, কোন্ ফুল সেখানে গন্ধ বিতরণ করে, কোন্ পাখী সেখানে বিভুগুণ গান করে এবং কোন্ মহাগিরি হ'তে অমৃত নদী সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়? বল মা! সে গানময় দেশে কোন্ বীণার সংযোগে মহাসঙ্গীত নিরন্তর ধ্বনিত হয়? মা! সে স্বর্গ-তপোবনের কোন্ তরুমূলে বসিয়া ব্রহ্মধ্যানে রত হও? সেই প্রেম-তটিনী-তটে ব্রহ্ম-কল্প-তরু-মূলে বসিয়া প্রাণের আবেগে পুলকিত হইয়া কি মহেশ্বরের পূজায় নিমগ্ন হও? মাগো! এখানে হয় ত তোমার সাধন ভজনের কত বিঘ্ন হতো, সংসারচিন্তায় হয় ত কত সময় কাটিয়া যাইত, এখন ত তুমি নিশ্চিন্তমনে পুণ্যময় দেবতার ধ্যান-যোগে নিমগ্ন রয়েছ? যে দেব-দেশে রাজ-ঋষি, দেব-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষিগণ হৃদয়তন্ত্রী সংযোগে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, যে শান্তি-নিকেতনে দেববালাগণ সুমধুর ধর্ম্মগীতি গাহিতেছেন, সেই অমৃতধামে অনন্তকাল অনন্তদেবের মহিমা কীর্ত্তনে রত থাকিয়া অমৃতত্ব লাভ কর।

আর আশীর্ব্বাদ কর, মা! যেন চিরদিন আমরা তোমার পাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতে সক্ষম হই এবং তোমার এ দীন দুর্ব্বল সন্তান কয়েকটী তোমার পবিত্র জীবনের সুন্দর ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া ব্রহ্মপ্রেমে রত থাকিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এ মরুভূমিতে আবার ফুল ফুটিবে, আমাদের এ দগ্ধ প্রাণেও আরাম আসিবে।

প্রেমময়ি মা জননি! এ মাতৃহারা সন্তানদিগের তুমি নিত্য কালের জননী। মাতৃহারা সন্তানদিগের স্নেহময়ী মা হ'য়ে ইহাদিগকে ত স্নেহকোলে টানিয়া লইয়াছ, তবে ভাল করিয়া টানিয়া লও, আমরা চিরদিন তোমার কোলের শিশু হইয়া তোমার প্রেমামৃত পানে যেন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি, এই সন্তানের একান্ত বাসনা।

শ্রীহেমন্তকুমার।

আটটি বছর সারা হ'ল যে মা গত,
ফেলিয়া সংসারমাঝে এ অভাগাগণে
গিয়াছ অনন্তধামে ছাড়িয়া মরত—
সংসারের পাপ তাপ ছাড়ি প্রিয়জনে।১

যখন ছিলে গো মাতঃ এ মর জগতে
করিতে যতন কত মোদের সকলে
স্বপনে না জানি হবে এ দুঃখ সহিতে,
জলিতে পুড়িতে—তব বিরহ অনলে।২

ভাবিতাম এইরূপে যাবে চিরদিন,
ভাবিতাম এ আনন্দ চিরদিন রবে,
আসিত কি কল্পনায় হ'বে মাতৃহীন
এত শীঘ্র সুখ-নিশা অবসান হবে!।৩

অতীতের সুখ কথা উঠিল হৃদয়ে,
সরল মাতার স্নেহ উঠিল জাগিয়া;
পারি না সহিতে আর এ পরাণ লয়ে
শুকাল জীবন-তরু, সে তাপ স্মরিয়া।৪

তাই আজ জননি গো! এ স্মরণ-দিনে
চারিটি সন্তান মাগো! অভাগা তোমার
এসেছি নমিতে মোরা তোমার চরণে,
অতীতের স্মৃতি প্রাণে লয়ে উপহার।৫

যথায় গিয়াছ তুমি ছাড়িয়া মরত,
বল মাগো! সে দেশের কেমন প্রকৃতি?
কোন্ কাজে সে দেশের লোকে সদা রত,
কোন্ দেবে পূজে সেথা করিয়ে ভকতি?

কোন্ বারি পানে সবে জুড়ায় পিপাসা,
কোন্ ফুলে পূজা করে সে দেশের দেবে,
অহর্নিশ ভাষে লোক বল কোন্ ভাষা,
পরম ঈশ্বরে সেথা কোন্ ভাবে সেবে?৭

সংসারের পাপ তাপ পশে কি তথায়,
অনিত্য সংসার-মায়া করে কি অজ্ঞান?
মোহপাশে বদ্ধ তথা হয় কি হৃদয়?
বিষয় বিষের জ্বালা দহে কি পরাণ? ৮

বল মাগো! পায়ে ধরি, বল দয়া করে,
কি কাজ করিলে এই অসার সংসারে,
কাহাকে ভাবিলে সদা মনের ভিতরে,
ও সুন্দর দেব-রাজ্যে প্রবেশিতে পারে?৯

আশীষ আশীষ মাতঃ যাচি অনিবার—
যত দিন থাকি মরু সংসার-প্রান্তরে,
আদর্শ করিয়া দেব-চরিত্র তোমার
সাধি জীবনের কার্য্য পুজিয়ে ঈশ্বরে।১০

চির দয়াময়ী মাতঃ। বিপদবারিণি!
অভাগা সন্তান আজ ডাকে গো তোমারে,
কর কৃপা কৃপাময়ি! জগত-জননি,
দাও শান্তি অভাগার হৃদয় মাঝারে।১১

অনিত্য সংসার ধাম ছাড়ি চির তরে,
গিয়াছেন মাগো! তব শান্তি-নিকেতনে,
কাল পূর্ণ হ'লে যথা যায় সর্ব্ব নরে,
যথায় বিরাজ তুমি লয়ে ভক্তগণে ১২

স্মরিতে তাঁহাকে মোরা এ বিশেষ দিনে
করিয়াছি আগমন স্মৃতি-তরু-তলে,
গাহিতে তোমার নাম মোরা একমনে,
দীন দুঃখী কটী ভাই ভগিনীতে মিলে।১৩

কর গো মা আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতি,
সরল তোমার স্নেহ লভি ভালবাসা,
স্মরিয়া সে প্রেমময়ী জননীর স্মৃতি,
মিটাইতে পারি যেন হৃদয়ের আশ। ।২৪

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের জন্য ভূমি গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে ক্রয় করিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে। গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে ৪০ হাজার টাকারও অধিক চাঁদা উঠিয়াছে আরও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। সম্প্রতি মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুর ২০০০, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ৫০০০ এবং রাজা আশুতোষ নাথ রায় ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২। ময়মনসিংহ শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী ১৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৩। পাতিয়ালার মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ৯ বৎসরের বালক এখন রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

৪। স্বর্গীয় ভট্ট-মোক্ষমূলারের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনার্থ বোম্বাইবাসীরা অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্য এক সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রার্থনা-সমাজের এক সভ্য আপনার নাম গোপন রাখিয়া ফণ্ডে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৫। বোয়ার যুদ্ধের ফলে "ব্রিটিস সাম্রাজ্য" সংগঠিত হইয়াছে, মহারাণী এখন "ব্রিটিষ সাম্রাজ্যেশ্বরী" উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

৬। ট্রান্সভালে ভারতেশ্বরীর দৌহিত্র (তৃতীয় কন্যার পুত্র) প্রিন্স বিক্টরের মৃত্যু সংবাদে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

৭। বোম্বাইয়ের গবর্ণর-পত্নী লেডী নর্থকোর্ট স্থানীয় লেডী ডফরিন ফণ্ডে ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। স্বয়ং ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৮। কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ বিবী বেজাণ্টের জীবন্ত কীর্ত্তি। তাঁহার যত্নে ইহার জন্য ২ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে এবং ইহার বয়স দুই বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।

৯। বেহারের ভুমিহার ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের শ্রেণীর মধ্য হইতে বাল্য-বিবাহ রহিত ও বিবাহ ব্যয় ন্যূন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১০। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ব্রাহ্মসমাজ কমিটী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণার্থ ৪০০০ টাকা দিয়াছেন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমীদার বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁহার পত্নী ও এতদর্থে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১১। তুরুস্কের সুলতান আদম সুমারি দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সমগ্র পৃথিবীর

মুসলমান সংখ্যা ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ, তন্মধ্যে তুরুস্কে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ, আসিয়াতে ৯ কোটি, চিনে ২ কোটি, আফ্রিকায় ৬॥ লক্ষ, এবং অবশিষ্ট অন্যান্য স্থানে।

বামারচনা।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ।

অনন্ত আঁধার ভেদি উষার আলোক
পশে যবে জগতের প্রত্যেক শিরায়,
মানবের মুখে হাসি, হৃদয়ে পুলক,
উচ্ছ্বসিত প্রেমসিন্ধু উথলে ধরায়। ১

কে তুমি মহিমাময়, সুধীর প্রবীণ,
শত কোটি মৃত প্রাণে জাগাইলে তৃষা,
তোমার উৎসাহে লভি উৎসাহ নবীন
লভিল হৃদয়ে সবে নব নব আশা। ২

আঁধারে ডুবিতেছিল সোণার ভারত,
পাপাচারে মগ্নপ্রায় আছিল যে সব,
তব আবাহনে দেব, লভি নব পথ,
জাগিল ভারত-ভূমি, জাগিল মানব। ৩

মহান্ ঈশ্বরে ভুলি, ত্যজি সত্য পথ
মানব ভ্রমিতেছিল অজ্ঞান আঁধারে,
তুমিই দেখালে দেব, নূতন জগৎ
সত্যের বিমল আলো ফুটালে অন্তরে। ৪

সমাজ-সংস্কার তরে করি প্রাণপণ,
খাটিয়াছ নিশি দিন, সহি শত ক্লেশ;
সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য সব দিয়া বিসর্জ্জন
করেছ মঙ্গল কত, নাহি তার শেষ। ৫

ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, বেদ অধ্যয়নে
তোমার অসীম ধৈর্য্য আদর্শ মহান,
সাহিত্য উন্নতি যত তোমারি যতনে,
তুমিই জাগালে সুপ্ত সহস্র পরাণ। ৬

প্রাচীন তিমির নাশি জ্ঞানের আলোকে
উজলিতে পরাধীন, জীর্ণ এ ভারত,
মহতী আশার বহ্নি জ্বালিলে সমুখে,
কে নিবারে হৃদয়ের দুর্নিবার স্রোত? ৭

সুদূর ইংলণ্ড-ভূমে করিয়া গমন
সাধিয়াছ স্বদেশের কত উপকার,
নিষ্ঠুর সে সতী-দাহ করি নিবারণ
তুমিই করেছ শত জীবন উদ্ধার। ৮

অভাগা অধম মোরা, কি বলিব আজ!
তব পুণ্য নাম নিতে ভয় হয় মনে,
দীন ভারতের তরে করেছ যে কাজ
শিহরিয়া উঠে হৃদি সে কথা স্মরণে। ৯

তোমা হেন রত্নে মোরা না চিনিনু হায়!
তাই বুঝি মনোদুঃখে ছাড়িয়া এদেশ
সুদূর ব্রিষ্টল-ভূমে লয়েছ আশ্রয়,
সে প্রিয় স্বাধীন দেশে হ'ল আয়ু শেষ। ১০

উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির মূলে
তোমারি উৎসাহ স্রোত বহিতেছে বেগে,
স্মরি তব মৃত্যুদিন এসেছি সকলে
পূজিতে তোমারে দেব নব অনুরাগে। ১১

শ্রীসুকুমারী দাস।

আঁধার।

হেরি কেন চারি দিক অন্ধকারময়?
নাহিক কিনারা কূল
এ কি গো হতেছে ভুল,
কোথা প্রভু জগদীশ বাঁচাও আমায়।

এই ত আলোকে-ভরা
ছিল এই বসুন্ধরা —
সহসা ঘেরিল কেন ঘোর তমসায়?
মরমে অনল যেন
জ্বলিতেছে অনুক্ষণ,
বাঁচে না এ ক্ষুদ্র প্রাণ এত যাতনায়!
তুমি যে গো প্রেমাধার,
করুণার পারাবার,
শান্তিময় কর মোর এ দগ্ধ হৃদয়।
দুখ তাপ সব হর,
আঁধারে আলোক কর,
তুমি হে অনাথবন্ধো! হয়োনা নিদয়।
দিলাম আনন্দ ভরে
প্রসারিয়া দুই করে
লওহে যতনে তুলে দীনা তাপিতায়।
আমি অতি মূঢ়মতি,
জানিনা ভকতি স্তুতি,
কেমনে হে আবাহন করিব তোমায়?
তুমি অগতির গতি,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
অন্তিমেতে দিও স্থান তব রাঙা পায়।

শ্রীমতী সুরলতিকা ঘোষ।

নক্ষত্র।

দেখ গো আকাশ মাঝে কিবা শোভা
হয়েছে!
বিমল নক্ষত্রমালা,
হাসি বিশ্ব করে আলা,
তার মাঝে ওই কিবা চাঁদ ব'সে রয়েছে!
ঘুচিয়াছে অন্ধকার,
পৃথিবীর চারিধার,
মরি মরি কি সুন্দর পূত সাজে সাজিছে।
যতেক তারকা দল
প্রেমরসে ঢল ঢল,
ও হাসি হেরিয়া যেন সারা ধরা হাসিছে।
হেরি ও সুষমারাশি,
সুখে ভাসে বিশ্ববাসী,
সবার হৃদয় আজ উথলিয়া উঠিছে।
সে মাধুরী বুকে ল'য়ে,
আনন্দে বিভল হ'য়ে,
নীল নভতল আজ কি উচ্ছ্বাসে মেতেছে।
ব্যথিত-হৃদয় যারা,
বেদনা ভুলেছে তারা,
দেখ কুমুদিনী সতী হেসে মুখ তুলিছে।
শোকার্ত্ত-অন্তর যারা,
ফেলিত নয়ন-ধারা,
ওই দেখ তারাও গো আঁখিজল মুছিছে।
অতি দীন হীন জন,
তাদেরো প্রফুল্ল মন,
তাদের (ও) পরাণ আজ সুখে পূর্ণ হয়েছে।
দেখিয়া প্রকৃতি মুখ,
উথলিছে মোর বুক,
হৃদয়ের মাঝে মোর প্রেমোচ্ছ্বাস বহিছে।

শ্রীমতী পঙ্কজবালা মিত্র।

কুসুম-ব্রততী।

নীরব নির্জ্জনে বসি নিকুঞ্জ কাননে
কি স্বপন দেখিতেছ কুসুম ব্রততি?
চুমিতেছে সোণা মুখ আদরে যতনে
কনক কিরণ ঢালি হাস্যময়ী উষা।

প্রকৃতি দিতেছে খেলা মলয় অনলে;
তোমার প্রণয়াসক্ত শারদ চন্দ্রমা
নিশিথে সাজায় তোমা রজত ভূষণে।
তব রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমিক তারকা
লুকাইয়া আসে বুঝি নিত্য সন্ধ্যা বেলা,
ধুইয়া দিতেছে অঙ্গ স্বর্গ মন্দাকিনী
শিশির সলিল রূপে আসি ধরাতলে।
ভ্রমর ভ্রমরী বেশে দেব দেবী-গণ
তোমারই গুণ গান করে বনে বনে।
কুসুম বদনে তব প্রসাদ স্বরূপ
দিতেছে দেবতাগণ মকরন্দ-সুধা।

শ্রীঅযুজা।

বাল-বিধবার গীত।

(রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা)

(মম) সুখভাগী হতে কেউ চেও না গো
চেও না,
আমি একা-ই সহিব, একা-ই ভুগিব
গভীর মরম-বেদনা।
আমি নিরজনে থাকি দিবস রজনী,
কাঁদিব হাসিব গাহিব আপনি,
আমার কাহিনী কখনো তোমরা
ভুলেও শুনিতে এ'সনা;
(মম) দুখ ভাগী হতে কেউ চেও না গো
চেও না!
তোমরা কুসুম-কাননে রয়েছ,
উঠেছ ফুটিয়া কুসুমেরি মত;
তোমাদের আশেতে ধাইছে,
মধু পিপাসায় অলি শত শত!
পাখীরা তুষিতে কত করিছে মধুর কাকলি,
মলয়া বহিছে সুমন্দ মধুর হিল্লোল তুলি;
তোমরা সতত লালিত পালিত সুখেতে,
দুখের বাতাস কভু জাননা—
(তাই) দুখভাগী হতে কেউ চেও না গো
চে'ও না।
আমি কখনও আসি, দূরে থাকিয়া
তোমাদের প্রীতি দেখিব,
আমি তোমাদের মুখ হাসিভরা দেখে
আপনার দুখ ভুলিব।
তোমরা সংসার সাগরে ভাসাইয়া তরী
সুখ-স্রোতে সদা ভাসিও,
চাঁদের কিরণ অঙ্গেতে মাখিয়া মধুর সঙ্গীত
গাহিও।
আমি আঁধারে আড়ালে, তীরেতে থাকিয়া
দেখিব উল্লাস নয়ন ভরিয়া,
নিশ্বাসের সনে, মরমের কোণে
লুকাব মরম-বেদনা;
মম দুখভাগী হতে চেও না গো চেও না।

গৌহাটী। শ্রীবিঃ।

*** পত্র-প্রেরকের প্রতি—গত বারের পত্রিকায় আরব-বিধবা সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া একজন স্বধর্ম্মানুরাগী মুসলমান ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ১৮৯৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক প্রবন্ধ হইতে উহা সংগৃহীত, তাঁহাকে সেই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বা, বো, স।